বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫-২০১৬

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক

উন্নয়নের মহাসড়কে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ দুর্বার
সময় এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৫–২০১৬

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৫
সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর	৪৫
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)	১৩১
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)	১৪৩
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	১৫৫

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

রূপকল্প

টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক এবং নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত মহাসড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পরিচিতি

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৪১ বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগ ৭টি অনুবিভাগ, ১৬টি অধিশাখা ও ৩৮টি শাখা/ইউনিট সমন্বয়ে গঠিত।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা রয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
- ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)
- বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

প্রশাসনিক কার্যক্রম

সুশাসন

কার্যবিধিমালা ১৯৯৬, সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এবং সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিমালা/নীতিমালা অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সকল কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা হয়। এতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনগণের হয়রানি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে কোন বিষয় পেন্ডিং থাকছে না। মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব পর্যায়ে যে কোন নথিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদানের চর্চাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে অনলাইন গ্রিভেন্সেস রিড্রেস সিস্টেম (GRS) চালু রয়েছে। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কেউ এ বিভাগ ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকান্ডের ওপর অভিযোগ উত্থাপন ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। এ মাধ্যম ব্যবহার করে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৭২টি অভিযোগ ও ৩৪টি পরামর্শ পাওয়া গিয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তির হার ১০০%। এছাড়াও, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এ বিভাগে সরাসরি দাখিলকৃত লিখিত অভিযোগ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে নিষ্পত্তি করা হয়।

তথ্য অধিকার

জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা ২০১৫ প্রণয়ন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিভাগের ওয়েবসাইটে Right to Information (RTI) নামে একটি তথ্যসমৃদ্ধ আলাদা ব্লক রয়েছে। ওয়েবসাইটে অথবা সরাসরি আবেদনের মাধ্যমে যে কেউ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার যে কোন তথ্য জানাতে অনুরোধ করতে পারেন। জনসাধারণের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদন অনুযায়ী আইন মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা এবং অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থাসমূহের অধীনস্থ অফিসসমূহে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে ৭টি সেমিনার ও ৫৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অডিট

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থায় ৩০ জুন ২০১৬ তারিখে মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৮৪৪টি। দীর্ঘদিনের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৮টি ত্রি-পক্ষীয় অডিট টিম কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে অডিট টীম কর্তৃক ১৮টি ত্রি-পক্ষীয় সভা, ১৭টি দ্বি-পক্ষীয় সভা ও এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ১টি Public Accounts Committee এর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ৭৮৯টি অগ্রিম আপত্তির ব্রডশীট জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তর ও Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) এ প্রেরণ করা হয়েছে। অগ্রিম ৬৭টি ও খসড়া ১টিসহ মোট ৬৮টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

পেনশন কেইস

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সকল গ্রেডের কর্মচারিদের পেনশন কেইসসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা হয়। অনিষ্পন্ন পেনশন কেইসসমূহ মাসিক সমন্বয় সভায় নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হয়। অডিট আপত্তি ও মামলাজনিত কারণে ৫টি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন আছে।

সিটিজেন চার্টার

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার স্ব স্ব সিটিজেন চার্টার রয়েছে। সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেবা গ্রহীতাদের পরামর্শ অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সেবার মান উন্নয়নে এ বিভাগ সচেষ্ট রয়েছে।

প্রশাসনিক সংস্কার

কাজের প্রকৃতি ও ধরণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইতোমধ্যে নতুন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখা সৃজন করা হয়েছে। নগর পরিবহন ব্যবস্থা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কার্য পরিধিভুক্ত হওয়ায় গণপরিবহন ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এ বিভাগে ২৩ জন কর্মচারির সমন্বয়ে আরবান ট্রান্সপোর্ট অনুবিভাগ এবং এর আওতাধীন ২টি অধিশাখা ও ৪টি শাখা সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া, এ বিভাগের লাইব্রেরির জন্য ০১টি ক্যাটালগার পদ সৃজন করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এ বিভাগের বিভিন্ন গ্রেডে ২৪টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণী বিন্যাস করে বাছাই ও বিনষ্ট করায় অফিস ব্যবস্থাপনা ও কর্মপরিবেশ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

গণকর্মচারিদের জন্য বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় প্রণীত সমন্বিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ২০১৬ অনুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এ বিভাগের সকল গ্রেডের কর্মচারিদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৭,৭৪০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১,২৯১ ঘন্টা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৪৫% বেশী। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার মোট ১৫৫ জন কর্মকর্তা বিদেশে প্রশিক্ষণ/সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়াম/স্টাডি ট্যুর ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করেছেন। দেশের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কর্মচারির সংখ্যা ১,০৭৩ জন এবং সেমিনার/ওয়ার্কশপ/সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণকারী কর্মচারির সংখ্যা ৮৪৪ জন। ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা ৩,৫১৬ জন।

মহাসড়ক মনিটরিং

জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের জন্য সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ব্যবস্থার পাশাপাশি সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রকৌশলীগণের সমন্বয়ে গঠিত ২৫টি স্থায়ী মনিটরিং টিম কাজ করে যাচ্ছে (পরিশিষ্ট-অ)। মাননীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান পর্যন্ত সকলে নিয়মিত মহাসড়কের মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং করায় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এতে জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে চলাচল করতে পারছেন। মনিটরিং টিমের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগ

আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের গুরুত্ব অপরিসীম। ভৌগোলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে ৬টি আন্তঃদেশীয়, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উদ্যোগের সাথে বাংলাদেশ সম্পৃক্ত। উদ্যোগগুলো হল:

- Asian Highway Network
- South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Corridors
- Bangladesh China India Myanmar - Economic Corridor (BCIM-EC)
- Bangladesh Bhutan India Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA)
- South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Corridors
- Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) Corridors

২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে যথাক্রমে Asian Highway Network, SASEC Corridors ও Bangladesh China India Myanmar - Economic Corridor (BCIM-EC) সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ প্রতিবেদনে Bangladesh Bhutan India Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA) সম্পর্কে আলোকপাত করা হল:

Bangladesh Bhutan India Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA)

ভারতীয় উপমহাদেশের ৪ দেশের মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ সম্প্রসারণ ও সংহত করার লক্ষ্যে গত ১৫ জুন, ২০১৫ তারিখ ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে Motor Vehicles Agreement (MVA) for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic Between Bangladesh Bhutan India and Nepal স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এমপি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। উপ-আঞ্চলিক অভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে Bangladesh Bhutan India Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA) একটি অনন্য উদ্যোগ। BBIN MVA স্বাক্ষর হওয়ার ফলে চার দেশের মধ্যে transit চালুর ধারা উন্মোচিত হল। এতে চার দেশের মধ্যে People-to people contract এবং trade ও commerce বৃদ্ধি পাবে, যা BBIN দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল কর্তৃক ইতোমধ্যে BBIN MVA Ratification করা হয়েছে। ভুটান কর্তৃক Ratification প্রক্রিয়াধীন আছে। BBIN MVA বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে:

- গত ০৮-০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ ঢাকায় 1st Negotiation Meeting on the Proposed Protocols to BBIN MVA অনুষ্ঠিত হয়। সভায় Passenger Vehicle Trial Run, Cargo Vehicle Trial Run, BBIN Friendship Motor Rally অনুষ্ঠানের সময়, সম্ভাব্য রুট ইত্যাদি বিষয়ে ঐকমত্য হয়;
- এরই ধারাবাহিকতায় গত ১-৩ নভেম্বর ২০১৫ সময়ে বেনাপোল-ঢাকা-আগরতলা রুটে Cargo Trial Run অনুষ্ঠিত হয়;
- BBIN Friendship Motor Rally গত ১৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের ভুবনেশ্বর হতে শুরু হয়ে ভুটানের

ফুয়েন্টসোলিং, থিম্পু, মঙ্গার, ভারতের আসামের গৌহাটি, শিলচর, আগরতলা হয়ে ফেনীর বিলোনিয়া সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ১৪ নভেম্বর হতে ২ ডিসেম্বর ২০১৫, এই ১৮ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত র‍্যালিটি ২৮ নভেম্বর হতে ০১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থান করে এবং ঢাকায় একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ শেষে ১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে বেনাপোল সীমান্ত হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। ২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ ভারতের কলকাতায় একটি সেমিনার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে র‍্যালিটি সমাপ্ত হয়। BBIN Friendship Motor Rally পরিভ্রমণকালে বন্ধুত্বের বার্তাবাহক হিসেবে তিন দেশের মোট ৪,২২৩ কিলোমিটার দুরত্ব অতিক্রম করে।

- গত ০৩-০৪ ডিসেম্বর ২০১৫ BBIN MVA বাস্তবায়ন সংক্রান্ত Electronic Tracking of Vehicle শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ ভারতের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়;
- গত ২৯-৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখে Agreement স্বাক্ষরকারী চার দেশের Nodal Officer সমন্বয়ে 2nd Negotiation Meeting on the Proposed Protocols ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় Protocol on Passenger and Personal Vehicles এর Text এর বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা হয়;
- দ্বিতীয় নেগোশিয়েশন সভার সিদ্ধান্ত অনুসরণে বাংলাদেশের উদ্যোগে ঢাকা-কোলকাতা-দিল্লী (আলিপুর)-ঢাকা রুটে ২৭ আগস্ট - ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত সময়ে Cargo Trial Run অনুষ্ঠিত হয়;
- ৩০-৩১ আগস্ট ২০১৬ সময়ে কোলকাতা-খুলনা-কোলকাতা রুটে Passenger Trial Run অনুষ্ঠিত হয়;
- বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল এ তিন দেশের প্রতিনিধি সমন্বয়ে ঢাকা-বাংলাবান্ধা/ফুলবাড়ী (ভারত)-শিলিগুঁড়ি (ভারত)-পানিটাঙ্কি (ভারত)/কাঁকরভিটা (নেপাল)-কাঠমান্ডু (নেপাল) রুটে Route Survey, Passenger Trial Run ও Cargo Trial Run দেশসমূহের সুবিধাজনক সময়ে অনুষ্ঠানের জন্য সম্পৃক্ত দেশগুলো প্রাথমিক সম্মতি জ্ঞাপন করেছে;
- BBIN MVA এর অধীনে পণ্যবাহী যান চলাচলের জন্য Protocol on Cargo Vehicles প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে।

BBIN MVA প্রস্তাবিত বাংলাদেশ অংশের রুটসমূহ:

ক. BBIN MVA এর অধীনে Passenger (Regular and Non-regular) Vehicles চলাচলের জন্য প্রস্তাবিত রুটসমূহ:

Bangladesh - India - Nepal

i. Dhaka – Banglabandha – Fulbari -Siliguri - Panitanki – Kakarvita-Kathmandu

ii. Kathmandu - Kakarvita - Panitanki - Siliguri - Chengrabandha – Burimari-Dhaka

Bangladesh - India – Bhutan

i. Dhaka-Burimari- Chengrabandha-Jaigaon-Phuentsholing-Thimphu

ii. Dhaka-Tamabil-Dawki-Guwahati-Samdrukzonkhor

খ. BBIN MVA এর অধীনে Passenger (Personal) Vehicles চলাচলের জন্য প্রস্তাবিত রুটসমূহ:

India-Bangladesh

i. Bangladesh -West Bengal of India

ii. Bangladesh -Tripura of India

গ. BBIN MVA এর অধীনে Cargo Vehicles চলাচলের জন্য প্রস্তাবিত রুটসমূহ:

Bhutan- Bangladesh

i. Phuentsholing- Jaigaon- Chengrabandha-Burimari-Dhaka

Bangladesh- Bhutan-India-Nepal

i. Teknaf - Cox Bazar - Chittagong - Dhaka - Hatikamrul - Rangpur - Burimari - Chengrabandha - Jaigaon - Phuentsholing - Thimphu

ii. Mongla - Khulna - Jessore - Kushthia - Hatikamrul - Rangpur - Burimari - Chengrabandha - Jaigaon - Phuentsholing - Thimphu

iii. Teknaf - Cox Bazar - Chittagong - Dhaka - Hatikamrul - Rangpur - Banglabandha - Phulbari - Panitanki - Kakarvita - Kathmandu

iv. Mongla - Khulna - Jessore - Kushthia - Hatikamrul - Rangpur - Banglabandha - Phulbari - Panitanki - Kakarvita - Kathmandu

India-Bangladesh

i. Kolkata-Petrapole-Benapole- Dhaka-Akhaura-Agartala

Nepal - Bangladesh

i. Kathmandu- Kakarvita-Panitanki-Fulbari-Bangladandha-Mongla

ii. Kathmandu-Kakarvita-Panitanki-Chengrabandha-Burimari-Mongla

iii. Kathmandu-Kakarvita- Panitanki- Fulbari -Banglabandha-Chittagong

iv. Kathmandu-Kakarvita-Panitanki-Chengrabandha-Burimari-Chittagong

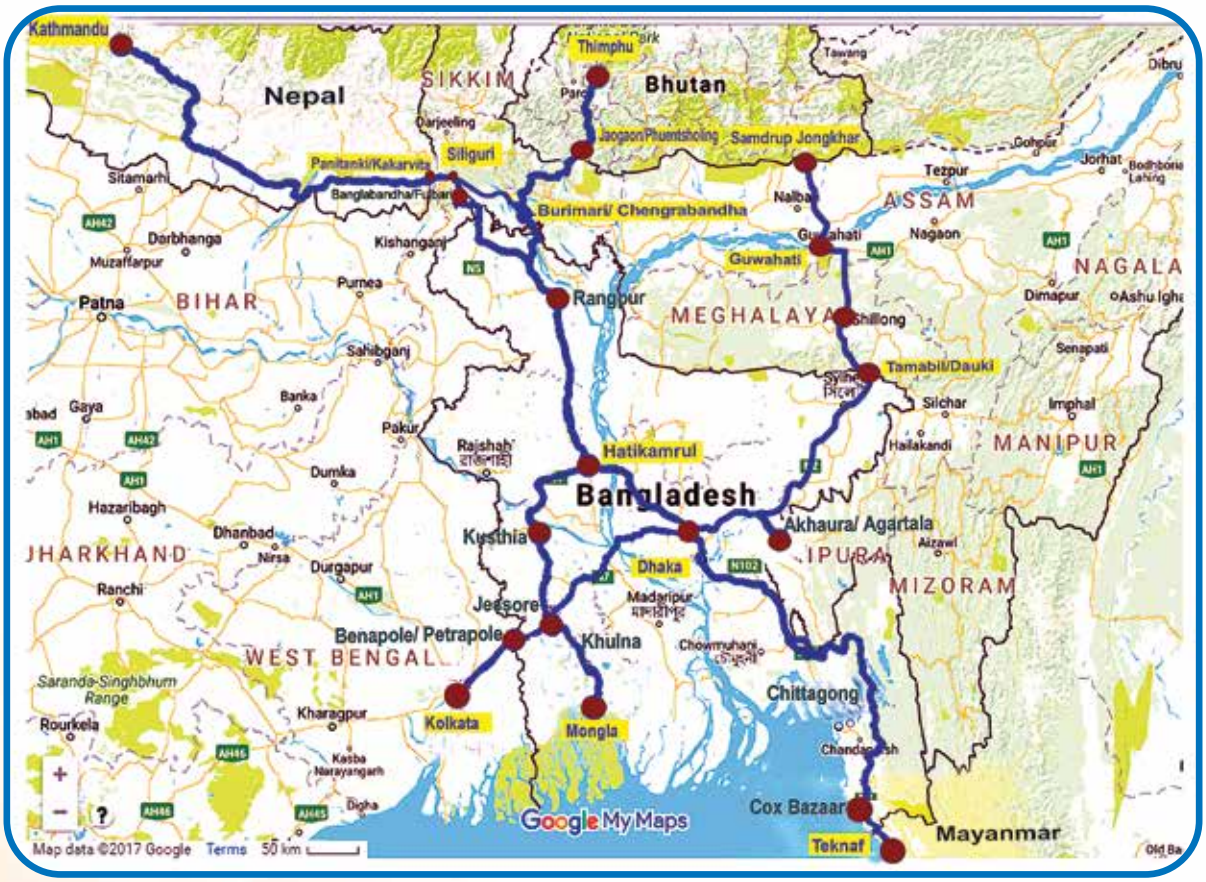

BBIN Route Map

BBIN MVA এর প্রস্তাবিত রুটের বাংলাদেশ অংশের বর্তমান অবস্থা:

রুট: বাংলাবান্ধা-পঞ্চগড়-রংপুর-হাটিকুমরুল-এলেঙ্গা-কালিয়াকৈর-জয়দেবপুর-ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ

- **বাংলাবান্ধা-পঞ্চগড় (এন-৫, ৫৩ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** Road Network Improvement and Maintenance Project-II (RNIMP-II) প্রকল্পের আওতায় এ অংশের উন্নয়ন কাজ ২০১১ সালে সমাপ্ত হয়েছে। সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প-২ এর আওতায় ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে। এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত আছে।

- **পঞ্চগড়-রংপুর (এন-৫, ১৪৩ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প-২ এর আওতায় ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে। এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত আছে।

- **রংপুর-হাটিকুমরুল-এলেঙ্গা (এন-৫/এন-৪, ১৯৭ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Project-II এর আওতায় উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

- **এলেঙ্গা-টাঙ্গাইল-চন্দ্রা-জয়দেবপুর (এন-৪, ৭০ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Project এর আওতায় উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

- **জয়দেবপুর (ভোগড়া)-ঢাকা উত্তর (বনানী রেলক্রসিং), (এন-৩, ২২ কিলোমিটার, শ্রেণী-১)** জয়দেবপুর হতে বনানী রেলক্রসিং পর্যন্ত ৬-লেন মহাসড়ক আছে।

- **ঢাকা উত্তর (বনানী রেলক্রসিং)-ঢাকা দক্ষিণ (যাত্রাবাড়ী), (ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মহাসড়ক, ২০ কিলোমিটার, শ্রেণী-১)** মহাসড়কটি ঢাকা মহানগরীর মধ্যে অবস্থিত।

- **জয়দেবপুর-ভুলতা-মদনপুর (এন-১০৫, ৪৮ কিলোমিটার)** এ অংশটি ঢাকা বাইপাস হিসেবে পরিচিত। সরকারি বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বে উভয় পার্শ্বে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান আছে।

- **মদনপুর-দাউদকান্দি (এন-১, ১৮ কিলোমিটার)** এ অংশে ৪-লেন মহাসড়ক রয়েছে।

- **দাউদকান্দি-চট্টগ্রাম (এন-১, ১৯২ কিলোমিটার, শ্রেণী-১)** এ অংশটি ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীত করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।

- **চট্টগ্রাম-চট্টগ্রাম বন্দর (এন-১১১, ১৩ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** এ অংশটি এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় ২০০৬ সালে ২-লেন মহাসড়কে উন্নীত করা হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান পরিবহন চাহিদা বিবেচনায় এ অংশটিকে ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণের জন্য এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে।

- **চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ (এন-১, ২২৩ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় এ অংশটিকে ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীত করার জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা) এর আর্থিক সহায়তায় এ মহাসড়কে অবস্থিত সরু ও জরাজীর্ণ সেতুসমূহ প্রতিস্থাপন করে ৪-লেন বিশিষ্ট সেতু নির্মাণের কাজ চলমান।

রুট: বুড়িমারি-লালমনিরহাট-তিস্তা ব্রীজ-রংপুর-হাটিকুমরুল-এলেঙ্গা-কালিয়াকৈর-জয়দেবপুর-ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার-টেকনাফ

- **বুড়িমারি-লালমনিরহাট-রংপুর (এন-৫০৯ ও এন-৫০৬, ১৩৮ কিলোমিটার)** এ অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের আওতায় শেষ হয়েছে। এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত আছে।

- **তিস্তা ব্রীজ (০.৯৮ কিলোমিটার)** সদ্য সমাপ্ত ২-লেন তিস্তা ব্রীজ রংপুর এবং বুড়িমারি স্থলবন্দরের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপন করেছে। বর্তমান ব্রীজের ডান পার্শ্বে উভয়দিকে ধীরগতির যান চলাচলের সুবিধাসহ ২-লেন বিশিষ্ট আরো একটি নতুন ব্রীজ নির্মাণের জন্য এডিবি'র সহায়তায় ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রুট: বুড়িমারি-লালমনিরহাট-তিস্তা ব্রীজ-রংপুর-হাটিকুমরুল-কুষ্টিয়া-যশোর-খুলনা-মংলা

- **হাটিকুমরুল-বনপাড়া অংশ (এন-৫০৭, ৫১ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণের জন্য এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় এ অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- **বনপাড়া-দাশুরিয়া-পাকশী-কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ (এন-৬, এন-৭০৪, ১০৫ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN-ESCAP) এর সহায়তায় ২০১৩ সালে এ অংশের প্রাক ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন হয়েছে। এডিবি'র সহায়তায় ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ ২০১৮ সালের মধ্যে সমাপ্ত হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। এ অংশে পদ্মা নদীর ওপর ৪-লেন বিশিষ্ট ১৭৮৫ মিটার দীর্ঘ লালন শাহ সেতু রয়েছে।

- **ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা (এন-৭, ১০৭ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণের জন্য এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় এ অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

- **খুলনা-মংলা (এন-৭, ৪৩ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণের জন্য এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় এ অংশের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রুট: বাংলাবান্ধা-পঞ্চগড়-রংপুর-হাটিকুমরুল-কুষ্টিয়া-যশোর-খুলনা-মংলা

পূর্ববর্তী অংশগুলোতে এ রুটের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

রুট: বেনাপোল-ঢাকা-আখাউড়া

- **বেনাপোল-যশোর (এন-৭০৬, ৩৮ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** সাব-রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি শীর্ষক কারিগরি প্রকল্প-২ এর আওতায় ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইনের কাজ চলমান রয়েছে।

- **যশোর-মাগুরা (এন-৭০২, ৪৩ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত সহসাই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হবে।

- **মাগুরা-দৌলতদিয়া (এন-৭, ৭৮ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত সহসাই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হবে।

- **দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া:** পদ্মা নদীর ওপর ফেরী সার্ভিস রয়েছে।

- **পাটুরিয়া-মানিকগঞ্জ-নবীনগর (এন-৫, ৫৭ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় এ অংশটি ৪-লেন মহাসড়কে উন্নীতকরণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে।

- **নবীনগর-সাভার-গাবতলী (এন-৫, ২২ কিলোমিটার, শ্রেণী-১)** নবীনগর হতে গাবতলী পর্যন্ত অংশে ৪-লেন মহাসড়ক রয়েছে।
- **গাবতলী-যাত্রাবাড়ী (মহানগর সড়ক, ১৯ কিলোমিটার, শ্রেণী-১)** এ অংশটি ৪-লেন সড়ক এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত।
- **যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর (এন-১, ১০ কিলোমিটার, শ্রেণী-১)** এ অংশটি বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৪-লেন হতে ৮-লেন মহাসড়কে উন্নীত করা রয়েছে।
- **কাঁচপুর-নরসিংদী-সরাইল (এন-২, ১৪৬ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। জি টু জি ভিত্তিতে মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **সরাইল-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-দরখার (এন-১০২, ২৮ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ভারতীয় ঋণ সহায়তায় মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **দরখার-আখাউড়া (জেড-১২০২, ১৫ কিলোমিটার, শ্রেণী-২ এর নিম্নে)** এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ভারতীয় ঋণ সহায়তায় মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

রুটঃ ঢাকা-তামাবিল

- **ঢাকা-কাঁচপুর (এন-১, ৮ কিলোমিটার, শ্রেণী-১)** এ অংশটি বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৪-লেন হতে ৮-লেন মহাসড়কে উন্নীত করা রয়েছে।
- **কাঁচপুর-সিলেট (এন-২, ২৩৩ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। জি টু জি ভিত্তিতে মহাসড়কটি উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- **সিলেট-তামাবিল (এন-২, ৫৩ কিলোমিটার, শ্রেণী-২)** এ অংশটি ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য এডিবি'র কারিগরি সহায়তায় ডিটেইল্ড ডিজাইন এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে BBIN MVA রুটে চলমান প্রধান প্রধান প্রকল্পের তালিকাঃ

১। টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স ফর সাব -রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরী ফ্যাসিলিটি-২;

২। টেকনিক্যাল এসিস্টেন্স ফর ডিটেইল্ড স্টাডি এন্ড ডিজাইন অব ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে অন পিপিপি বেসিস;

৩। South Asia Sub - regional Economic Cooperation (SASEC) Project (এলেঙ্গা - টাঙ্গাইল - চন্দ্রা - জয়দেবপুর);

৪। South Asia Sub - regional Economic Cooperation (SASEC) Project - II (রংপুর - হাটিকমরুল - এলেঙ্গা);

৫। ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ);

৬। ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP);

৭। ৪-লেন বিশিষ্ট ২য় কাচঁপুর সেতু, ২য় মেঘনা সেতু ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পূনর্বাসন প্রকল্প;

৮। মহীপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প;

৯। ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুল হতে চক্রশালা পর্যন্ত বাঁক সরলীকরণ প্রকল্প;

১০। ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কের ভুলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প;

১১। ইম্প্রুভমেন্ট অব রোড সেফটি এ্যাট ব্ল্যাক স্পটস অন ন্যাশনাল হাইওয়েজ;

১২। সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্প।

প্রণীত/প্রণয়নাধীন আইন/বিধিমালা/নীতিমালা

আইন

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট আইন, ২০১৬

ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রভুক্ত এলাকার (ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা) যানজট নিরসনে এবং যাত্রীসাধারণের স্বচ্ছন্দে চলাচলের লক্ষ্যে বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট লাইন নির্মাণ, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত প্রণীত বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট আইন, ২০১৬ জাতীয় সংসদে বিল আকারে উত্থাপনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন আছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬

প্রণীত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ চূড়ান্ত ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রক্রিয়াধীন আছে।

সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৬

The Motor Vehicle Ordinance ১৯৮৩ এর স্থলে আধুনিক ও যুগোপযোগী সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৬ প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ হালনাগাদক্রমে বাংলা ভাষায় রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিধিমালা

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ সংশোধন করে হালনাগাদ করা হয়েছে। হালনাগাদকৃত বিধিমালা ৯ মে ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

মেট্রোরেল বিধিমালা, ২০১৬

মেট্রোরেল বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালাটি ৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

নীতিমালা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন সাময়িক অব্যবহৃত ভূমি ও স্থাপনার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালাটি ২২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫

সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সংশ্লিষ্ট তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা ২০০৯ ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালাসমূহের আলোকে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি

মহাসড়কে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত একটি মন্ত্রিসভা কমিটি রয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প সংখ্যা ১৩৮টি (জিওবি-১১৭টি, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট-১২টি, কারিগরি সহায়তা-৯টি)। তন্মধ্যে ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৬ সময়ে ৪৪টি (জিওবি-৩৭টি, বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট-৩টি, কারিগরি সহায়তা-৪টি) প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৬,৩৯৮.৩৫ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় ৬,৩৮৮.৫৩ কোটি টাকা। সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.৮৫ শতাংশ। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে ৩২টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে জিডিপিতে স্থলপথ-পরিবহন উপখাতের অবদান ৭.২১% এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫৫%। বিগত ৩ বছর এ বিভাগ ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন বাজেটের শতভাগ বাস্তবায়ন করেছে।

বাংলাদেশে প্রথম

Revised Strategic Transport Plan ২০১৫-২০৩৫ এ অন্তর্ভুক্ত ২৬.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 (রুট: এয়ারপোর্ট - খিলক্ষেত - কুড়িল - বারিধারা - বাড্ডা - রামপুরা - মালিবাগ - মৌচাক - রাজারবাগ - কমলাপুর এবং খিলক্ষেত - পূর্বাচল - কাঞ্চন সেতু) এবং ২০.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5 (রুট: হেমায়েতপুর - গাবতলী - টেকনিক্যাল - মিরপুর ১ - মিরপুর ১০ - কচুক্ষেত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা) নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উভয় লাইন মিলে মোট ২৪.৯০ কিলোমিটার Underground Mass Rapid Transit (MRT) বা পাতাল রেল (এয়ারপোর্ট - কমলাপুর এবং গাবতলী-ভাটারা) নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায়ই বাংলাদেশের প্রথম পাতাল রেল নির্মিত হতে যাচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুদান

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে এ বিভাগের নিম্নোক্ত ০৩ জন বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে এককালীন আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন:

ক) জনাব মোহাম্মদ আবু ছাবের, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
খ) জনাব মোঃ আফছার আলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা
গ) বেগম বিনা রানী দাস, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ

সময় ও ব্যয় হ্রাস এবং ঝামেলামুক্তভাবে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়াই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির লক্ষ্য। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এ লক্ষ্য অর্জনে বিভিন্ন উদ্ভাবনী কার্যক্রম অনুশীলন করছে এবং ব্যাপকভাবে উৎসাহ ও সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এ বিভাগের উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নে দেয়া হল:

ইন্টারএক্টিভ ওয়েবসাইট

এ বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd) রয়েছে, যা প্রতিনিয়ত হালনাগাদ করা হয়। এর মাধ্যমে যে কোন স্থান হতে যে কোন সময় এ বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলে জানতে পারেন এবং মতামত, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। এতে এ বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। GRS, NIS, RTI, APA, SDG ও Innovation Team এর তথ্যাদিও ওয়েবসাইটে সংযোজন করা হয়েছে। ওয়েবসাইটের ফেসবুক বক্স ও ভিডিও বক্সকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যেখানে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সম্পর্কিত ছবি ও ভিডিও নিয়মিত আপলোড করা হয়ে থাকে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ওয়েবসাইট (www.rthd.gov.bd)

ডিজিটাল লাইব্রেরী

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সম্পর্কিত সকল আইন, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, গাইডলাইনস্, বিভিন্ন প্রকাশনা ইত্যাদি প্রাপ্তির সুবিধার্থে এ বিভাগের ওয়েবসাইটে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ লাইব্রেরীতে ৯টি ব্লকে সংরক্ষিত বিভিন্ন তথ্যাদি হতে এ বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহের সকল গ্রেডের কর্মচারিগণ, জনসাধারণ ও স্টেকহোল্ডারগণ প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসের সফটকপি তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ করতে পারছেন।

ডিজিটাল লাইব্রেরী

অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা

দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সওজ অধিদপ্তর ও বিআরটিসি'র মূল্যবান ভূমির রেকর্ড, পরিদর্শন বাংলো, কটেজ, রিসোর্ট, পিকনিক স্পট, পেট্রোল পাম্প, সিএনজি স্টেশন, ইজারাপ্রদত্ত ভূমির তথ্য ইত্যাদি এ সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত করা আছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

ভূমি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

অনলাইন অডিট ব্যবস্থাপনা

এ বিভাগ এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার অডিট আপত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, সংখ্যা, নিষ্পত্তির জন্য গৃহিত ব্যবস্থা ও বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি এ সফটওয়্যারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের জন্য একটি করে ইউনিক আইডেনটিফিকেশন নাম্বার রয়েছে। এ নাম্বার দিয়ে সার্চ করলে প্রতিটি অনুচ্ছেদের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। একইভাবে কর্মকর্তাগণের আইডি দিয়ে সার্চ করলে কর্মকর্তার অডিট আপত্তি সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য মুহূর্তেই পাওয়া যায়।

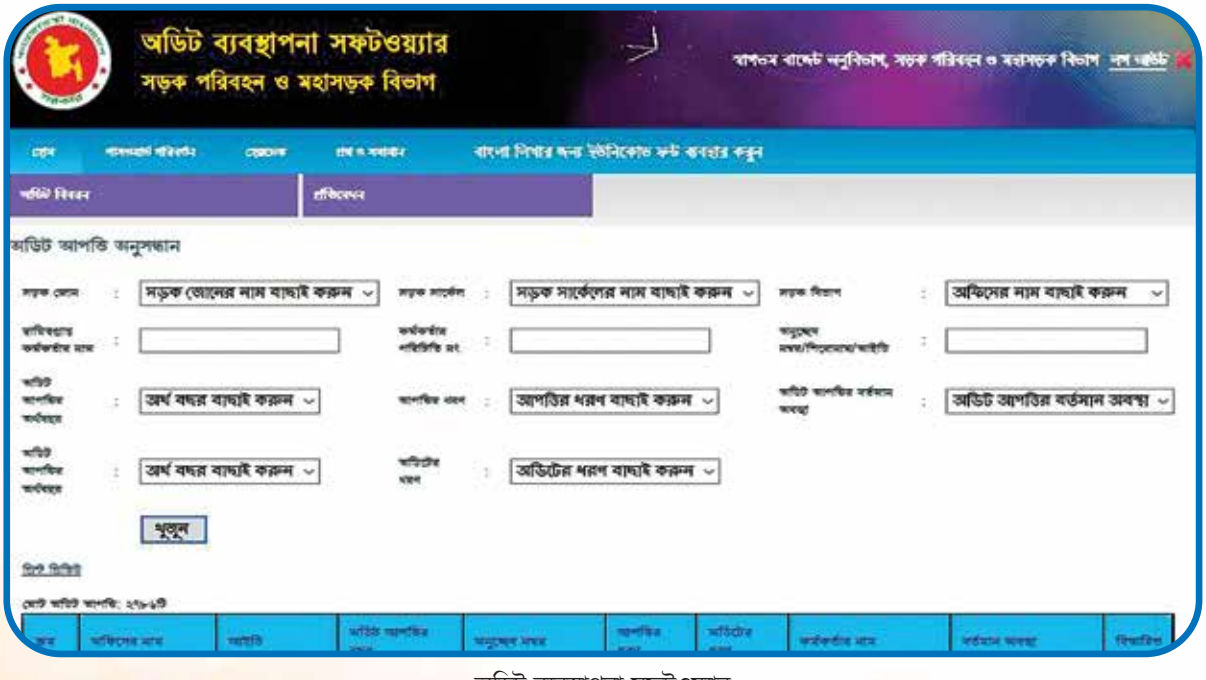

অডিট ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা

সরকারি সম্পত্তি রক্ষা ও সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে মামলা পরিচালনা কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করার জন্য মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার পক্ষে বিপক্ষে দায়েরকৃত প্রত্যেকটি মামলার তথ্য এন্ট্রি দেয়া হয় এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। মামলার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার ফলে প্রতিটি মামলার সর্বশেষ অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে। এতে মামলার যে কোন বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণ অনলাইনে দেখে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন।

ডিজিটাল মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

ই-যানবাহন ব্যবস্থাপনা

বিআরটিসি'র বাস বহরের ইনভেন্টরী, পৃথকভাবে প্রত্যেকটি বাসের অবস্থান ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত উপাত্ত সংরক্ষণের নিমিত্ত একটি যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সফটওয়্যারে ডিপোভিত্তিক যানবাহনগুলোর গতিবিধি ও বর্তমান অবস্থা জানার সুযোগ রয়েছে। সফটওয়্যারটিতে বাস ও ট্রাকের দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব এন্ট্রি করার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করা আছে। বর্তমানে বিআরটিসি বাস বহরের সকল বাসের উপাত্ত সফটওয়্যারে এন্ট্রি দেয়া আছে।

ই-যানবাহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

ই-ফাইলিং (NESS)

পর্যায়ক্রমে পেপারলেস অফিস স্থাপন ও যে কোন স্থান থেকে যে কোন সময় দ্রুত নথি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রথম বিভাগ হিসেবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে জাতীয় ই-সেবা সিস্টেম বা National E-Service System (NESS) এর মাধ্যমে ১০৮টি নথি প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে, যার কোন বিকল্প নথি নেই। ই-ফাইলের নতুন ভার্সনও এ বিভাগে চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল নথি এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

ইনোভেশন সার্কেল

উদ্ভাবনের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এ বিভাগে ইনোভেশন টিমসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়নাধীন ইনোভেটিভ আইডিয়াসমূহ হলো- ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ডের পরীক্ষার্থীদের লিখিত পরীক্ষা কার্যক্রম অটোমেশন, মহাসড়ক নির্মাণের বিভিন্ন উপকরণ ও নির্মাণসামগ্রী সড়ক গবেষণাগারে পরীক্ষাকরণ, ৩০ লক্ষ নথি Digital আর্কাইভকরণ, রোড নেটওয়ার্ক এর তথ্য অনুসন্ধান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ইনভেনটরী ব্যবস্থাপনা, Rapid Pass প্রচলন এর মাধ্যমে যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন যাত্রী সেবা।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সনদ বিতরণ

রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়ে ইনোভেশন সার্কেলের আলোচনা সভা

আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৪৩ জন কর্মচারিকে ই-ফাইল এবং ২৫ জন কর্মচারিকে কম্পিউটার বেসিক (মাইক্রোসফট এক্সেল) এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গুগল ম্যাপ ও গুগল আর্থ মার্কিং

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য সেতু, ফ্লাইওভার, অফিস, পরিদর্শন বাংলো; বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)'র অফিস, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (বিআরটিসি)'র অফিস, বাস ডিপো, ট্রাক ডিপো, ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ও ওয়ার্কশপসমূহ গুগল ম্যাপে ছবিসহ চিহ্নিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গুগল ম্যাপে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহ অনলাইনে দেখা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০ মিটার বা তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের ১৮১টি সেতু ও ফ্লাইওভার এবং বিআরটিসি'র ২৬টি ডিপোর অবস্থান চিহ্নিত করে ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন নির্মিত ও পুনর্নির্মিত স্থাপনার অবস্থান চিহ্নিত করে নিয়মিত ছবি প্রকাশ করা হয়।

গুগল আর্থে কাজীর বাজার সেতু

ডেভেলপমেন্ট অব মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্ট ওয়েব পোর্টাল উইথ মোবাইল ইন্টারএ্যাক্টিভিটি

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (A2I) প্রকল্পের সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ডের সহায়তায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মাধ্যমে একই ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে সকল ধরণের গণপরিবহনের টিকেট অনলাইনে পাওয়া যাবে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং উত্তম চর্চা

১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে বিষয়ভিত্তিক ১৩টি Thematic Group কাজ করছে। কোন বিষয়ে এ বিভাগের সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট Thematic Group এ পর্যালোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। Thematic Group গভীরভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করে মতামত প্রদান করে। এতে Thematic Group সদস্যদের বিশেষায়িত জ্ঞানের পরিধি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। Thematic Group এর সদস্যদের উৎসাহিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে Thematic Group এর ৪৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২। বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/সভা/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাদের ইংরেজীতে ডি-ব্রিফিং করার প্রথা চালু রয়েছে। এতে এ বিভাগের কর্মকর্তাদের ইংরেজীতে সাবলিলভাবে কথা বলার এবং উপস্থাপনার দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ২৮টি দল এ বিভাগের সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার উপস্থিতিতে ডি-ব্রিফিং-এ অংশগ্রহণ করেছেন। এতে বিদেশ সফরলব্ধ জ্ঞান সম্পর্কে সকলেই অবহিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

৩। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে নিম্নবর্ণিত প্রকাশনা পুস্তক আকারে মুদ্রণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে:

- বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৪-২০১৫
- Sustainable Transport System: A Road to Development
- Regional Road Connectivity: Bangladesh Perspective
- ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ২০১৫
- উন্নয়নের ৫ বছর, ১৯৯৬-২০০১
- অগ্রগতির ৭ বছর, ২০০৯-২০১৫

৪। এ বিভাগের অধীন সংস্থাসমূহে ১০টি অভ্যন্তরীণ অডিট টিম গঠন করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অডিট টিম নির্দেশিত হয়ে সংস্থার কোন বিশেষ শাখা বা বিষয়ের উপর অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে সংস্থা প্রধানের নিকট প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনের মর্মানুসারে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৫। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার ইনোভেশন টিমসমূহ সেবা সহজীকরণ ও জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত বিভিন্ন উদ্ভাবন নিয়ে পাইলটিং করছে। পাইলটিং এর সফল ফলাফলের ভিত্তিতে দেশব্যাপী সেবা প্রদান সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিআরটিএ'র ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্টের লিখিত পরীক্ষায় অটোমেশন, মহাসড়ক নেটওয়ার্কের যে কোন মহাসড়ক সম্পর্কে অনলাইনে তথ্য অনুসন্ধান, SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বচ্ছন্দে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের নিমিত্ত র‍্যাপিড পাস প্রচলন ইত্যাদি উদ্ভাবন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে।

৬। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে প্রতিমাসের নির্ধারিত দিনে মাসিক সভা, সমন্বয় সভা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়াও প্রকল্পসমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনার জন্য প্রতি অর্থ-বছরে প্রতিটি জোনে ন্যূনতম একবার জোনভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা সভা করা হয়ে থাকে। সে সভায় পিরিয়ডিক মেইনটিনেন্স প্রোগ্রাম (পিএমপি)-এর আওতায় গৃহীত কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা সভায় উত্থাপিত সমস্যাসমূহের তাৎক্ষণিক সমাধান দেয়া হয়।

৭। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪ অনুযায়ী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখাসমূহের Performance Inspection করা হয়ে থাকে। এতে বিদ্যমান ত্রুটি ও অসুবিধাসমূহ দুরীভূত হয় ও কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

৮। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও নির্দিষ্ট সময়ে পদোন্নতি প্রদানের চর্চা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে চালু আছে। এতে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের মধ্যে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে। অদক্ষ, অযোগ্য ও বিধিবহির্ভূত কর্মকান্ডের সাথে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৯। দাপ্তরিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ই-মেইল ব্যবহার করা হয়। অতি গুরুত্বপূর্ণ পত্র, প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট এর সফট কপি ই-মেইলের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রেরণ করা হয়, পরবর্তীতে হার্ডকপি প্রেরণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টেলিফোন করে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। সাথে সাথে অন্যান্য দপ্তর/সংস্থাকেও ই-মেইলে গুরুত্বপূর্ণ পত্র, প্রতিবেদন, ডকুমেন্ট ইত্যাদির সফট কপি প্রেরণে উৎসাহিত করা হয়।

বিনোদনমূলক কর্মকান্ড

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মচারিগণ দাপ্তরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনোদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

(ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উদ্যোগে ২২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ নরসিংদী'র ড্রীম হলিডে পার্ক এ বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করা হয়। সকল কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং আনন্দঘন পরিবেশে বনভোজন উপভোগ করেন। এতে আন্তঃপারিবারিক সম্পর্ক গাঢ় হয়েছে।

বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ অংশগ্রহণকারী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ অংশগ্রহণকারী ভদ্রমহিলাগণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ অংশগ্রহণকারী সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণের সন্তান

বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ অংশগ্রহণকারী ছেলেদের বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ অংশগ্রহণকারী মেয়েদের বিস্কিট দৌড় প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের স্মৃতি শক্তি প্রতিযোগিতা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ হাড়ি ভাঙা প্রতিযোগিতা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ পিলো পাসিং প্রতিযোগিতা

বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ শিশুদের বিস্কিট দৌড় প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

বার্ষিক বনভোজন-২০১৬ এ শিশুদের বিস্কিট দৌড় প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

(খ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ১০ম থেকে ২০তম গ্রেডের কর্মচারিদের উদ্যোগে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ নরসিংদী'র ড্রীম হলিডে পার্ক এ অপর একটি বনভোজনের আয়োজন করা হয়। এ বনভোজনে তাঁদের পরিবারের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বার্ষিক বনভোজনে অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের মেধা যাচাই

(গ) দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চাকে উৎসাহিত করতে গত ২৩ পৌষ ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৬ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে এ বিভাগের মহিলা কর্মকর্তাগণের উদ্যোগে শীতকালীন পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। পিঠা উৎসবে মহিলা কর্মকর্তাগণ ঘরে তৈরী পিঠা পরিবেশন করেন।

পিঠা উৎসবে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও এ বিভাগের সচিব

পিঠা উৎসবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মকর্তাগণ

(ঘ) সহকর্মীর কর্মস্থল পরিবর্তন ও চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণকালে এ বিভাগ থেকে বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এতে সহকর্মীদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহমর্মিতা ও নেটওয়ার্কিং বৃদ্ধি পায়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে বিদায় সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছে:

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	অবমুক্তির তারিখ
১.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৪২৩৩)	উপসচিব	২২.১১.২০১৫
২.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ফকির (২০৮৯)	যুগ্মসচিব	০১.১২.২০১৫
৩.	জনাব মোঃ সামছুল করিম ভূঁইয়া (০১৩১)	যুগ্মপ্রধান	০৬.১২.২০১৫
৪.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান সরকার (৬০২৩১২)	সহকারী প্রধান	১০.১২.২০১৫
৫.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম (০২৭৮)	উপপ্রধান	১০.০৪.২০১৬

জনাব মো: আলাউদ্দিন ফকির এর বিদায় সম্বর্ধনা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে যাঁরা কর্মরত ছিলেন/আছেন তাঁদের তালিকা পরিশিষ্ট-আ তে দেয়া হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা

(১) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে নির্ধারিত ওজনসীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ে যানবাহন চলাচলের কারণে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এতে সরকারি অর্থের অপচয় হয় ও জনদূর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। অতিরিক্ত ওজন বহনকারী যানবাহন দুর্ঘটনারও অন্যতম কারণ। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের নিমিত্ত সরকার মহাসড়কে চলাচলকারী যানবাহনের জন্য এক্সেল লোডের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে ২০০৪ সালে গেজেট প্রকাশ করে। কিন্তু পরিবহন সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের প্রত্যাশিত সহযোগিতা না পাওয়ায় অতিরিক্ত ওজন বহন করে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভবপর হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত ওজন বহন করে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মতবিনিময় করে মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ প্রণয়ন করা হয়। এবারও পরিবহন সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত সহযোগিতা না করে বরং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এক্সেললোড কন্ট্রোল ষ্টেশনে হামলা করে স্টেশন ও সরঞ্জামাদির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে অকেজো করে দেয়। এ পরিস্থিতিতে প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী এক্সেল লোড কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের ক্ষতিগ্রস্ততা ও দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, এক্সেল লোড কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত সরকার গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখ অতিরিক্ত ওজন নিয়ে চলাচলকারী যানবাহনের ওপর প্রগ্রেসিভ হারে জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি (আরটিসি) এর সভাপতি হিসেবে জেলা প্রশাসকগণের এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আন্তরিক সহযোগিতা ও সংশ্লিষ্টতা অপরিহার্য।

(২) জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ কার্যকর হওয়ায় বিআরটিসি'র সকল গ্রেডের কর্মচারি ও শ্রমিকদের বেতন-ভাতাদি দ্বিগুনেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধির পর বাস বা ট্রাকের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়নি। ফলে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারিদের বেতন-ভাতাদি, অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটি, Debt Service Liabilities (DSL) এবং প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর পাওনা নির্ধারিত পরিমাণে পরিশোধ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এতে প্রতি মাসেই পৌনে দুই কোটি টাকা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। প্রতি বৎসর ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২১ (একুশ) কোটি টাকা। এ পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক বহরে নতুন বাস ও ট্রাক সংযোজন না হওয়া পর্যন্ত বা সারাদেশে সমন্বিত বাস ভাড়া বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রতি অর্থবছরে ২১ (একুশ) কোটি টাকা ভর্তুকি প্রয়োজন।

(৩) ডিজিটাল মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) না থাকায় ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে মোটরযান পরিদর্শন করে ফিটনেস প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সড়ক পরিবহন সেক্টরে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না এবং ফিটনেস প্রদানে কালক্ষেপণ হয়। এ প্রেক্ষাপটে গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন যাবত অকেজো ৫টি (ঢাকার মিরপুরে ১টি, ঢাকার ইকুরিয়ায় ১টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ঢাকার মিরপুরে ১টি মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) প্রতিস্থাপন করে চালু করা হয়েছে। ঢাকাস্থ ভিআইসি প্রতিস্থাপনের অভিজ্ঞতার আলোকে অপর ৪টি ভিআইসি প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। সড়ক পরিবহন সেক্টরে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়নে প্রথম পর্যায়ে সারাদেশে সকল বৃহৎ জেলায় একটি করে ডিজিটাল মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) স্থাপন করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি (আরটিসি) এর সভাপতি হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সহযোগিতা অপরিহার্য।

(৪) ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর অধিক্ষেত্র এলাকায় পরিকল্পিত ও সমন্বিত পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রণীত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সমন্বয় ডিটিসিএ'র অন্যতম দায়িত্ব। প্রণীত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত যে কোন প্রকল্প যে কোন উন্নয়ন সংস্থা বাস্তবায়ন করতে পারবে। তবে বর্ণিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোন প্রকল্প কোন উন্নয়ন সংস্থা গ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র এলাকায় পরিবহন সংশ্লিষ্ট উন্নয়নে একাধিক উন্নয়ন সংস্থা সম্পৃক্ত থাকায় সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রকল্প বাস্তবায়নে জটিলতার সৃষ্টি হয় ও জনভোগান্তি বৃদ্ধি পায়। ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র এলাকায় পরিকল্পিত ও সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় জোরদার করা প্রয়োজন।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এবং
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

বর্তমান সরকার ২০১৪-২০১৫ অর্থ-বছর হতে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিনস্থ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (Performance Management System) প্রচলন করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের জন্য সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর পক্ষে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ স্বাক্ষর করেন। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মোট স্কোর ছিল ৯৫.৬০%। নিম্নে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জনের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল:

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছর

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১.	৪-লেনে উন্নীত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৮০	৯০.১৫
২.	নতুন নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	১৭৫	৪৩৭.৩৭
৩.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	১০৫	৩৪৫.১৫
৪.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	২৪০	৪৭৭.৮১
৫.	পুনর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৬৫	৬৫.২৮
৬.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ)	কিলোমিটার	২০০০	৩৩৯৮.৬৩
৭.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৬৬০০	৭০৯৮.৩৭
৮.	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	১০০০	১০৫২.৩২
৯.	যানবাহনের জন্য ইস্যুকৃত ডিজিটাল রেজিঃ সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৯০	৩.৮৪
১০.	যানবাহনের জন্য ইস্যু ও নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৫.৫০	৫.৯০
১১.	ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৫০	১.৯৯
১২.	নবায়নকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৭০	০.৯৮
১৩.	বিআরটিএ কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ	কোটি টাকা	১০৮০	১৬১৫.৪৪
১৪.	রেট্রোরিফ্লেক্টিভ নাম্বার প্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজিত যানবাহন	সংখ্যা (লক্ষ)	২.২৫	৩.৪৫
১৫.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার ড্রাইভার	সংখ্যা	২৫০০০	২৫০৮৩
১৬.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপেশাদার ড্রাইভার	সংখ্যা	৬৬০০	৭১৮৮
১৭.	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা (মামলা)	সংখ্যা	২৪০০০	৪৬৩৪৫
১৮.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার	সংখ্যা	৬০	৫৮
১৯.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিতরণকৃত লিফলেট ও পোস্টার	সংখ্যা	৬.৮২	৬.৮৭
২০.	দুর্ঘটনা হ্রাসে মহাসড়কে ঝুঁকি হ্রাসকৃত স্পট	সংখ্যা	৭০	৪০

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২১.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ নির্মাণের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত দরপত্র	সংখ্যা	৩	৫
২২.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ নির্মাণের লক্ষ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন	তারিখ	৩০.০৪.২০১৬	২৭.০৩.২০১৬
২৩.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণের লক্ষ্যে আহ্বানকৃত দরপত্র	সংখ্যা	৯	৯
২৪.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) নির্মাণে সম্পাদিত চুক্তি	সংখ্যা	১০	১
২৫.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর জন্য নির্মিত বাস ডিপো	শতাংশ	২৫	২৫
২৬.	প্রণয়নকৃত আরএসটিপি (Revised Strategic Transport Plan)	তারিখ	৩০.১২.২০১৫	০১.১২.২০১৫
২৭.	ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার	তারিখ	২৯.০২.২০১৬	২৯.০২.২০১৬
২৮.	ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত র‍্যাপিড পাস	সংখ্যা	৫০০০	৫০০০
২৯.	বাস সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমীক্ষাকৃত আন্তর্জাতিক রুট	সংখ্যা	৩	৩

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের কর্মপরিকল্পনার নিরিখে ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে নিজস্ব কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ অংশে নিম্নরূপ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে:

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
১.	৪-লেনে উন্নীত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৫
২.	মজবুতিকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৩২০
৩.	প্রশস্তকরণকৃত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৩৫০
৪.	পুনর্নির্মিত মহাসড়ক	কিলোমিটার	৮৫
৫.	সার্ফেসিংকৃত মহাসড়ক (রক্ষণাবেক্ষণ)	কিলোমিটার	২১০০
৬.	নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	৪০০০
৭.	পুনর্নির্মিত সেতু ও কালভার্ট	মিটার	১২০০
৮.	যানবাহনের জন্য ইস্যুকৃত ডিজিটাল রেজিঃ সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	২.৮০
৯.	যানবাহনের জন্য ইস্যু ও নবায়নকৃত ফিটনেস সার্টিফিকেট	সংখ্যা (লক্ষ)	৫.৮০
১০.	ইস্যুকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	১.৮০
১১.	নবায়নকৃত ড্রাইভিং লাইসেন্স	সংখ্যা (লক্ষ)	০.৮০
১২.	বিআরটিএ কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ	কোটি টাকা	১৭৭১
১৩.	রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজিত যানবাহন	সংখ্যা (লক্ষ)	২.৩৫

ক্রমিক	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা
১৪.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদার ড্রাইভার	সংখ্যা	২৫০০০
১৫.	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপেশাদার ড্রাইভার	সংখ্যা	৭০০০
১৬.	ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা (মামলা)	সংখ্যা	২৫০০০
১৭.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভা ও সেমিনার	সংখ্যা	৬০
১৮.	সড়ক নিরাপত্তা জোরদারকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিতরণকৃত লিফলেট ও পোস্টার	সংখ্যা (লক্ষ)	৭.৫০
১৯.	দুর্ঘটনা হ্রাসে মহাসড়কে ঝুঁকি হ্রাসকৃত স্পট	সংখ্যা	৭০
২০.	মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ এ নির্মিত মেট্রোরেল ডিপো	শতাংশ	৩৫
২১.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর জন্য নির্মাণকৃত বাস ডিপো	শতাংশ	৪০
২২.	ক্লিয়ারিং হাউজ স্থাপনের নিমিত্ত প্রস্তুতকৃত র‍্যাপিড পাস	সংখ্যা	৫০০০০
২৩.	বিবিআইএন মোটর ভেহিক্যাল এগ্রিমেন্ট এর আওতায় সমীক্ষা/ ট্রায়াল রানকৃত আন্তর্জাতিক রুট	সংখ্যা	৩
২৪.	বিআরটিসি বাস বহরের মাধ্যমে পরিবহনকৃত যাত্রী	সংখ্যা (লক্ষ)	৩৭০

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর সাথে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ২৫টি মনিটরিং টিম

পূর্বাঞ্চল

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	নিজ জেলা	সড়ক বিভাগের নাম	জোনের নাম / সার্কেলের নাম	মন্তব্য
১.	(ক) জনাব সফিকুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) বরিশাল	(১) ঢাকা (২) মানিকগঞ্জ (৩) টাঙ্গাইল	ঢাকা	
	(খ) বেগম শামীমা নার্গিস নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন বিভাগ, সড়ক গবেষণাগার, ঢাকা	(খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ		ঢাকা ও জামালপুর	
	(গ) জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সহকারী সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(গ) রংপুর			
২	(ক) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক যুগ্ম সচিব (এস্টেট) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) যশোর	(১) গাজীপুর (২) নরসিংদী	ঢাকা	
	(খ) জনাব এ কে এম মনির হোসেন পাঠান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন সার্কেল, ঢাকা	(খ) চাঁদপুর		ঢাকা	
৩	(ক) জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) নোয়াখালী	(১) নারায়ণগঞ্জ (২) মুন্সীগঞ্জ	ঢাকা	
	(খ) জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ-আল-মামুন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,(চঃ দাঃ), সওজ সড়ক গবেষণাগার, ঢাকা	(খ) নওগাঁ		ঢাকা	
	(গ) মোঃ মাখজানুল ইসলাম তৌহিদ সহকারী প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(গ) জামালপুর			
৪	(ক) বেগম যাহিদা খানম যুগ্ম সচিব (তদন্ত ও শৃংখলা) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) ফরিদপুর	(১) নেত্রকোনা (২) ময়মনসিংহ (৩) কিশোরগঞ্জ	ময়মনসিংহ	
	(খ) জনাব মোঃ সামসুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, বনানী ঢাকা	(ক) ফরিদপুর		ময়মনসিংহ	
৫	(ক) জনাব মোঃ জাকির হোসেন যুগ্ম প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) মাগুরা	(১) জমালপুর (২) শেরপুর	ময়মনসিংহ	
	(খ) জনাব মোহাম্মদ নাজমুল হক উপ-প্রকল্প পরিচালক (নিঃ প্রঃ, চঃ দাঃ) সওজ টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স ফর সাব রিজিওনাল রোড ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট প্রিপারেটরি ফ্যাসিলিটি	(খ) ময়মনসিংহ		জমালপুর	

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	নিজ জেলা	সড়ক বিভাগের নাম	জোনের নাম / সার্কেলের নাম	মন্তব্য
৬	(ক) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক যুগ্ম সচিব (এস্টেট) (অতিঃ দায়িত্ব) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব তুষার কান্তি সাহা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ সেতু ডিজাইন সার্কেল (গ) জনাব মোহাম্মদ আবু ছাবের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) যশোর (খ) ফরিদপুর (গ) চট্টগ্রাম	(১) কুমিল্লা (২) বি-বাড়িয়া	কুমিল্লা কুমিল্লা	
৭	(ক) জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ খান যুগ্ম সচিব (আইন ও সংস্থা) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব এ, কে, আজাদ রহমান নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন রিজার্ভ, পদ, ঢাকা	(ক) মানিকগঞ্জ (খ) টাঙ্গাইল	(১) রাঙ্গামাটি (২) বান্দরবন (৩) খাগড়াছড়ি	চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি	
৮	(ক) জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা বিভাগ-২, ঢাকা	(ক) শেরপুর (খ) ময়মনসিংহ	(১) চট্টগ্রাম (২) দোহাজারী (৩) কক্সবাজার	চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম	
৯	(ক) জনাব দীপঙ্কর মন্ডল উপসচিব (ডিটিসিএ ও ডিএমটিসি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) মোছাম্মৎ ফারহানা রহমান সিনিয়র সহকারী সচিব (সওজ গেজেটেড সংস্থাপন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (গ) নিশাত নোমান নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ রুটিন মেনটেইনেন্স বিভাগ, ঢাকা	(ক) খুলনা (খ) হবিগঞ্জ (গ) খুলনা	(১) নোয়াখালী (২) ফেনী (৩) লক্ষ্মীপুর (৪) চাঁদপুর	নোয়াখালী নোয়াখালী ও কুমিল্লা	
১০	(ক) জনাব চন্দন কুমার দে যুগ্ম সচিব (অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ অধিশাখা) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব শফিউল আজম, নির্বাহী প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ ডাটাবেইজ বিভাগ, ঢাকা	(ক) চট্টগ্রাম (গ) নোয়াখালী	(১) সিলেট (২) সুনামগঞ্জ	সিলেট সিলেট	

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	নিজ জেলা	সড়ক বিভাগের নাম	জোনের নাম / সার্কেলের নাম	মন্তব্য
১১	(ক) ড. সৈয়দা সালমা বেগম উপ সচিব (জিএফডিপি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব বিকাশ চন্দ্র দাস নির্বাহী প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ প্রকল্প ব্যবস্থাপক, "ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪-লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (গ) জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন সিনিয়র সহকারী সচিব (অডিট) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(খ) নোয়াখালী (খ) ফরিদপুর (গ) ফেনী	(১) হবিগঞ্জ (২) মৌলভীবাজার	সিলেট / মৌলভীবাজার	

পশ্চিমাঞ্চল

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	নিজ জেলা	সড়ক বিভাগের নাম	জোনের নাম / সার্কেলের নাম	মন্তব্য
১২	ক) জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার যুগ্ম সচিব (নন-গেজেটেড সংস্থাপন ও এনটিআর অধিশাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, রোড ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা	(ক) নোয়াখালী (খ) বি-বাড়িয়া	(১) খুলনা (২) গোপালগঞ্জ (৩) সাতক্ষীরা	খুলনা ও গোপালগঞ্জ / খুলনা ও গোপালগঞ্জ	
১৩	(ক) জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার উপ সচিব (রক্ষণাবেক্ষণ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ শাহীন সরকার নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, রোড সেফটি বিভাগ, ঢাকা	(ক) নরসিংদী (খ) বি-বাড়িয়া	(১) যশোর (২) মাগুরা (৩) কুষ্টিয়া	খুলনা / যশোর	
১৪	(ক) ড. মোঃ কামরুল আহসান উপ সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব শাহ মোহাম্মদ মুসা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) সওজ, এইচডিএম সার্কেল, ঢাকা	(ক) লক্ষ্মীপুর (খ) বগুড়া	(১) বাগেরহাট (২) নড়াইল	খুলনা / খুলনা	
১৫	(ক) জনাব মুহাম্মদ আউয়াল মোল্লা উপ প্রধান (সওজ জিওবি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) মুন্সিগঞ্জ (খ) খুলনা	(১) মেহেরপুর (২) চুয়াডাঙ্গা (৩) ঝিনাইদহ	খুলনা / যশোর	

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	নিজ জেলা	সড়ক বিভাগের নাম	জোনের নাম সার্কেলের নাম	মন্তব্য
১৬	(ক) জনাব মোঃ মনছুরুল আলম উপ প্রধান (পরিকল্পনা ও কার্যক্রম) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব রেহানা হক নির্বাহী প্রকৌশলী সওজ, সেতু নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ-৪, ঢাকা	(ক) টাঙ্গাইল (খ) রাজবাড়ী	(১) মাদারীপুর (২) শরিয়তপুর	গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ	
১৭	(ক) বেগম আলিফ রুদাবা সিনিয়র সহকারী প্রধান (পরিকল্পনা) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) ফাহমিদা হক খান নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং ডিভিশন-১, ঢাকা	(ক) নরসিংদী (খ) ময়মনসিংহ	(১) ফরিদপুর (২) রাজবাড়ী	গোপালগঞ্জ ফরিদপুর	
১৮	(ক) জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব কাজী শাহরিয়ার হোসেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব) সওজ রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেল, ঢাকা	(ক) রাজবাড়ী (খ) টাঙ্গাইল	(১) ঝালকাঠি (২) পিরোজপুর	বরিশাল বরিশাল	
১৯	(ক) জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার উপ সচিব (সম্পত্তি), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ, প্লানিং এন্ড ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা জোন, ঢাকা	(ক) কুমিল্লা (খ) সিরাজগঞ্জ	(১) বরিশাল (২) ভোলা	বরিশাল বরিশাল	
২০	(ক) জনাব পরিতোষ হাজরা উপ সচিব (ডিএফডিপি শাখা) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) সৈয়দ আসলাম আলী প্রকল্প পরিচালক (নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ) ইষ্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা	(ক) সিলেট (খ) ঝিনাইদহ	(১) বরগুনা (২) পটুয়াখালী	বরিশাল পটুয়াখালী	
২১	(ক) জনাব মোঃ এহছানে এলাহী যুগ্ম সচিব (বিআরটিসি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ সাব্বির হাসান খান নির্বাহী প্রকৌশলী (চঃ দাঃ) সওজ, ডকুমেন্টেশন এন্ড প্রকিউরমেন্ট বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা	(ক) সিলেট (খ) নারায়ণগঞ্জ	(১) রাজশাহী (২) চাঁপাইনবাবগঞ্জ (৩) নওগাঁ	রাজশাহী রাজশাহী	

ক্রম	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থল	নিজ জেলা	সড়ক বিভাগের নাম	জোনের নাম / সার্কেলের নাম	মন্তব্য
২২	(ক) জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান সিনিয়র সহকারী প্রধান (কার্যক্রম ও এডিপি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব এ.বি.এম ছেরতাজুর রহমান প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নির্বাহী প্রকৌশলী), সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প, গুলশান-১, ঢাকা (গ) জনাব মোঃ গোলাম জিলানী সহকারী সচিব (সম্পত্তি) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) চাঁদপুর (খ) রংপুর (গ) মাদারীপুর	(১) সিরাজগঞ্জ (২) পাবনা (৩) নাটোর	রাজশাহী / পাবনা	
২৩	(ক) জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী উপ-সচিব (বাজেট ও অডিট) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোহাম্মদ রবিউল আলম নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মনিটরিং বিভাগ, ঢাকা	(ক) হবিগঞ্জ (খ) জামালপুর	(১) রংপুর (২) কুড়িগ্রাম (৩) লালমনিরহাট	রংপুর / রংপুর	
২৪	(ক) বেগম তসলিমা কানিজ নাহিদা উপ সচিব (সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ আব্দুর রহমান কাওছার নির্বাহী প্রকৌশলী, (চঃ দাঃ) সওজ সেতু ডিজাইন বিভাগ-২ (পূর্ব) (গ) জনাব মোঃ মাহবুব-এ-এলাহী সহকারী প্রধান (ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণ) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) টাঙ্গাইল (খ) ঢাকা (গ) কুমিল্লা	(১) বগুড়া (২) জয়পুরহাট (৩) গাইবান্ধা	রংপুর / বগুড়া	
২৫	(ক) বেগম সুলতানা ইয়াসমীন উপ সচিব (ঢাকা বিআরটি শাখা) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (খ) জনাব মোঃ বুলবুল হোসেন নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ উপকরণ পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, ঢাকা (গ) জনাব মোহাঃ লিয়াকত আলী খান সহকারী সচিব (প্রশাসন) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	(ক) লালমনিরহাট (খ) নারায়ণগঞ্জ (গ) কুষ্টিয়া	(১) নীলফামারী (২) দিনাজপুর (৩) পঞ্চগড় (৪) ঠাঁকুরগাঁও	রংপুর / দিনাজপুর	

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
১.	জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক (১৬১০)	সচিব	১৬.১১.২০১১
২.	জনাব মোঃ ফারুক জলীল (২৩০৭)	অতিরিক্ত সচিব	১১.১২.২০১৪
৩.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এনডিসি (৩৬১১)	অতিরিক্ত সচিব	০৮.০১.২০১৫
৪.	জনাব সফিকুল ইসলাম (৪৬৩০)	অতিরিক্ত সচিব	০২.০৮.২০০৯
৫.	জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন (৪৬৭৮)	অতিরিক্ত সচিব	১৫.০১.২০১২
৬.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ফকির (২০৮৯)	যুগ্মসচিব	১৮.০৩.২০১৪
৭.	জনাব মোঃ আব্দুল মালেক (৪৬১৮)	যুগ্মসচিব	০৪.০৫.২০১১
৮.	জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ (৪৭৮৩)	যুগ্মসচিব	০৫.০৮.২০১২
৯.	জনাব মোঃ আবু ইউসুফ (৪৯৪৮)	যুগ্মসচিব	১৯.০২.২০১৫
১০.	বেগম যাহিদা খানম (৪৯৫২)	যুগ্মসচিব	২৬.০৯.২০১২
১১.	জনাব মোঃ আবদুর রৌফ খান (৫২৪৮)	যুগ্মসচিব	২৮.০২.২০১২
১২.	জনাব চন্দন কুমার দে (৫৪৯২)	যুগ্মসচিব	২৮.১২.২০১০
১৩.	জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার (৫৫১২)	যুগ্মসচিব	২৯.০১.২০১৪
১৪.	জনাব মোঃ এহছানে এলাহী (৫৫৯৫)	যুগ্মসচিব	০১.০৭.২০১৫
১৫.	জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান (৫৫৯৮)	যুগ্মসচিব	২০.০৬.২০০৬
১৬.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার (৫৬০৯)	যুগ্মসচিব	৩১.০১.২০১৬
১৭.	জনাব মোঃ সামছুল করিম ভূঁইয়া (০১৩১)	যুগ্মপ্রধান	০৪.০৫.২০১৪
১৮.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন (০১৮৩)	যুগ্মপ্রধান	০৬.০১.২০১৬
১৯.	জনাব মোহাম্মদ শফিকুল করিম (৪৫৪৯)	উপসচিব (মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব)	২৭.১১.২০১৪
২০.	ড. মোঃ কামরুল আহসান (৪৬৬৮)	উপসচিব	১৬.০২.২০১৫
২১.	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৪২৩৩)	উপসচিব	১৭.০২.২০০৯
২২.	জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী (৫৭৯০)	উপসচিব	০৫.০৮.২০১২
২৩.	বেগম তসলিমা কানিজ নাহিদা (৬৩৪০)	উপসচিব	২৯.০৩.২০১১
২৪.	ড. সৈয়দা সালমা বেগম (৬৭১৯)	উপসচিব	০৪.০৭.২০১১
২৫.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার (৬৭৬২)	উপসচিব	০২.১১.২০১৫
২৬.	জনাব সুলতানা ইয়াসমীন (৬৮২৬)	উপসচিব	১৪.০৫.২০১৫

ক্রম	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	বর্তমান পদবি	এ বিভাগে যোগদানের তারিখ
২৭.	জনাব পরিতোষ হাজরা (৬৮৪৫)	উপসচিব	০২.০৯.২০১৪
২৮.	জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম চৌধুরী (৬৮৭১)	উপসচিব (সচিবের একান্ত সচিব)	২৬.০৯.২০১৩
২৯.	জনাব দীপঙ্কর মন্ডল (৭৬২২)	উপসচিব	০৫.০৫.২০১৪
৩০.	জনাব মোঃ মনছুরুল আলম (০২২৭)	উপপ্রধান	১৬.০৫.২০১৬
৩১.	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম (০২৭৮)	উপপ্রধান	১৯.১০.২০১৪
৩২.	জনাব মোঃ আব্দুল আউয়াল মোল্লা (০০৪০৫)	উপপ্রধান	১৫.০৪.২০১৪
৩৩.	বেগম আলিফ রুদাবা (০৩১০)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	২৫.০৮.২০১৩
৩৪.	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান (০৩২১)	সিনিয়র সহকারী প্রধান	০২.১২.২০০৯
৩৫.	জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন (১৫১৯৪)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৪.০৩.২০১৬
৩৬.	জনাব অপূর্ব কুমার মন্ডল (১৫২৪৬)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৩.১০.২০১৪
৩৭.	জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান সরকার (১৫৪৩৫)	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৩.১০.২০১৪
৩৮.	মোছাম্মাৎ ফারহানা রহমান (১৫৭৪০)	সিনিয়র সহকারী সচিব	৩০.০৯.২০১৪
৩৯.	জনাব আবুল তাহের মোঃ মহিদুল হক (০১৪০৬৫)	মাননীয় মন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	১৬.০১.২০১২
৪০.	জনাব মো. আবু নাছের	সিনিয়র তথ্য অফিসার	৩১.০৯.২০১৪
৪১.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান সরকার (৬০২৩১২)	সহকারী প্রধান	২৯.০৩.২০১৫
৪২.	জনাব মোঃ মাহবুব-এ-এলাহী (৬০২২৭০)	সহকারী প্রধান	২১.১২.২০১৫
৪৩.	জনাব শ্যামল রায়	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	১৭.০৫.২০১৫
৪৪.	জনাব এস, এম, সহিদ	সিস্টেম এনালিস্ট	২০.১০.২০১১
৪৫.	জনাব কাজী আব্দুল্লাহ আল মামুন	প্রোগ্রামার	২৯.০৯.২০১১
৪৬.	জনাব আল-মাহমুদ প্রধান	প্রোগ্রামার	২৬.১০.২০১১
৪৭.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১২.২০১০
৪৮.	বেগম নার্গিস আক্তার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.০৬.২০১১
৪৯.	বেগম সুচিত্রা বিশ্বাস	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১১.১১.২০১২
৫০.	জনাব মোঃ গোলাম জিলানী (১১২৫১)	সহকারী সচিব	০৯.০৪.২০১৩
৫১.	জনাব মোহাঃ লিয়াকত আলী খান (১১২৯০)	সহকারী সচিব	১৫.০৪.২০১৩
৫২.	মোঃ লিয়াকত আলী (১১৩৭৩)	সহকারী সচিব	১০.০৫.২০১৬
৫৩.	জনাব মোহাম্মদ আবু ছাবের	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	৩১.০৮.২০১০

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

রূপকল্প

আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং টেকসই মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা

অভিলক্ষ্য

মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী, মানসম্মত এবং পরিবেশবান্ধব মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

মহাসড়ক নেটওয়ার্ক

সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের আওতাধীন সর্বমোট ২১,৩০২.০৮ কিলোমিটার মহাসড়ক রয়েছে। মহাসড়ক নেটওয়ার্কের বিন্যাস নিম্নরূপ:

মহাসড়কের শ্রেণী	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটারে)	মন্তব্য
জাতীয় মহাসড়ক	৯৬	৩,৮১২.৭৮	৮-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক : ১৮.০০ কিলোমিটার ৬-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক : ২০.৬০ কিলোমিটার ৪-লেন বিশিষ্ট জাতীয় মহাসড়ক : ৪১৩.৪২ কিলোমিটার
আঞ্চলিক মহাসড়ক	১২৬	৪,২৪৬.৯৭	প্রশস্ততা: ৫.৫০ মিটার এবং ৭.৩০ মিটার
জেলা মহাসড়ক	৬৫৪	১৩,২৪২.৩৩	প্রশস্ততা: ৩.৭০ মিটার এবং ৫.৫০ মিটার
মোট	৮৭৬	২১,৩০২.০৮	

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের ও দৈর্ঘ্যের ৩,১৪৬টি সেতু, ১৫,০৫১টি কালভার্ট ও ৪১টি ফেরি ঘাট রয়েছে। সওজ অধিদপ্তর ১০টি জোন, ২১টি সার্কেল, ৬৫টি বিভাগ এবং ১২৯টি উপবিভাগের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মহাসড়কের অবস্থা ধারাবাহিকভাবে উন্নত হতে থাকায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে ব্যয় ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে। জনগণ পূর্বের চেয়ে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারছেন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে (জিওবি) ১১৭টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১৫টি মোট ১৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে জিওবি বরাদ্দ ৪৯৯২.৩৪ কোটি টাকা, বৈদেশিক সহায়তা ৯৯৭.৯৮ কোটি টাকা মোট বরাদ্দ ৫৯৯০.৩২ কোটি টাকা। এ অর্থ-বছরে মোট ৫৯৮১.৮০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৯.৮৬%। জিওবি বরাদ্দের ৪৯৮৪.৬৪ কোটি টাকা (৯৯.৮৫%) এবং বৈদেশিক সহায়তার ৯৯৭.১৬ কোটি টাকা (৯৯.৯১%) ব্যয় হয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়নের এ উচ্চ হার ধারাবাহিকভাবে অর্জন করা হচ্ছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থ-বছর	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকা)	এডিপি বাস্তবায়নের হার
২০১৫-২০১৬	১৩২	৫৯৯০.৩২	৯৯.৮৬%
২০১৪-২০১৫	১২৬	৩৯৮৮.৫১	৯৯.৬৩%
২০১৩-২০১৪	১৪৫	৩৪৬৫.০৪	৯৯.৬৮%
২০১২-২০১৩	১৫২	৩৩৮২.৮৭	৯৯.৬২%
২০১১-২০১২	১৬৮	২৪৩০.৯০	৯৪.৯৪%

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের অর্জন

উন্নয়ন খাত

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১৩২টি। এ সকল প্রকল্পের আওতায় নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে:

- ৪৩৭.৩৭ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট (সার্ফেসিং ব্যতীত)
- ১,৩৪৬.১৬ কিলোমিটার সার্ফেসিং
- ১১.০৮ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ৪৭৭.৮১ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ
- ৩৪৫.১৭ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণ
- ৭০টি (৬৪২৩.৪০ মিটার) কংক্রিট সেতু নির্মাণ
- ৩৬৭টি (১৮৫৮.২৮ মিটার) আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ

সমাপ্ত প্রকল্প

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ৩২টি প্রকল্পের মধ্যে ৩১টি প্রকল্প (জিওবি অর্থায়নে ২৭টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ৪টি) সফলভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১৮টি মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ১২টি সেতু নির্মাণ প্রকল্প ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

ক. মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. সরাইল- নাসিরনগর- লাখাই মহাসড়ক নির্মাণ
২. শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংযোগ সড়ক
৩. চাটমোহর - হান্ডিয়াল - হামকুড়িয়া মহাসড়ক উন্নয়ন
৪. নগরবাড়ী ফেরীঘাট প্রান্তে বাঁধেরহাট-খয়েরচর মহাসড়ক নির্মাণ
৫. কক্সবাজার - টেকনাফ - মেরীন ড্রাইভ মহাসড়ক (২য় পর্যায় ইনানী থেকে সিলখালী পর্যন্ত)
৬. শিরনিরটেক হতে গাবতলী সেতু পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ
৭. ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প
৮. রায়পুরা-নরসিংদী-মদনগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণ (রায়পুরা-নরসিংদী অংশ)
৯. বাউশী-গোপালপুর-ভুয়াপুর জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ (মধুপুর সংযোগসহ)
১০. লেবুখালী-দুমকী-বগা-বাউফল-খালাইয়া-দশমিনা-গলাচিপা- আমড়াগাছিয়া মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ
১১. কোটালীপাড়া-রাজৈর মহাসড়ক উন্নয়ন
১২. রামশীল-বাজার সংযোগসহ কোটালীপাড়া (রাধাগঞ্জ)-দক্ষিণ ডাসার মহাসড়ক উন্নয়ন
১৩. যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়ক ৮-লেনে উন্নীতকরণ
১৪. জামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন
১৫. কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়ন
১৬. কুমিল্লা সেনানিবাসের অভ্যন্তরস্থ টিপরা বাজার-বার্ড মহাসড়ক উন্নয়ন
১৭. সায়দাবাদ-এনায়েতপুর (খাজা ইউনুস আলী (রাঃ) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) মহাসড়কে বাইলেন নির্মাণ
১৮. সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়েন্দা-শরণখোলা-বগী জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

খ. সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. সুরমা নদীর ওপর পুরাতন ক্বীন সেতুর স্থলে সিলেটে কাজিরবাজার নামক স্থানে পিসি গার্ডার সেতু ও আম্বরখান বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ
২. পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন এবং শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) নির্মাণ
৩. গফরগাঁও-বরমী-মাওনা মহাসড়কের ২৬তম কিলোমিটার এ সুতিয়া নদীর ওপর পিসি গার্ডার সেতু (ত্রিমোহনী সেতু) নির্মাণ
৪. শহীদ বুদ্ধিজীবী সেতু (তৃতীয় বুড়িগঙ্গা সেতু) এর অবশিষ্ট এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণসহ ৩টি পুরাতন সেতু পুনর্নির্মাণ
৫. হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ মহাসড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ৮টি পিসি গার্ডার সেতু ও ২টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ
৬. চরখাই-শেওলা-বিয়ানীবাজার-বারইগ্রাম মহাসড়কের বিয়ানীবাজার শহর অংশের উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণসহ ৭টি সেতু পুনর্নির্মাণ
৭. সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট মহাসড়কে ৩টি পিসি গার্ডার ব্রীজ (শালুয়াভিটা, পাইকরতলি ও ঘোড়াচড়া) ও বিদ্যমান ৩টি বেইলী ব্রীজের সুপার স্ট্রাকচার (নইলসাপাড়া, ফকিরতলা ও সোনামুখী) নির্মাণ
৮. মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ (কাজিরটেক সেতু) আরও ৩টি সেতু নির্মাণ
৯. উল্লাপাড়া-পূর্ণিমাগাতি-তাড়াশ এবং পোড়াবাড়ী-কামারখন্দ-নলকা মহাসড়কে ২টি পিসি গার্ডার এবং ৪টি বেইলী সেতুর সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ
১০. বকশীগঞ্জ-বালুগাঁও-দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়কে ৪টি সেতু নির্মাণ
১১. মেঘনা সেতুর স্কাউয়ার প্রটেকশন এবং মেঘনা সেতু ও গোমতী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ
১২. কুয়েত ফান্ডের আওতায় শহীদ বুদ্ধিজীবি সেতু (৩য় বুড়িগঙ্গা), ২য় শীতলক্ষ্যা সেতু এবং তিস্তা সেতু নির্মাণ

গ. কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

১. ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্দেনিং অব দ্যা রোডস এন্ড হাইওয়েস ডিপার্টমেন্ট (টিএপিপি)

নতুন অনুমোদিত প্রকল্প

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা ৪০টি (জিওবি অর্থায়নে ৩৬টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ৪টি)। তন্মধ্যে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ৩২টি (বৈদেশিক সহায়তায় ১টি), সেতু নির্মাণ প্রকল্প ৭টি (বৈদেশিক সহায়তায় ২টি) ও কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ১টি (বৈদেশিক সহায়তায়)।

ক. মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

১. টেকনাফ-রামু গ্যারিসন-মরিচ্যা পালং সংযোগ সড়ক নির্মাণ
২. মতলব - মেঘনা - ধনাগোদা - বেড়ীবাঁধ মহাসড়কের অবশিষ্টাংশ উন্নয়ন
৩. গোদাগাড়ী - আমনুরা - নাচোল - পার্বতীপুর - আড্ডা মহাসড়ক উন্নয়ন
৪. বাংলাদেশ-মায়ানমার মৈত্রী সড়ক (বালুখালী-ঘুনধুম) বর্ডার রোড নির্মাণ
৫. লালমাই - বড়ুরা - ঝলম - আড্ডা - জগৎপুর মহাসড়ক নির্মাণ (লালমাই - ঝলম - আড্ডা অংশ)
৬. বনগাঁও-নন্নী-হাতিপাগাড় মহাসড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ
৭. কক্সবাজার-টেকনাফ-মেরিনড্রাইভ মহাসড়ক নির্মাণ-৩য় পর্যায়
৮. কসবা - কুটি মহাসড়ক নির্মাণ
৯. খুলনা (রুপসা)-শ্রীফলতলা-তেরখাদা মহাসড়ক (সেনেরবাজার সংযোগ সড়কসহ) উন্নয়ন
১০. চট্টগ্রাম (নাজিরহাট)-মাইজভান্ডার মহাসড়ক উন্নয়ন
১১. মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ সড়ক নির্মাণ
১২. সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)-জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন

১৩. ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ইন্দ্রপুর হতে চক্রশালা অংশ বাঁক সরলীকরণ

১৪. বাকেরগঞ্জ - পাদ্রীশিবপুর - কাঁঠালতলী - সুবিদখালী - বরগুনা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

১৫. নীলফামারী-জলঢাকা মহাসড়ক উন্নয়ন

১৬. ফরিদপুর (বদরপুর) -সালথা-সোনাপুর -মুকসুদপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

১৭. জাতীয় মহাসড়কের ভূরঘাটা-বরিশাল-লেবুখালী সেতু পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ

১৮. আন্তঃজেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোণা অংশ)

১৯. সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা-কাশিয়ানী জেলা মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দী)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) জেলা মহাসড়ককে আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ

২০. সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়ক (ঢাকা বাইপাস) পিপিপি প্রকল্প

২১. রূমা - বগালেক - কেওক্রাডাং মহাসড়ক উন্নয়ন (১ম পর্যায়)

২২. সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন

২৩. শিবালয়-নয়ারকান্দি-বাল্লা-হরিরামপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

২৪. গাইবান্ধা - ফুলছড়ি - ভরতখালী - সাঘাটা মহাসড়ক উন্নয়ন

২৫. বড়তাকিয়া (আবু তোরাব) থেকে মিরেরসরাই ইপিজেড সংযোগ সড়ক নির্মাণ

২৬. সাদুল্লাপুর-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণ

২৭. দিনাজপুর-চিরিরবন্দর-পার্বতীপুর মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

২৮. জাতীয় মহাসড়ক এন-৭ এর মাগুরা মহাসড়ক অংশের রামনগর মোড় হতে আবালপুর পর্যন্ত মহাসড়ক প্রশস্তকরণ

২৯. ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টার সেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর - ভাঙ্গা অংশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নয়ন

৩০. চাঁদপুর-নানুপুর-চান্দ্রা-কামতাবাজার-রামগঞ্জ মহাসড়কের অবশিষ্টাংশ (চাঁদপুর অংশ) উন্নয়ন

৩১. হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘরিয়া মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৩২. পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-পলাশ (ঘোড়াশাল) মহাসড়ক উন্নয়ন (পাঁচদোনা-ডাঙ্গা-ইসলামপুর খেয়াঘাট অংশ)

খ. সেতু নির্মাণ প্রকল্প

১. বখতারমুন্সী - কাজিরহাট - দাগনভূঞা মহাসড়কের ১১তম কিলোমিটারে মিয়াজীঘাটে ছোট ফেনী নদীর ওপর ৯৪.৩১ মিটার পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

২. বড়বাড়ি-লালমনিরহাট - বুড়িমারী জাতীয় মহাসড়কের ২০তম কিলোমিটারে ৯৩.৬৪৪ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট স্বর্ণমতী সেতু নির্মাণ

৩. মেঘনা সেতুর স্কাউয়ার প্রোটেকশন ও মেঘনা গোমতী সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প

৪. ওয়েষ্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প

৫. ময়মনসিংহ-গফরগাঁও-টোক মহাসড়কের ৭২তম কিলোমিটারে বানার নদীর ওপর ২৮২.৫৬ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ

৬. ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ৯২তম কিলোমিটারে ২১৯.৪৫৬ মিটার দীর্ঘ শাহবাজপুর সেতু নির্মাণ

৭. ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

গ. কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

১. Technical Assistance for Sub Regional Road Transport Project Preparatory Facility-II

উল্লেখযোগ্য সমাপ্ত প্রকল্পের বিবরণ

আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু

মাদারীপুর ও শরীয়তপুর হয়ে চট্টগ্রামের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ২৯৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কের কাজিরটেক নামক স্থানে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। একই মহাসড়কে একই প্রকল্পের আওতায় ১৫৭ মিটার দীর্ঘ আঙ্গারিয়া সেতু, ১২৭ মিটার দীর্ঘ টেকেরহাট সেতু ও ৩৭ মিটার দীর্ঘ টুমচর সেতুও নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখ সেতুগুলো উদ্বোধন করেছেন। এ ৪টি সেতু নির্মাণের ফলে মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়ক হয়ে চট্টগ্রাম যাতায়াত সহজ, সময় সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হয়েছে।

আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন এবং শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতি সেতু) নির্মাণ

পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটারে পাটগাতি নামক স্থানে মধুমতি নদীর ওপর পরিচালিত ফেরী সার্ভিসের স্থলে একটি সেতু নির্মাণ দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ছিল। তদপ্রেক্ষিতে ২০৭.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন করা হয় এবং পাটগাতি নামক স্থানে মধুমতি নদীর ওপর ৩৯১.৪৯ মিটার দীর্ঘ শেখ লুৎফর রহমান সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে পিরোজপুর জেলা থেকে টুঙ্গীপাড়া হয়ে রাজধানী ঢাকায় সহজ ও স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করা সম্ভব হচ্ছে।

শেখ লুৎফর রহমান সেতু

কাজিরবাজার সেতু

১৩৯.০১ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট মহানগরীর কেন্দ্রস্থল দিয়ে সুরমা নদীর উভয় পাড়ের মধ্যে যাতায়াত সহজ করার নিমিত্ত ১৯৩৯ সালে নির্মিত ক্বীন সেতুর সন্নিকটে সুরমা নদীর ওপর ৩৯১ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট কাজিরবাজার সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। গত ৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

কাজিরবাজার সেতু

যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়ক ৮-লেনে উন্নীতকরণ

ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়কে প্রবেশ ও বহির্গমন নির্বিঘ্ন করার নিমিত্ত ১২৭.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়কাংশ ৮-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা বিবেচনায় সেন্টার লাইন বরাবর ডিভাইডার, ৪টি ফুট ওভারব্রীজ, প্রয়োজনীয় স্থানে ফুটপাথ এবং বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর জাতীয় মহাসড়ক অংশের যানজট ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর ৮-লেন মহাসড়ক

সরাইল- নাসিরনগর- লাখাই মহাসড়ক নির্মাণ

১১২.৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সরাইল-নাসিরনগর-লাখাই মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ২৫ কিলোমিটার এবং হবিগঞ্জ জেলায় ৯ কিলোমিটার মহাসড়ক উন্নয়নসহ ১৪৯.৩৯ মিটার দীর্ঘ ধরন্তী সেতু, ৯৩.৭৩ মিটার দীর্ঘ কুন্ডা সেতু, ৫০.৮৭ মিটার দীর্ঘ কুকুরিয়া সেতু, ৪২.৬৮ মিটার দীর্ঘ খাস্তি সেতু ও বলভদ্র নদীর ওপর ২১৭.৬৮ মিটার দীর্ঘ বলভদ্র সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বলভদ্র সেতুটির শুভ উদ্বোধন করেন। প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হওয়ায় হবিগঞ্জ থেকে ঢাকার দূরত্ব প্রায় ৪০ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে। এতে বিশেষ করে হবিগঞ্জ জেলার লাখাই উপজেলার জনসাধারণ স্বল্প সময়ে ঢাকা যাতায়াতের সুবিধা পাচ্ছেন।

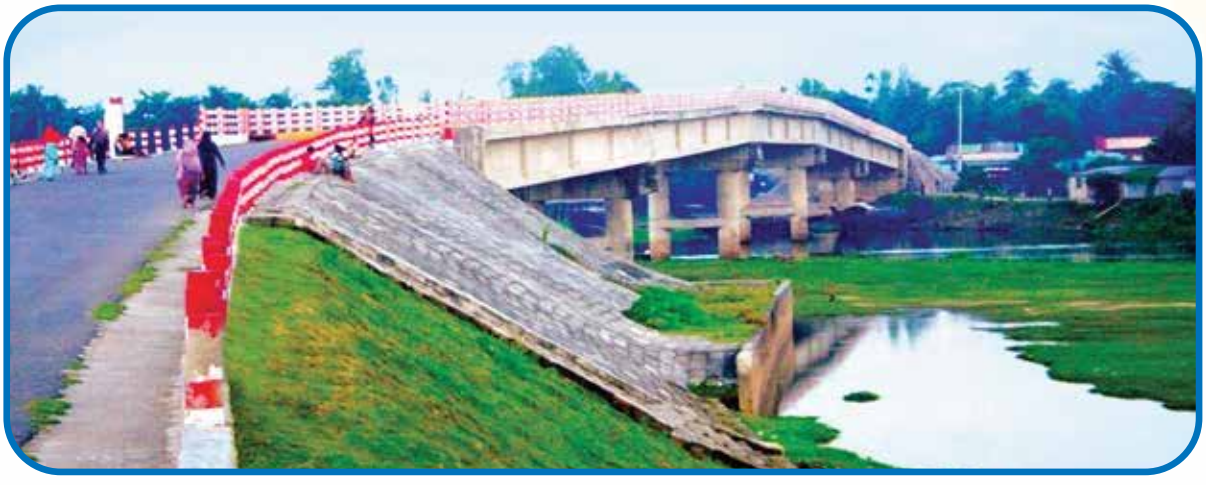

বলভদ্র সেতু

লেবুখালী-বাউফল-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া মহাসড়ক উন্নয়ন

জেলা সদর পটুয়াখালীর সঙ্গে দুমকী, বাউফল, দশমিনা ও গলাচিপা উপজেলার মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০৪.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৩.২২ কিলোমিটার দীর্ঘ লেবুখালী-দুমকী-বগা-বাউফল-খালাইয়া-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া মহাসড়কটির ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। উন্নয়নের আওতায় প্রধানত মহাসড়কটিকে ৩.৭০ মিটার থেকে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া পাগলার মোড় সেতু, বোর্ড বাজার সেতু ও আয়শার হাট সেতু এবং ২৩টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। উন্নীত মহাসড়কটি এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া মহাসড়ক

বাউশী-গোপালপুর-ভুয়াপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

১০০.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৬.৬৬ কিলোমিটার (জামালপুর অংশে ৬.০৩ কিলোমিটার এবং টাঙ্গাইল অংশে ৫০.৬৩ কিলোমিটার) দীর্ঘ বাউশী-গোপালপুর-ভুয়াপুর জেলা মহাসড়ককে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নয়ন ও ২০টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি উন্নয়ন করায় জামালপুর সদর উপজেলা এবং টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর ও ভুয়াপুর উপজেলার যাতায়াত সহজ হয়েছে এবং এ অঞ্চলের জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

বাউশী-গোপালপুর-ভুয়াপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক

চাটমোহর - হান্ডিয়াল - হামকুড়িয়া মহাসড়ক উন্নয়ন

৯৪.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ চাটমোহর - হান্ডিয়াল - হামকুড়িয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ১২ কিলোমিটার মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় নির্মাণ ও অবশিষ্ট ৬ কিলোমিটার মহাসড়ক ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৪টি সেতু (জাজের মোড়, বাউশাঘাট, নিমাইচরা ও কাটাখাল সেতু) ও ১৩টি কালভার্ট এবং ৫,২০০ মিটার প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ঢাকা ও পাবনার মধ্যে দূরত্ব ৩৬ কিলোমিটার হ্রাস পেয়েছে।

চাটমোহর - হান্ডিয়াল - হামকুড়িয়া মহাসড়ক

শিরনিরটেক হতে গাবতলী সেতু পর্যন্ত সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

ঢাকা মহানগরীতে যানবাহন প্রবেশ ও বহির্গমনের নতুন রুট হিসেবে ৯২.১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে শিরনিরটেক হতে গাবতলী সেতু পর্যন্ত ২.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ঢাকা মহানগরীর প্রবেশমুখে যানজট হ্রাস পেয়েছে।

শিরনিরটেক হতে গাবতলী সেতু পর্যন্ত সংযোগ মহাসড়ক

রায়পুরা-নরসিংদী-মদনগঞ্জ মহাসড়ক (রায়পুরা-নরসিংদী অংশ) নির্মাণ

৯১.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রায়পুরা-নরসিংদী-মদনগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়কের ১৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ রায়পুরা-নরসিংদী অংশ নির্মাণ করা হয়েছে। নবনির্মিত মহাসড়কটি নরসিংদী জেলার নরসিংদী সদর উপজেলাকে রায়পুরা উপজেলার সাথে সংযুক্ত করেছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি সেতু (বাদুয়ার চর সেতু, পুরানপাড়া সেতু, আড়িয়াল খাঁ নদী শাখা সেতু-১, আড়িয়াল খাঁ নদী শাখা সেতু-২, মেঘনা নদী শাখা সেতু), ৭টি কালভার্ট নির্মাণ এবং বিভিন্ন জায়গায় ৩৬২৩৮.৬৭ বর্গমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়েছে। মহাসড়কটি নির্মিত হওয়ায় নরসিংদী জেলার সাথে রায়পুরা উপজেলার সংক্ষিপ্ত সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

রায়পুরা-নরসিংদী-মদনগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক

ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্প

১,০৮৮.৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় দেশের পূর্বাঞ্চলে বৈদেশিক সহায়তায় ৬৩টি সেতু/কালভার্ট (৩৭৩৬.২৫ মিটার) এবং সরকারি অর্থায়নে ৫৫টি সেতু/কালভার্ট (১২৯২.৯৪ মিটার) মোট ১১৮টি সেতু/কালভার্ট এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। নবনির্মিত ১১৮টি সেতু/কালভার্ট এর বিবরণ পরিশিষ্ট- ক তে দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের ১১টি সেতু (মোট ৮৪২.০০ মিটার) ও সিলেট - জকিগঞ্জ মহাসড়কের ৫টি সেতু (মোট ৩১১.৮০ মিটার) গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখ উদ্বোধন করেছেন।

১৫০ মিটার দীর্ঘ আহসানমারা সেতু

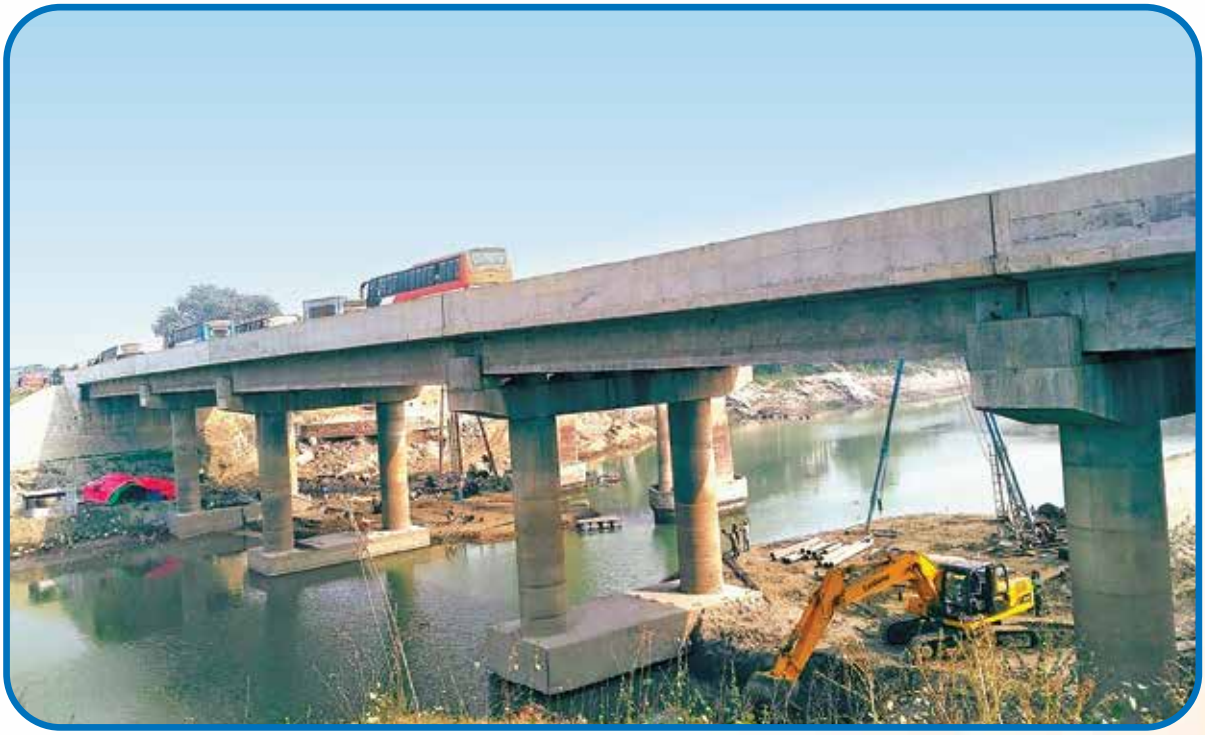

১৩১ মিটার দীর্ঘ পুথলি সেতু

১১১ মিটার দীর্ঘ চেংগী সেতু

১০৬ মিটার দীর্ঘ মনবেগ সেতু

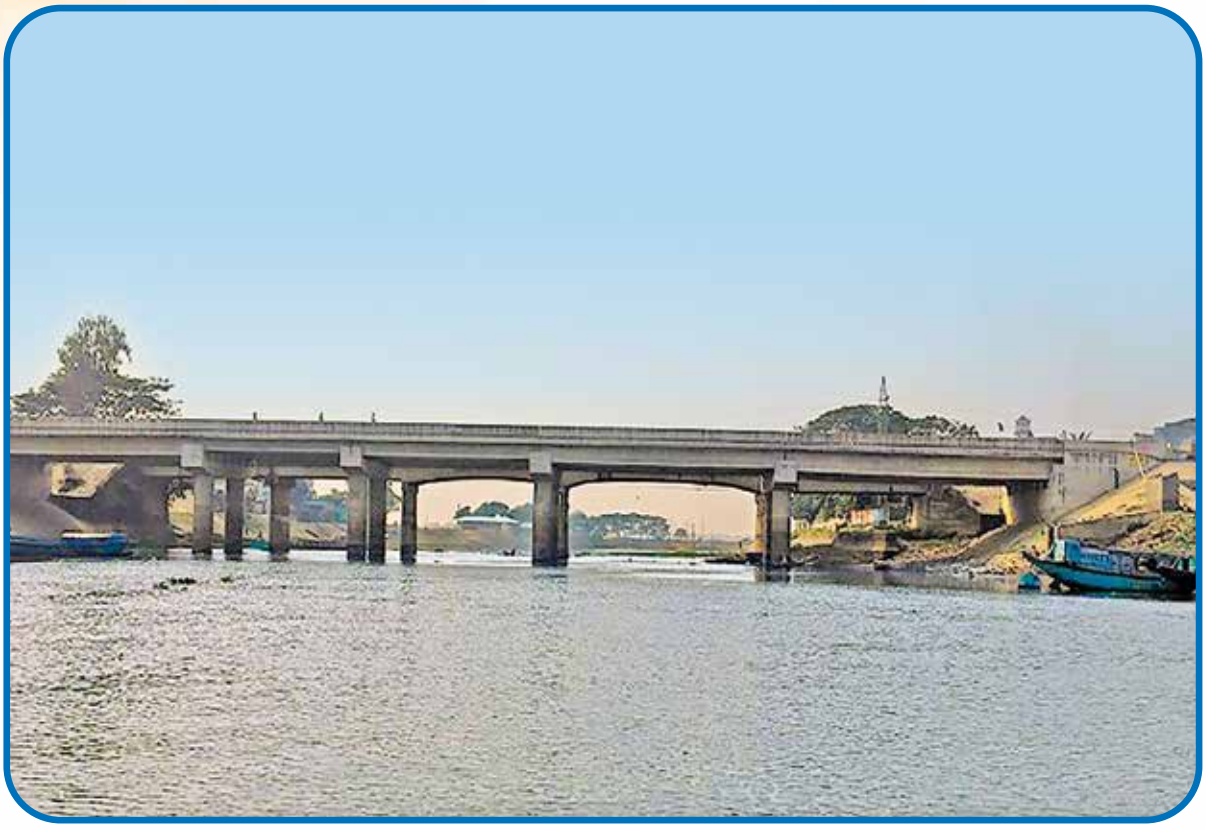

১০৩ মিটার দীর্ঘ ৪-লেনবিশিষ্ট এন্ডারসন সেতু

১০২ মিটার দীর্ঘ গোবিন্দগঞ্জ সেতু

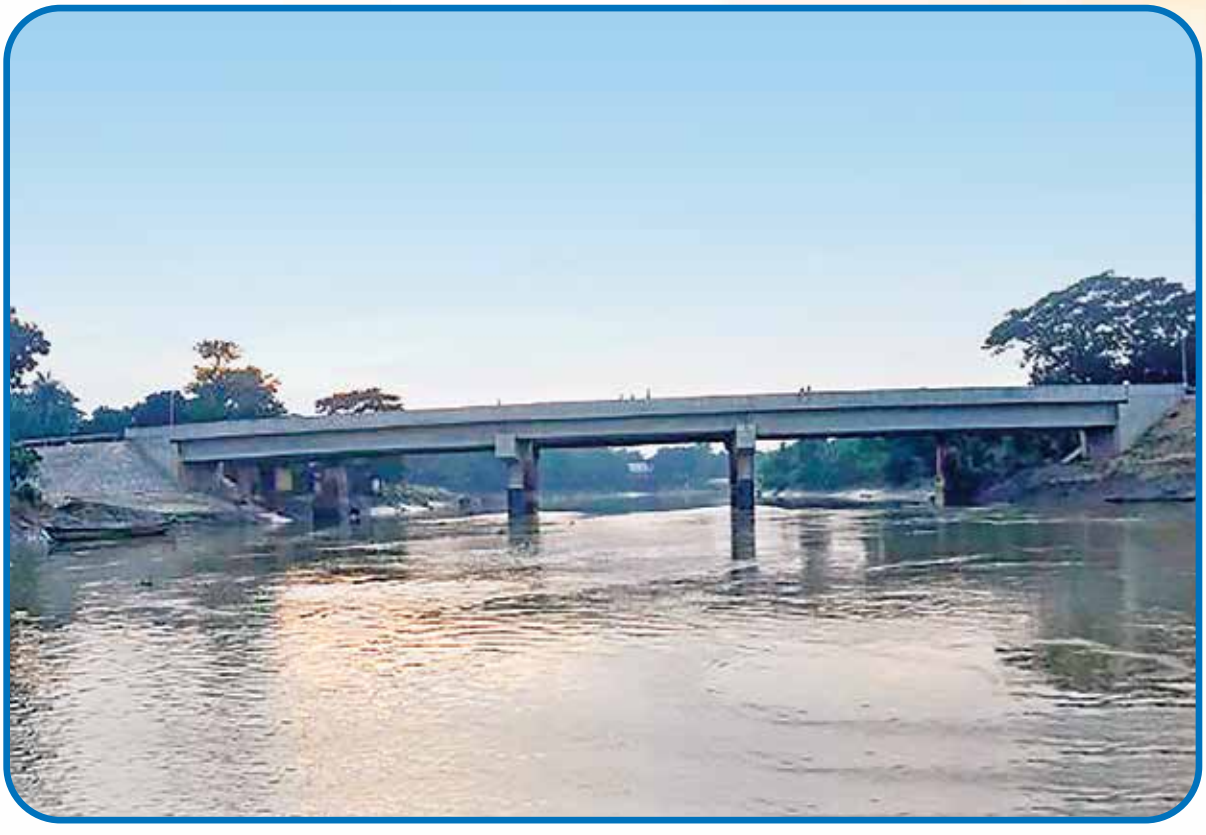

১০২ মিটার দীর্ঘ হালদা সেতু

১০২ মিটার দীর্ঘ ফরিদগঞ্জ সেতু

অনুন্নয়ন (মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ) খাত

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সড়ক, সেতু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১,৪৬৮.৪৫ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে সারাদেশে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান কাজসমূহ সম্পন্ন করা হয়েছে:

- ১১৭.৮৮ কিলোমিটার মজবুতিকরণ
- ৪৫৭.৩০ কিলোমিটার কার্পেটিং
- ১৩৭৮.২৩ কিলোমিটার ওভারলে
- ২৭.৪৯ কিলোমিটার ডিবিএসটি
- ১৫৩৫.৬০ কিলোমিটার মহাসড়ক মেরামত
- ৬.৮৬ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট
- ১১টি সেতু (৬৩৩.৩২ মিটার) পুনর্নির্মাণ
- ৫২টি কালভার্ট (৪১৯ মিটার) পুনর্নির্মাণ

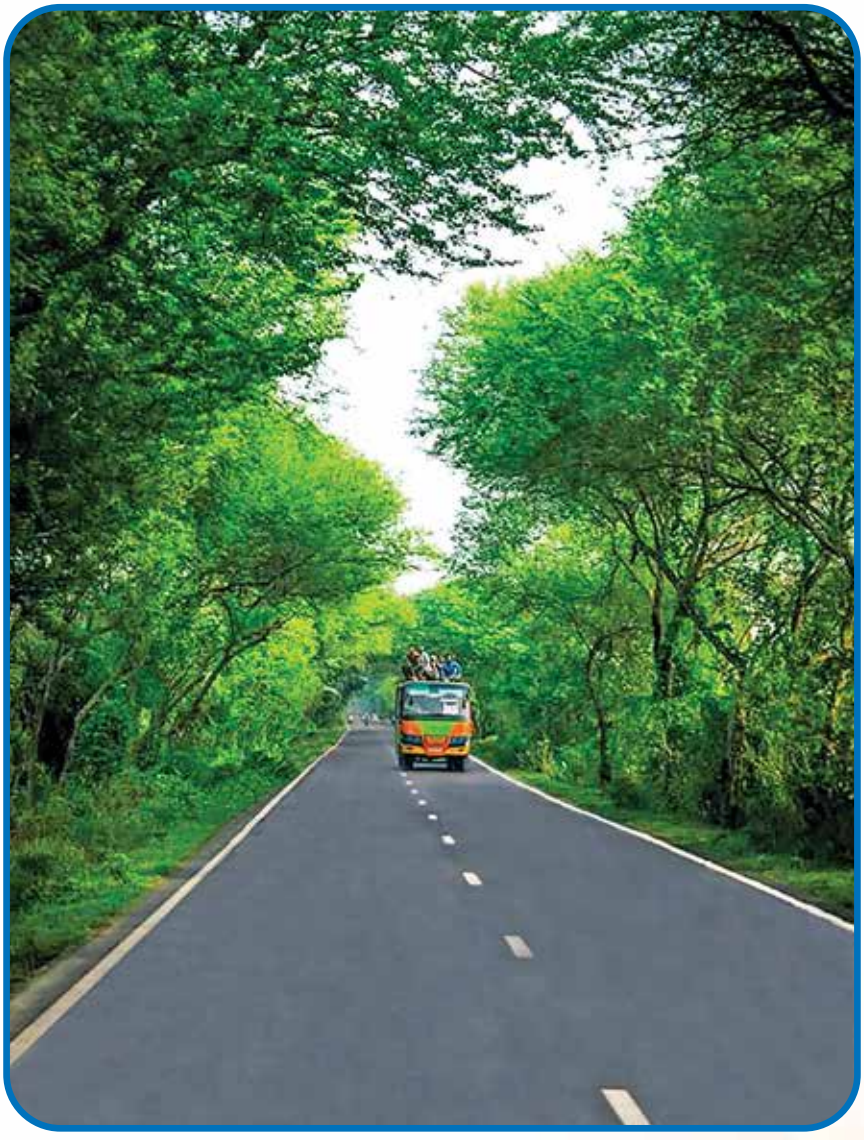

পিএমপি'র আওতায় খুলনা-চুকনগর-সাতক্ষীরা আঞ্চলিক মহাসড়কে সম্পাদিত ওভারলে কাজ

পিএমপি'র আওতায় চট্টগ্রামের হাজী আরবান আলী মহাসড়কে রিজিড পেভমেন্ট

পিএমপি'র আওতায় ভাটিয়াপাড়া- কালনা- নড়াইল -যশোর মহাসড়কে নির্মিত সিতারামপুর সেতু

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ২০টি স্থাপনা উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-খ তে দেয়া হয়েছে। প্রধান প্রধান স্থাপনাসমূহের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

থানচি-আলীকদম মহাসড়ক নির্মাণ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-আলীকদম মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। এতে পার্বত্য অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী পরিবহণ সহজতর হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে মহাসড়কটি উদ্বোধন করেছেন।

থানচি-আলীকদম মহাসড়ক

বিভাগীয় শহর রংপুর এর সওজ অধিদপ্তরের আওতাধীন মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

১২৬.৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটির আওতায় ৮ কিলোমিটার রংপুর বাইপাসসহ মোট ১৬.২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক ২-লেন হতে ৪-লেনে উন্নীত করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাবান্ধা, বিরল, বুড়িমারি ও সোনাহাট স্থলবন্দরের সাথে মহানগরী রংপুর হয়ে রাজধানী ঢাকা এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহন এবং ভারত ও নেপালের সাথে স্থলপথে বাণিজ্য সহজতর হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪ জুলাই ২০১৫ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মহাসড়কটি উদ্বোধন করেন।

৪-লেনবিশিষ্ট রংপুর মহানগর বাইপাস মহাসড়ক

পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে শহীদ শেখ রাসেল সেতু

একই স্থান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত উপভোগের বিরল স্থান নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার সাথে সারা দেশের মহাসড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৬৬তম কিলোমিটারে মহীপুর ও আলীপুর নামক স্থানের মধ্যবর্তী খাপড়াভাঙ্গা নদীর ওপর ৪০৮.৩৬ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ আগষ্ট ২০১৫ তারিখ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেখ রাসেল সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

শেখ রাসেল সেতু

আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু

মাদারীপুর ও শরীয়তপুর হয়ে চট্টগ্রামের সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ২৯৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কের কাজিরটেক নামক স্থানে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুসহ আরও ৩টি সেতু (১৫৭ মিটার দীর্ঘ আঙ্গারিয়া সেতু, ১২৭ মিটার দীর্ঘ টেকেরহাট সেতু ও ৩৭ মিটার দীর্ঘ টুমচর সেতু) নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতুগুলো উদ্বোধন করেন।

আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু

আব্দুজ জহুর সেতু

৭১.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সুনামগঞ্জ-কাচিরগাঁতি-বিশ্বম্ভরপুর মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে সুরমা নদীর ওপর ৪০২.৬১ মিটার দীর্ঘ এবং ১০.২৫ মিটার প্রশস্ত আব্দুজ জহুর সেতু নির্মিত হয়েছে। ৭ স্প্যানবিশিষ্ট এ সেতুর মিড স্প্যানটি ১১৫.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের স্টীল ট্রাস। এ সেতুটি নির্মিত হওয়ার ফলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বিশ্বম্ভরপুর, তাহিরপুর, জামালগঞ্জ ও ধর্মপাশা উপজেলার সাথে জেলা সদর সুনামগঞ্জের মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল উন্নতি সাধিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

আব্দুজ জহুর সেতু

ধুনট-নাংলু-বাগবাড়ী-কদমতলী-গাবতলী-চৌকিরঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন

৭১.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে লিচুতলা - কদমতলী এবং নাংলু - বালিয়াদিঘি সংযোগ মহাসড়কসহ ধুনট - নাংলু - বাগবাড়ী - কদমতলী - গাবতলী - চৌকিরঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় ৬২.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়কের উন্নয়ন, ২টি সেতু (মাদলা, নশিপুর) ও ১৮টি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কটির উন্নয়নের ফলে ধুনট, গাবতলী এবং সোনাতলা উপজেলার সাথে মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে মহাসড়কটি উদ্বোধন করেন।

লিচুতলা- কদমতলী মহাসড়ক

পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে শেখ কামাল সেতু ও শেখ জামাল সেতু

নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটার সাথে সারা দেশের মহাসড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা আঞ্চলিক মহাসড়কে খেপুপাড়া নামক স্থানে আন্ধারমানিক নদীর ওপর শহীদ শেখ কামাল সেতু (৮৯৩.১০ মিটার) ও হাজীপুর নামক স্থানে সোনাতলা নদীর ওপর শহীদ শেখ জামাল সেতু (৪৮৩.৭২ মিটার) নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শহীদ শেখ কামাল সেতু ও শহীদ শেখ জামাল সেতু উদ্বোধন করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেখ কামাল সেতু ও শেখ জামাল সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

শেখ কামাল সেতু

শেখ জামাল সেতু

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) গাজীপুর-এয়ারপোর্ট

গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যাতায়াত দ্রুত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ (৪.৫ কিলোমিটার এলিভেটেড অংশসহ) বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এটি হবে ঢাকা ও গাজীপুরের মধ্যে চলাচলকারী প্রথম বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ব্যবস্থা, যা প্রতিঘন্টায় উভয়দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহন করতে পারবে। ফলে যাত্রী সাধারণ ঢাকা ও গাজীপুরের মধ্যে কম সময়ে ও নিরাপদে যাতায়াত করতে পারবেন এবং ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারের প্রবণতা কমে আসবে। ইহা যানজট নিরসনে ভূমিকা রাখবে। বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) গাজীপুর-এয়ারপোর্ট এর নির্মাণ কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ জুন ২০১৬ তারিখে উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত প্রথম বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর উদ্বোধন

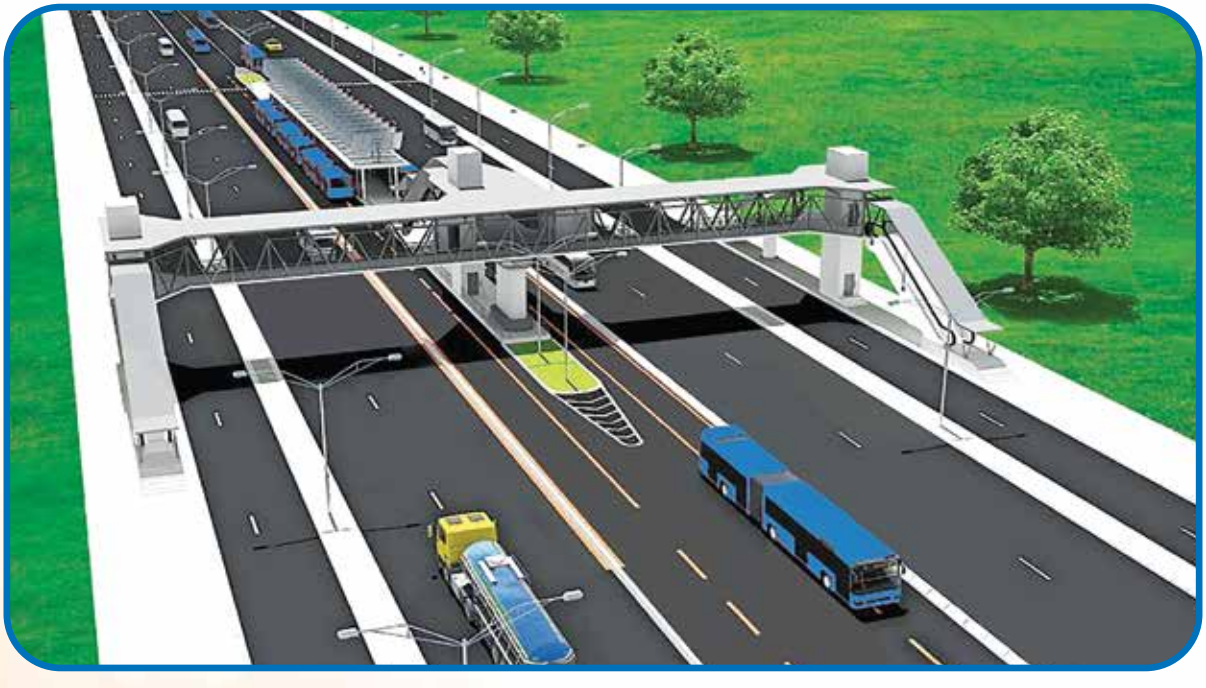

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) ষ্টেশন এর প্রক্ষেপিত চিত্র

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত স্থাপনাসমূহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৩টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। প্রকল্পসমূহের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

বিমানবন্দর-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ

ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর ও পাথর কোয়ারী হতে ভারী যানবাহনের সিলেট হয়ে সারাদেশে চলাচল নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে ৪৪১.৫৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০.০০ কিলোমিটার (১৬.৭২ কিলোমিটার ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট, ১৩.৩৩ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট) দীর্ঘ সিলেট বিমানবন্দর ইন্টারসেকশন হতে লালবাগ-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ পর্যন্ত জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে পুনর্নির্মাণ কাজ চলমান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নীতকরণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড হতে জেলা প্রশাসকের বাসভবন পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীতকরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে জেলা প্রশাসকের বাসভবন পর্যন্ত মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে মহাসড়কটির উন্নয়ন সমাপ্তির ফলে মানিকগঞ্জ শহরের প্রবেশ মুখে ও বাসষ্ট্যান্ডে যানজট বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

মানিকগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড থেকে জেলা প্রশাসকের বাসভবন পর্যন্ত ৪-লেনে উন্নীত মহাসড়ক

মৌড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৮ অক্টোবর ২০১৫ তারিখ ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌড়াইল নামক স্থানে বিদ্যমান রেল ক্রসিং এ ৭৫৬.১৭ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস (ওভারপাসের দৈর্ঘ্য ৪৯৬.৪২ মিটার এবং র‍্যাম্পের দৈর্ঘ্য ২৫৯.৭৫ মিটার) নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৭৯.৫৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের যানজট হ্রাস পাবে।

মৌড়াইল রেলওয়ে ওভারপাসের মূল স্ট্রাকচার এর নির্মাণ কাজ

নির্মাণাধীন মৌড়াইল রেলওয়ে ওভারপাস

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহ

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহের তালিকা পরিশিষ্ট-গ তে দেয়া হয়েছে। প্রধান প্রধান স্থাপনাসমূহের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন ফুটওভার ব্রীজ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৪০তম কিলোমিটারে দাউদকান্দি, ৪৪তম কিলোমিটারে শহীদনগর, ৪৬তম কিলোমিটারে গৌরিপুর, ৫৬তম কিলোমিটারে ইলিয়টগঞ্জ, ৬৩তম কিলোমিটারে মাধাইয়া, ৭০তম কিলোমিটারে চান্দিনা, ৮২তম কিলোমিটারে ক্যান্টনমেন্ট, ৮৮তম কিলোমিটারে কোটবাড়ী, ১০১তম কিলোমিটারে সুয়াগাজী, ১০৬তম কিলোমিটারে মিয়াবাজার, ১১০তম কিলোমিটারে বাবুর্চি বাজার, ১২০তম কিলোমিটারে চৌদ্দগ্রাম বাজার, ১৫০তম কিলোমিটারে লালপুর, ১৬০তম কিলোমিটারে ফাজিলপুর বাজার, ১৬৮তম কিলোমিটারে বারইয়ারহাট, ১৮১তম কিলোমিটারে মিরেরশ্বরাই, ১৮৭তম কিলোমিটারে নিজামপুর, ১৯২তম কিলোমিটারে বড়দারগার হাট, ২০১তম কিলোমিটারে সীতাকুন্ড, ২০৬তম কিলোমিটারে বারবকুন্ড, ২১৩তম কিলোমিটারে কুমিরা, ২১৬তম কিলোমিটারে জোড়াআমতল ও ২১৯তম কিলোমিটারে বারআউলিয়া ফুটওভার ব্রীজ মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী উদ্বোধন করেন। প্রতিটি ফুটওভার ব্রীজের দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬ মিটার।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ২০ জুলাই ২০১৫ তারিখে লালপুর ফুটওভার ব্রীজ উদ্বোধন করেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে ফাজিলপুর ফুটওভার ব্রীজ উদ্বোধন করেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৫ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মিঞা বাজার ফুটওভার ব্রীজ উদ্বোধন করেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৭ জুন ২০১৬ তারিখে কোটবাড়ী ফুটওভার ব্রীজ উদ্বোধন করেন

চৌদ্দগ্রাম ফুটওভার ব্রীজ

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট আন্ডারপাস

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় জনসাধারণের রাস্তা পারাপারের সুবিধার্থে মহাসড়কটির ৮১তম কিলোমিটারে কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসস্থ বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা গেইট সংলগ্ন আন্ডারপাস মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ০৩ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে উদ্বোধন করেন।

কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসস্থ বীরশ্রেষ্ঠ মোহাম্মদ মোস্তফা গেইট সংলগ্ন আন্ডারপাস

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ময়নামতি সেনানিবাসস্থ আন্ডারপাস উদ্বোধন

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা রেলওয়ে ওভারপাস

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লার পদুয়ার বাজার রেলক্রসিং এর যানজট নিরসনে মহাসড়কটির ৯১তম কিলোমিটারে ৩৪৪ মিটার দীর্ঘ কুমিল্লা রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ১৭ মে ২০১৬ তারিখ রেলওয়ে ওভারপাসটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কর্তৃক কুমিল্লা রেলওয়ে ওভারপাসের শুভ উদ্বোধন

কুমিল্লা রেলওয়ে ওভারপাস

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বিভিন্ন সেতু

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কের ৪৮তম কিলোমিটারে ১৮ মিটার দীর্ঘ জিংলাতলী সেতু, ৪৩তম কিলোমিটারে ১৮.০০ মিটার দীর্ঘ শহীদনগর সেতু, ১৬০তম কিলোমিটারে ১৮৮.৬০ মিটার দীর্ঘ মুহুরী সেতু এবং ১৬৫তম কিলোমিটারে ২১৫.৭০ মিটার দীর্ঘ ধুমঘাট সেতু মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে জিংলাতলী সেতু উদ্বোধন করেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে শহীদ নগর সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৮ মে ২০১৬ তারিখে মুহুরী সেতু উদ্বোধন করেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ১৮ মে ২০১৬ তারিখে ধুমঘাট সেতু উদ্বোধন করেন

নবীনগরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ব্ল্যাক স্পটসমূহের সংস্কার কাজ

১৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-আরিচা জাতীয় মহাসড়কের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ বাঁক ও অধিক দুর্ঘটনা প্রবণ ২০টি ব্ল্যাক স্পটের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ১২ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত সকল কাজের একত্রে উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক নবীনগর - আরিচা মহাসড়কের ব্ল্যাকস্পটের প্রতিকারমূলক কাজের উদ্বোধন

প্রভাকরদী সেতু

নয়াপুর-আড়াইহাজার-নরসিংদী-রায়পুরা আঞ্চলিক মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটারে ৫.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৮.৮০ মিটার দীর্ঘ প্রভাকরদী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে আড়াইহাজার ও সোনারগাঁও উপজেলার সাথে নরসিংদী জেলার সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নত হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী প্রভাকরদী সেতু উদ্বোধন করেন

চন্দ্রা বাইলেন

নবীনগর-ইপিজেড-চন্দ্রা মহাসড়কে চন্দ্রা পয়েন্টের যানজট নিরসনে ৩.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৬৭.০০ মিটার দীর্ঘ চন্দ্রা বাইলেন মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি নির্মাণের ফলে দেশের উত্তর অঞ্চল ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে যানবাহন চলাচল সহজ হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখ বাইলেনটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক চন্দ্রা বাইলেন উদ্বোধন

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ এর ওপর নির্মিত সেতু

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ মহাসড়কে বড় খালের ওপর ৮.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৪.০২ মিটার দীর্ঘ বড় খাল সেতু এবং ৬.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ছোট খালের ওপর ৩৮.৮৪ মিটার দীর্ঘ ছোট খাল সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতু দু'টি মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ২৩ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ইনানী বড়খাল সেতুর উদ্বোধন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ইনানী ছোটখাল সেতুর উদ্বোধন

হাজী আরবান আলী মহাসড়ক

৯.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে হাজী আরবান আলী মহাসড়কের ১ম, ২য় ও ৩য় কিলোমিটারে মোট ২.৫০ কিলোমিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এ মহাসড়কটিতে রিজিড পেভমেন্ট করায় জলবদ্ধতা সমস্যার নিরসন হয়েছে এবং স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারছেন। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ১২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে মহাসড়কটির রিজিড পেভমেন্ট উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী হাজী আরবান আলী মহাসড়ক উদ্বোধন করেন

চৌমুহনী পৌর এলাকায় নবনির্মিত ৪-লেন মহাসড়ক

৫.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের চৌমুহনী বাজার এলাকায় রেল গেইট ও বাজার অংশে ৬০৫ মিটার রিজিড পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। এর ফলে বর্ষা মৌসুমে ও অন্যান্য সময় বৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতায় পেভমেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ২৯ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে মহাসড়কটি উদ্বোধন করেছেন।

মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের চৌমুহনী বাজার অংশে রিজিড পেভমেন্ট উদ্বোধন

খোকশারঘাট সেতু

নীলফামারী জেলার ডিমলা ও ডোমার উপজেলা দু'টির মধ্যে সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বোড়াগাড়ী-খোকশারঘাট-ডিমলা মহাসড়কে বুড়ি তিস্তা নদীর ওপর ৪.৩৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৭.০০ মিটার দীর্ঘ খোকশারঘাট সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণের ফলে এ এলাকার উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য নীলফামারী জেলা শহরসহ সারাদেশে বাজারজাতকরণ সহজ হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে সেতুটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী খোকশারঘাট সেতু উদ্বোধন করেন

খোকশারঘাট সেতু

পাটুরিয়াঘাটে নবনির্মিত পরিদর্শন বাংলো

২.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা-পাটুরিয়া জাতীয় মহাসড়কের পাটুরিয়া চৌরাস্তার সন্নিকটে পদ্মা-যমুনা পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ করা হয়েছে। এ বাংলোটি নির্মাণের ফলে পাটুরিয়াঘাট দিয়ে যাতায়াতকারী সন্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাময়িক যাত্রা বিরতি ও রাত্রিযাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ৩ জুন ২০১৬ তারিখে পরিদর্শন বাংলোটি উদ্বোধন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী সওজ এর পরিদর্শন বাংলো 'পদ্মা যমুনা' উদ্বোধন করেন

মাননীয় মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকৃত স্থাপনা

২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী নিম্নোক্ত দু'টি স্থাপনার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন:

সোনাপুর-জোরারগঞ্জ মহাসড়কে ছোট ফেনী নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

৭৩.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে সোনাগাজী - ওলামাবাজার - চরদরবেশপুর - কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটারে ছোট ফেনী নদীর ওপর ৪৭৮.১৭১ মিটার দীর্ঘ সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে সোনাগাজী - ওলামাবাজার - চরদরবেশপুর - কোম্পানীগঞ্জ মহাসড়কটির মাধ্যমে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে সড়কপথের দূরত্ব ১৭.৬০ কিলোমিটার হ্রাস পাবে এবং লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার সাথে চট্টগ্রাম জেলার যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিকল্প মহাসড়ক হিসেবে এ মহাসড়কটি ব্যবহারের সুযোগ তৈরী হবে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী সোনাপুর-জোরারগঞ্জ মহাসড়কে ছোট ফেনী নদীর ওপর সেতু নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

সোনাপুর-জোরারগঞ্জ মহাসড়কে ছোট ফেনী নদীর ওপর চলমান সেতু নির্মাণ কাজ

ঘোড়দৌড় ও হলদিয়া সেতু

৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ফুলতলা-মুন্সীগঞ্জ-লৌহজং-মাওয়া মহাসড়কের ৪০তম কিলোমিটারে ৪২.৫৮ মিটার দীর্ঘ হলদিয়া সেতু এবং একই মহাসড়কের ৩৬তম কিলোমিটারে ৩.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৪.৪০ মিটার দীর্ঘ ঘোড়দৌড় সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ দু'টি সেতু নির্মাণ সমাপ্ত হলে শ্রীনগর, লৌহজং, টঙ্গীবাড়ী, মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার জনসাধারণের যাতায়াত সহজতর হবে। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী গত ২৩ মে ২০১৬ তারিখে সেতুদ্বয়ের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ঘোড়দৌড় সেতুর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক হলদিয়া সেতুর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

সহসাই সমাপ্ত হবে এমন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প

গত অর্থ-বছর বা তদ্‌পূর্বে গৃহীত প্রকল্পের মধ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক প্রকল্প আগামী অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। তন্মধ্যে শত কোটি টাকার উর্দ্ধের প্রাক্কলিত ব্যয়ে গৃহীত ও সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা ক্রমান্বয়ে প্রদান করা হল:

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৩৮১৬.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯০.৪৮ কিলোমিটার মহাসড়ককে ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের মূল কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যানবাহন চলাচলের জন্য মহাসড়কটি উদ্বোধন করেছেন। বর্তমানে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক

ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

১,৮১৫.১২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৭.১৮ কিলোমিটার মহাসড়ক ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের মূল কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যানবাহন চলাচলের জন্য মহাসড়কটি উদ্বোধন করেছেন। বর্তমানে আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৭.৬৩%।

৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক

নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর মহাসড়ক উন্নয়ন

২৩৯.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৮.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর মহাসড়কটির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪.৭০ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, হার্ড সোল্ডারসহ ২৮.০০ কিলোমিটার সার্ফেসিং (ওভারলে), ৭টি সেতু (৪৬ মিটার দীর্ঘ সুবর্ণখালী সেতু, ৭৫ মিটার দীর্ঘ চাঁপাকুড়ি সেতু, ৯৪ মিটার দীর্ঘ বাতকেমারি সেতু, ৯৪ মিটার দীর্ঘ মালিঝে সেতু, ৩৫ মিটার দীর্ঘ কাপাসিয়া সেতু, ১৬ মিটার দীর্ঘ মহিলা রোড সেতু ও ২২ মিটার দীর্ঘ বগাই মসজিদ সেতু) এবং ২০টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মহাসড়কটি নাকুগাঁও স্থলবন্দরের সাথে সারাদেশের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া ভারত হতে আমদানি করা কয়লা ও পাথর স্থলবন্দর থেকে সারাদেশে দ্রুততার সাথে সরবরাহ করা যাবে। বাস্তব অগ্রগতি ৭৩.৮৩%।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি:

- ৪টি সেতুর কাজ সম্পন্ন
- ৩টি সেতুর সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণ সম্পন্ন
- ২০টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন
- ৩.৭ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ সম্পন্ন
- ২৩ কিলোমিটার মহাসড়কের বিটুমিনাস ওয়ারিং কোর্স সম্পন্ন
- ৩ কিলোমিটার মহাসড়কের বিটুমিনাস বাইন্ডার কোর্স সম্পন্ন

নকলা-নালিতাবাড়ী-নাকুগাঁও স্থলবন্দর মহাসড়কে ওভারলে কাজ

গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়ক উন্নয়ন

রাজধানী ঢাকাকে বাইপাস করে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ২২৭.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মহাসড়কের একমাত্র মিসিং লিংক হিসেবে নরসিংদী জেলার চরসিন্দুর নামক স্থানে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৫১০.৪০২ মিটার দীর্ঘ চরসিন্দুর সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। মহাসড়কটির বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.৪৫% এবং সেতুটির বাস্তব অগ্রগতি ৩৪.৮৭%।

নির্মাণাধীন গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়ক

গাজীপুর-আজমতপুর-ইটাখোলা মহাসড়কে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর নির্মাণাধীন চরসিন্দুর সেতু

চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়) হতে হাটহাজারী পর্যন্ত ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ

২২৫.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গৃহীত চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি জাতীয় মহাসড়কের চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়)-হাটহাজারী অংশ ডিভাইডারসহ প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ১২.৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ, ১টি সেতু (১৮.০০ মিটার) ও ২৪টি কালভার্ট (১৪৫.০০ মিটার) নির্মাণ/প্রশস্তকরণ এবং ১,২৮৭.০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ১০.৪১ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ সম্পন্ন
- ১৮টি কালভার্ট (১০৯.৫০ মিটার) নির্মাণ সম্পন্ন
- ১,১৬০.০০ মিটার রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ সম্পন্ন
- ৪,৪০০.০০ মিটার ডিভাইডার নির্মাণ সম্পন্ন

৪-লেনে উন্নীত চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়) - হাটহাজারী মহাসড়ক

উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) মহাসড়ক নির্মাণ

জেলা সদর কিশোরগঞ্জের সাথে অষ্টগ্রাম উপজেলার সহজ ও সংক্ষিপ্ত মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত ১৮১.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ) প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১২.৩০ কিলোমিটার সাবমার্জিবল মহাসড়ক, ৭.৭০ কিলোমিটার উঁচু সড়কবাঁধসহ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট ও ৩টি সেতু (বাহাদুরপুর সেতু, কারনাল সেতু

ও মসজিদজাম সেতু) নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে শুকনো মৌসুমে দীঘিরপাড় ফেরীঘাট দিয়ে বাজিতপুর হয়ে অষ্টগ্রামের সাথে কিশোরগঞ্জের মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। বাস্তব অগ্রগতি ৮০.৪৫%।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

- ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন
- সাবমার্জিবল মহাসড়ক ১২.৩০ কিলোমিটার সম্পন্ন
- ৭.৭০ কিলোমিটারের মধ্যে ৩.৪০ কিলোমিটার উঁচু বাঁধসহ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন
- ৩টি সেতুর মধ্যে ১টি সেতু নির্মাণ সম্পন্ন এবং ২টি সেতুর কাজ চলমান
- রক্ষাপ্রদ কাজ ৭২,৭০০ বর্গমিটার সম্পন্ন

উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়কের সাবমার্জিবল পেভমেন্ট

উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়কের ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট ও রক্ষাপ্রদ কাজ

উজানচর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম মহাসড়কে মসজিদজাম সেতু

বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই মহাসড়ক উন্নয়ন

১৩৪.৩৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৯.৯০ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ৩১.৫৬ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ, নাগদা ব্রীজ-১, নাগদা ব্রীজ-২, দগরপুর ব্রীজ, ভাঙ্গার পাড় ব্রীজ ও মারুকা ব্রীজ নামক ৫টি সেতু এবং ১৬টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৭৩.০৭%।

বাবুরহাট-মতলব-পেন্নাই মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প

ফেরী, পন্টুন, গ্যাংওয়ে ব্রীজ, প্রপালশন ইউনিট ও ইঞ্জিন নতুন সংগ্রহ ও পুনর্বাসন করে মহাসড়ক নেটওয়ার্কে বিদ্যমান ৪১টি ফেরীঘাটের (পরিশিষ্ট-ঘ) ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩১টি ফেরী ও ৩১টি পন্টুন পুনর্বাসন, ১০টি ফেরী ও ৬টি পন্টুন নির্মাণ, ১৫টি ইঞ্জিন ওভারহলিং, ১৭টি নতুন ইঞ্জিন ও প্রপালশন ইউনিটসহ ২৭টি নতুন ইঞ্জিন সংগ্রহের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পে ব্যয় হচ্ছে ১২৯.০০ কোটি টাকা। বাস্তব অগ্রগতি ৮৭.৫৫%।

ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসিত ফেরি

মির্জাপুর-ওয়ার্সি-বালিয়া মহাসড়ক নির্মাণ

মির্জাপুর-ওয়ার্শি-বালিয়া মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মোট ১১১.৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পটির কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ১২ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ৩টি সেতু (১২২ মিটার) ও ১৭টি কালভার্ট (৯১.৫০ মিটার) নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে ঢাকার সাথে মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) এর নতুন ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পসময়ে যাতায়াত করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের অগ্রগতি ৭৮.১৩%।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ১২.০০ কিলোমিটার নতুন মহাসড়কের মধ্যে ১০.০০ কিলোমিটার মহাসড়কের বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন
- ১৭টি কালভার্টের মধ্যে ১৫টির নির্মাণ সম্পন্ন
- ১২ কিলোমিটারের মধ্যে ৭ কিলোমিটার সাব-বেস নির্মাণ সম্পন্ন
- ১২ কিলোমিটারের মধ্যে ৪ কিলোমিটার সার্ফেসিং সম্পন্ন
- ৩টি সেতুর মধ্যে ২টি সেতু (৫৯ মিটার) নির্মাণ সম্পন্ন এবং ১টি সেতু (৬৩ মিটার) নির্মাণ চলমান

মির্জাপুর-ওয়ার্সি-বালিয়া মহাসড়ক

ইটনা-বড়ইবাড়ি-চামড়াঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন

শুষ্ক মৌসুমে করিমগঞ্জ উপজেলাধীন নৌ-বন্দর চামড়াঘাট দিয়ে হাওড় বেষ্টিত ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সহজ করার নিমিত্ত ১০৮.৬৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চামড়াঘাট-মিঠামইন অংশের ১২.৯৩ কিলোমিটার সাবমার্জিবল মহাসড়কসহ মোট ১৭ কিলোমিটার মহাসড়কের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭০.৫৮%।

জুন ২০১৬ পযর্ন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- সাবমার্জিবল মহাসড়ক নির্মাণ সম্পন্ন
- ৩.৬৫ কিলোমিটার উঁচু বাঁধসহ ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ সম্পন্ন
- গাবতলী সেতুর নির্মাণ সম্পন্ন (দৈঘ্য ৭৫.০০ মিটার)
- রক্ষাপ্রদ কাজ ৬০,৯৮৭ বর্গমিটার সম্পন্ন

ইটনা-বড়ইবাড়ী-চামড়াঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সাবমার্জিবল মহাসড়ক

সীমান্ত মহাসড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়া কামালপুর) নির্মাণ

১৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সুনামগঞ্জ - নেত্রকোনা - ময়মনসিংহ - শেরপুর - জামালপুর সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণের অংশ হিসেবে ১০৭.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়াকামালপুর মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান। তন্মেধ্যে শেরপুর জেলার ৪০ কিলোমিটার ও জামালপুর জেলার ১০ কিলোমিটার সীমান্ত মহাসড়ক রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ৩৪ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, ৭টি সেতু (চের আলী সেতু, নকশী সেতু, কালগুয়া সেতু, শিনজারা সেতু, লাউয়াছাপড়া সেতু, সাতানিপাড়া সেতু ও মরাগঙ্গা সেতু) এবং ৬৩টি বক্স কালভার্ট (১৫০ মিটার) নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৫৫.৮০%।

সীমান্ত মহাসড়ক (হাতীপাগাড়-সন্ধ্যাকুড়া-ধানুয়া কামালপুর)

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন

১০টি পৃথক জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৯৯৬.৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১০টি সড়ক জোনের মোট ১৬৭টি জেলা মহাসড়কের ১,৫৪১.০৮ কিলোমিটার উন্নয়ন করা হচ্ছে। জোনভিত্তিক প্রকল্পগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ:

ঢাকা জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০৯.২৩ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৬টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	১৩৬.০৯ কিলোমিটার
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	২৮.০০ মিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৯৯.৮১%

ময়মনসিংহ জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০৯.৭১ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৭টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	১৬০.৫০ কিলোমিটার
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১৩৪.০০ মিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৬০.০৭%

চট্টগ্রাম জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০৯.৯৫ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৪টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	১৪১.৯৯ কিলোমিটার
সেতু নির্মাণ (১টি)	৩০.০০ মিটার
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	২৭২.৭০ মিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৫৫.০২%

কুমিল্লা জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০০.১৮ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	২৬টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	২১১.৭৭ কিলোমিটার
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৩৩.৫০ মিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৫৯.৮৯%

সিলেট জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	৯৯.৯৮ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১০টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	৮৫.৮৮ কিলোমিটার
বক্স কালভার্ট নির্মাণ (২৭টি)	১৪০.১৭ মিটার
সেতু নির্মাণ (৫টি)	১২৮.৫০ মিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৩০.০০%

রাজশাহী জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০৯.৭৮ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৪টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	২২২.৭৪ কিলোমিটার
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৯.০০ মিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৫৬.৭৫%

রংপুর জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০৭.৮৩ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	১৮টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	২৩২.০৮ কিলোমিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৫৯.৮৩%

গোপালগঞ্জ জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	৯৫.৭০ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	৫টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	৯৯.৯৯ কিলোমিটার
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৮০ মিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৪৭.০২%

বরিশাল জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১০৪.৫৪ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	২২টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	১৪১.৬৭ কিলোমিটার
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১৫৭.৫০ মিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৪২.১২%

খুলনা জোন

প্রাক্কলিত ব্যয়	১১০.১১ কোটি টাকা
জেলা মহাসড়কের সংখ্যা	২৬টি
জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন	২৪৪.৬৫ কিলোমিটার
বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১৩.৫০ মিটার
বাস্তব অগ্রগতি	৬৮.৩৪%

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী জোন) এর আওতায় নবাবগঞ্জ-উত্তরামল্লিক-গোমস্তাপুর মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (চট্রগ্রাম জোন) এর আওতায় বান্দরবানের আজিজনগর-গজালিয়া মহাসড়কের আদংন ছড়ার ওপর নির্মাণাধীন সেতু

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন) এর আওতায় সিলেট জেলার দরবস্ত-কানাইঘাট মহাসড়কে নির্মিত কালভার্ট

জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন) এর আওতায় দরবস্ত-কানাইঘাট মহাসড়ক উন্নয়ন

বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ১১৭টি ও বৈদেশিক সহায়তায় ১৫টি মোট ১৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হল:

বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প

২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতি সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান সেতুসমূহ পুনর্বাসন

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু দিয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্দেশীয় ক্রমবর্ধমান পণ্য ও যাত্রীবাহী যানবাহনের সংখ্যা বিবেচনায় একই মহাসড়কে ৪-লেনবিশিষ্ট ৩টি সেতু যথাক্রমে ১০ম কিলোমিটারে শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় কাঁচপুর সেতু, ২৫তম কিলোমিটারে মেঘনা নদীর ওপর ৯৩০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় মেঘনা সেতু ও ৩৭তম কিলোমিটারে গোমতী নদীর ওপর ১৪১০ মিটার দীর্ঘ দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। একই প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সংযোগস্থল কাঁচপুরে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ এবং বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতুর পুনর্বাসন করা হবে। প্রকল্পটিতে ব্যয় হবে ৮,৪৮৬.৯৩ কোটি টাকা।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৩টি নতুন সেতু, ১টি ফ্লাইওভার ও বিদ্যমান ৩টি সেতুর পুনর্বাসনের ডিজাইন সম্পন্ন
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত
- স্ট্যাক ইয়ার্ড ও সাইট ল্যাবরেটরী নির্মাণ কাজ চলমান
- প্রয়োজনীয় মালামাল লোডিং-আনলোডিং এর জন্য ৩টি সেতু এলাকায় জেটি নির্মাণ সম্পন্ন
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশ হতে নির্মাণ সামগ্রী আমদানী শুরু

কাঁচপুর সেতু (ঢাকা প্রান্ত) জেটি নির্মাণ

কাঁচপুর সেতু (চট্টগ্রাম প্রান্ত) কংক্রিট ব্যাচিং প্লান্ট স্থাপন কাজ

পৃথক সার্ভিস লেনসহ জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

৩,৩৬৪.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়দেবপুর - চন্দ্রা - টাঙ্গাইল - এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি ফ্লাইওভার, ২৭টি সেতু, ৬০টি কালভার্ট ও ১২টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬.২%।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

- ৩৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন
- ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং গাছ অপসারণ প্রক্রিয়া প্রায় সমাপ্ত
- সকল প্যাকেজের নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নির্মাণ কাজ শুরু
- ২টি ফ্লাইওভার নির্মাণ, ১০টি সেতু ও ২২টি কালভার্ট সম্প্রসারণের কাজ শুরু

প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের সাথে ভারত, নেপাল ও ভুটান এর এশীয় উপ-আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

প্যাকেজ WP-02 এর নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

প্রকল্পের আওতায় সার্ভিস লেনসহ মহাসড়ক সম্প্রসারণের চলমান কাজ

ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৬০টি সেতু পুনর্নির্মাণ ও নরসিংদী অর্থনৈতিক জোনে ১টি নতুন সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ২,৯১১.৭৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (WBBIP) গ্রহণ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। সেতুর ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে।

ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরের এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে Cross Border Road Network Improvement Project (Bangladesh) এর আওতায় ২,৪৮৬.১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এশিয়ান হাইওয়ে করিডোর AH-1 ও AH-41 এ অবস্থিত ৬৯০ মিটার দীর্ঘ নতুন কালনা সেতু নির্মাণ এবং ১৬টি সেতু ও ৭টি কালভার্ট প্রতিস্থাপন করা হবে। এছাড়াও প্রকল্পের আওতায় রামগড় ও বেনাপোলে এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন নির্মাণ করা হবে। যে সকল মহাসড়ক এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত সেগুলো হল:

- ভাঙ্গা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক
- বারইয়ারহাট-হেয়াকো-রামগড় মহাসড়ক
- চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক

মাতারবাড়ি কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংযোগ মহাসড়ক নির্মাণ

৬০২.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ৯৩তম কিলোমিটারের একতা বাজার হতে মাতারবাড়ি পর্যন্ত ৭.৩৫৮ কিলোমিটার মহাসড়ক নতুন নির্মাণ, ৩৫.৬৬ কিলোমিটার মহাসড়ক পুনর্বাসন ও উন্নয়ন এবং কোহেলিয়া নদীর ওপরে ৬৪০ মিটার দীর্ঘ একটি নতুন সেতু নির্মাণ করা হবে।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি:

- মাঠ জরিপ সমাপ্ত
- মহাসড়কের ডিজাইন ৩০% সমাপ্ত

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলায় ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ

৫৩৯.৬৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্দর উপজেলায় শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম প্রান্তে সৈয়দপুর ও পূর্ব প্রান্তে মদনগঞ্জ সংযোগ করে ৪- লেন বিশিষ্ট ১২৯০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মিত হলে যানজটপূর্ণ ঢাকা মহানগরী বাইপাস করে ঢাকা - চট্রগ্রাম, ঢাকা - সিলেট ও ঢাকা - মাওয়া - খুলনা জাতীয় মহাসড়ক ব্যবহার করা যাবে। এতে ঢাকা মহানগরীর যানজট এড়িয়ে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ - পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্ব ও দক্ষিণ - পূর্বাঞ্চলের যাতায়াত সহজতর হবে।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

- দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন

বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কে পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ

৪১৮.৫৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ২৬তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর ওপর ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ ৪-লেন বিশিষ্ট পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সেতুটি নির্মিত হলে রাজধানী ঢাকার সাথে পটুয়াখালী ও কুয়াকাটার মহাসড়ক যোগাযোগ নিরবচ্ছিন্ন ও সহজ হবে। কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের যাতায়াত সুগম হবে। সেতুটি পায়রা বন্দরে যাতায়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ভূমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত
- নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত

পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ কাজের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

সরকারি অর্থায়নে

পাঁচদোনা-ডাংগা-ঘোড়াশাল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়ন

৯৩৮.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাঁচদোনা-ডাংগা-ঘোড়াশাল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নয়নের নিমিত্ত একটি প্রকল্প শর্তসাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদনের পর বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

আন্তঃজেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা)

১৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সুনামগঞ্জ-নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ-শেরপুর-জামালপুর সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ৪৫৭.৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আন্তঃজেলা সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলা) প্রকল্পের আওতায় নেত্রকোনা জেলায় ৩৬ কিলোমিটার ও ময়মনসিংহ জেলায় ৪৪ কিলোমিটার মোট ৮০ কিলোমিটার (মহেশখোলা-তিনালি-হাতিপাগাড়) সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের আওতায় ৩১টি সেতু (১,১৮৯ মিটার) ও ৬৮টি কালভার্ট নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলা মেঘনা, ধনু ও বাউলাই নদী বিধৌত হাওড় অঞ্চল। ৪৩৮.৩৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ তিনটি উপজেলা সংযোগকারী এবং সকল মৌসুমে ব্যবহার উপযোগী ২৯.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৭.৪০ মিটার প্রশস্ততায় ২৯.১৫ কিলোমিটার নতুন মহাসড়ক নির্মাণ, ৩টি বড় পিসি গার্ডার সেতু, ৭টি আরসিসি সেতু, ৭টি বক্স কালভার্ট ও ৫.০৯ লক্ষ বর্গমিটার রক্ষাপ্রদ কাজ করা হবে। মহাসড়কটি নির্মিত হলে সব মৌসুমে তিনটি উপজেলার মধ্যে আন্তঃউপজেলা মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে এ প্রকল্পের সড়ক ও সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৯১.২৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের মধ্যে ৬৫.২৭ হেক্টর সম্পন্ন
- নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত
- ৩.৫০ লক্ষ সিসি ব্লক তৈরি কাজ সম্পন্ন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পের সড়ক ও সেতু নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন

ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়কের চলমান নির্মাণ কাজ

শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দূর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়ন

৩১৬.০২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩৬.৫৩ কিলোমিটার দীর্ঘ শ্যামগঞ্জ-জারিয়া-বিরিশিরি-দূর্গাপুর জেলা মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়ক মানে উন্নয়নের নিমিত্ত প্রকল্পটি সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে। দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাংগা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক উন্নয়ন

ঐতিহাসিক মুজিবনগরের সঙ্গে দেশের মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে ২৮৬.৭৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি ৪৬.৮৩%।

ঝিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর-মুজিবনগর মহাসড়ক

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় ৪-লেনবিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ

দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়ক (ঢাকা - সিলেট ও ঢাকা বাইপাস) এবং দু'টি আঞ্চলিক মহাসড়ক (ভুলতা - রূপগঞ্জ এবং ভুলতা - আড়াইহাজার) এর সংযোগস্থল ভুলতা বাজার এলাকার যানজট নিরসনে ২৬৩.৩২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ঢাকা - সিলেট মহাসড়কে ৪-লেনবিশিষ্ট ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

নির্মাণাধীন ভুলতা ফ্লাইওভার

সস্রাইল-আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি)-বোয়ালমারী-গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন

১৯৫.৫৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সস্রাইল - আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কের উন্নয়নসহ ফরিদপুর (মাইজকান্দি) - বোয়ালমারী - গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ফরিদপুর (মাইজকান্দি) - বোয়ালমারী - গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়কটি দৌলতদিয়া - ফরিদপুর - মাগুরা - ঝিনাইদহ - যশোর - খুলনা - মংলা (দ্বিগরাজ) জাতীয় মহাসড়ক এবং ভাঙ্গা - ভাটিয়াপাড়া - গোপালগঞ্জ জাতীয় মহাসড়ককে সংযুক্ত করবে। সস্রাইল - আলফাডাঙ্গা সংযোগ মহাসড়কটি আলফাডাঙ্গা উপজেলাকে ফরিদপুর (মাইজকান্দি) - বোয়ালমারী - গোপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) মহাসড়কের সাথে যুক্ত করবে। এ প্রকল্পের আওতায় মহাসড়কটির প্রশস্ততা ৫.৫০ মিটার হতে ৭.৩০ মিটারে উন্নীত করা হবে। প্রকল্পে ৪৭.৭১৭ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, ১টি রেলওয়ে ওভারপাস, ১টি সেতু, ১১টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষাপ্রদ কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে পিসি গার্ডার সেতু, আরসিসি সেতু এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে অবস্থিত বিদ্যমান অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ ৪৩টি সেতু ও ১৩টি কালভার্ট এর স্থলে ১৯০.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে সমসংখ্যক সেতু ও কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

মাটিরাঙ্গা-তানাক্কাপাড়া মহাসড়কে নির্মাণাধীন কদমতলী ডাকবাংলা সেতু

মাদারীপুর (মোস্তফাপুর) ভায়া কাজিরটেক ব্রীজ হতে শরীয়তপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

১৭৪.৭৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের আওতায় মাদারীপুর শহর অংশের ৫.০০ কিলোমিটার ৪-লেনে উন্নীতকরণ, ১৬.০০ কিলোমিটার অংশ ২-লেনে উন্নীতকরণ, ২টি নতুন সেতু ও ২৮টি কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। এ মহাসড়কটি উন্নয়নের ফলে লক্ষ্মীপুর হতে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর হয়ে খুলনা ও গোপালগঞ্জ অঞ্চলের যাতায়াত সহজতর ও দ্রুত হবে।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৪.৪৫১ কিলোমিটার মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন
- ৪.০০ কিলোমিটার মহাসড়কের মজবুতিকরণ ও প্রশস্তকরণ সম্পন্ন
- ২টি সেতু, ২১টি কালভার্ট ও ৮.৪৫ কিলোমিটার মহাসড়কের নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজ চলমান

মাদারীপুর শহরাংশের মহাসড়কের চলমান উন্নয়ন কাজ

শরীয়তপুর সড়ক বিভাগাধীনে ২-লেনে উন্নীত মহাসড়ক

সোনাপুর (নোয়াখালী) - সোনাগাজী (ফেনী) - জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক উন্নয়ন

১৭২.৬৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫৬.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)- জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক ৩.৬৬ মিটার হতে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নয়ন করার নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মহাসড়কটির উন্নয়ন করা হলে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে বিকল্প পথে মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

সোনাপুর (নোয়াখালী)-সোনাগাজী (ফেনী)- জোরারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মহাসড়ক প্রকল্পের আওতায় চলমান উন্নয়ন কাজ

বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা মহাসড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ

১৪৪.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাকেরগঞ্জ-পাদ্রীশিবপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-বরগুনা মহাসড়ক ৩.৭০ মিটার হতে ৫.৫০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ ও মূল সড়ক মজবুতিকরণের নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। মহাসড়কটি প্রশস্ত হলে যোগাযোগ সহজতর হবে পাশাপাশি দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগ মহাসড়ক উন্নয়ন ও সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ

১৪২.৩৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগসহ সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১১.৫০ কিলোমিটার ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগ মহাসড়ক উন্নয়ন ও ১২.৩৫ কিলোমিটার সাতক্ষীরা শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ, ৩টি সেতু (৭৫.৮৮ মিটার), ৫২টি কালভার্ট (১৫৬.০০ মিটার) নির্মাণ ও রক্ষাপ্রদ কাজ করা হবে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭৩.১২%।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ১১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগ মহাসড়ক উন্নয়ন সম্পন্ন
- ৩টি সেতু নির্মাণ সম্পন্ন
- ৫২টি কালভার্টের মধ্যে ১৩টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন

ভোমরা স্থলবন্দর সংযোগ মহাসড়ক

সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক উন্নয়ন

১৪০.৬৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৫.৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক ৫.৫০ মিটার থেকে ৭.৩০ মিটার প্রশস্ততায় উন্নীত করার নিমিত্ত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে সিলেটের সাথে সুনামগঞ্জ এর যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত ও সহজতর হবে। এ প্রকল্পটি গ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক উন্নয়ন

১২৭.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৭.৫৯ কিলোমিটার দীর্ঘ পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ চলমান। মহাসড়কটির উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হলে নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মধ্যে মহাসড়ক যোগাযোগ সহজতর হবে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৬৫.৫৭%। এ প্রকল্পটি গ্রহণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হচ্ছে।

পত্নীতলা-সাপাহার-রহনপুর মহাসড়ক

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ

ইতোমধ্যে নির্মিত পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের একমাত্র মিসিং লিংক হিসেবে রানীগঞ্জ নামক স্থানে কুশিয়ারা নদীর ওপর ১২৬.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭০২.৬১ মিটার দীর্ঘ রানীগঞ্জ সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। সেতুটি নির্মাণ সম্পন্ন হলে ঢাকার সাথে সুনামগঞ্জ জেলার নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং দূরত্ব ৫০.০০ কিলোমিটার হ্রাস পাবে।

পাগলা-জগন্নাথপুর-রানীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কের রানীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর চলমান সেতু নির্মাণ কাজ

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

ঢাকা - পদ্মা সেতু - ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

পদ্মা সেতু ব্যবহার করে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে যাতায়াত দ্রুততর, নির্বিঘ্ন ও সহজতর করা এবং এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যাত্রাবাড়ী ইন্টারসেকশন থেকে মাওয়া পর্যন্ত (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক রোডসহ) এবং পাঁচ্চর থেকে ভাংগা পর্যন্ত মোট ৫৫ কিলোমিটার মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ মহাসড়কে ৬টি ফ্লাইওভার, ৪টি রেলওয়ে ওভারপাস, ১৫টি আন্ডারপাস এবং ৩টি ইন্টারচেঞ্জ থাকবে। এ সব সুবিধা সংযোজনের ফলে মহাসড়কটি একটি এক্সপ্রেসওয়েতে রূপান্তরিত হবে, যেটি হবে বাংলাদেশে নির্মিত প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে।

মহাসড়কের ভাংগায় Classic Clover Leaf এর প্রক্ষেপিত চিত্র

মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণ

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ট্রাফিক প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের মহিপাল সংযোগস্থলে ১৫৮.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬-লেনবিশিষ্ট ৬৬০.০০ মিটার দীর্ঘ মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩৮.০০%।

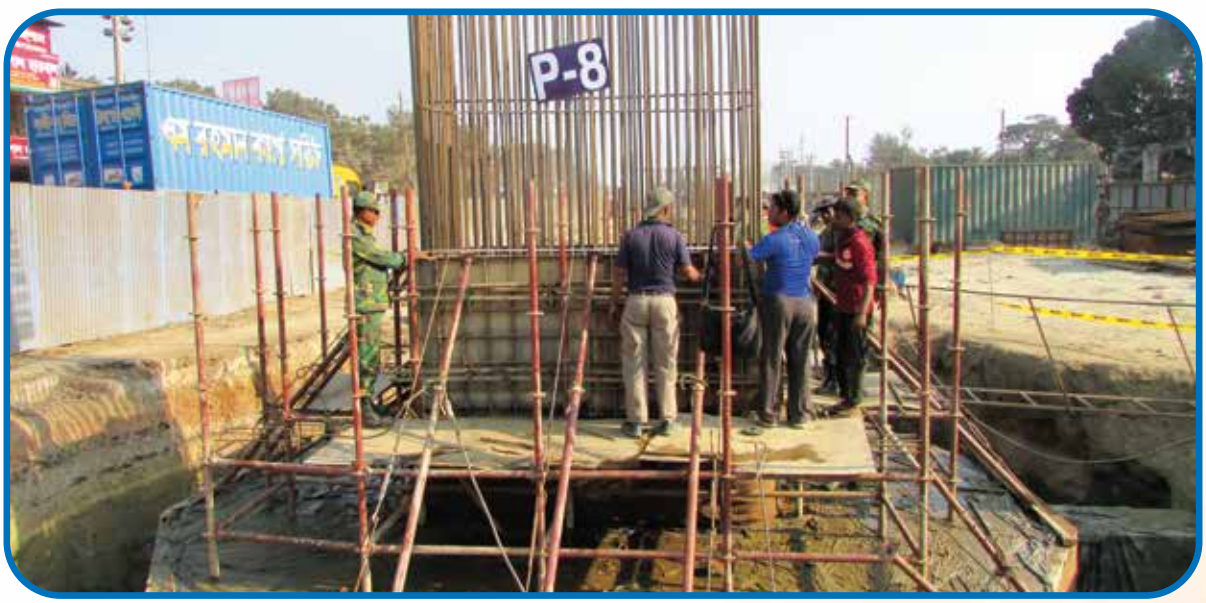

নির্মাণাধীন মহিপাল ফ্লাইওভার

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ (৩য় পর্যায়)

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত সুরক্ষা এবং সহজে সমুদ্রের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধার্থে ৩২.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ-৩য় পর্যায় (সিলখালী-টেকনাফ-সাবরাং) প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ২০৩.০৬ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৩২.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভ মহাসড়ক নির্মাণ, ৩টি সেতু (৯০.০০ মিটার) ৩৯টি কালভার্ট (৫০৬.০০ মিটার) ও ৬,০০০ মিটার সমুদ্র তীর রক্ষাপ্রদ কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৮৬.১০%।

কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ-৩য় পর্যায় (সিলখালী-টেকনাফ-সাবরাং) প্রকল্পের আওতায় টেট্রাপড দ্বারা রক্ষাপ্রদ কাজ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব কর্তৃক কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ-৩য় পর্যায় (সিলখালী-টেকনাফ-সাবরাং) প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

বাংলাদেশ-মায়ানমার মৈত্রী মহাসড়ক (বালুখালী-ঘুনধুম বর্ডার রোড) নির্মাণ

কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলা এবং বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় অবস্থিত বাংলাদেশ-মায়ানমার মৈত্রী মহাসড়ক (বালুখালী-ঘুনধুম বর্ডার রোড) প্রকল্পটির আওতায় ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ২.০০ কিলোমিটার ৪-লেনবিশিষ্ট মহাসড়ক নির্মাণ ৮৪.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মহাসড়কটি বাংলাদেশ-মায়ানমারের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar-Economic Corridor) এর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটসমূহের অন্যতম। বাস্তব অগ্রগতি ৭২.৭০%।

বাংলাদেশ-মায়ানমার মৈত্রী মহাসড়ক (বালুখালী-ঘুনধুম বর্ডার রোড)

রুমা-বগালেক-কেওক্রাডং মহাসড়ক নির্মাণ

বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা উপজেলার পর্যটন আকর্ষণ বগালেক ও কেওক্রাডং এ যাতায়াত সহজ করার লক্ষ্যে ৮৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রুমা-বগালেক-কেওক্রাডং মহাসড়কের রুমা-বগালেক মহাসড়কাংশের নির্মাণ কাজ চলছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৭.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক, ১টি সেতু (৩৫.০০ মিটার) ও ১৫টি কালভার্ট (৪৫.০০ মিটার) নির্মাণ কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। বাস্তব অগ্রগতি ২.৭৮%।

নির্মাণাধীন রুমা-বগালেক-কেওক্রাডং মহাসড়ক

Upcoming প্রকল্প

এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর মহাসড়ক উভয় পাশে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১২,৭৪১.১১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এলেঙ্গা থেকে হাটিকুমরুল হয়ে রংপুর পর্যন্ত ১৯০.৪০ কিলোমিটার মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনের ব্যবস্থা রেখে মহাসড়কটিকে ২-লেন থেকে ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত একটি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ঢাকা সার্কুলার রুট (২য় অংশ) : তেরমুখ - আব্দুল্লাহপুর - ধউর - গাবতলী - বাবুবাজার - সদরঘাট - পোস্তগোলা - চাষাড়া - সাইনবোর্ড - ডেমরা

ঢাকা সার্কুলার রুট (২য় অংশ) : তেরমুখ-আব্দুল্লাহপুর-ধউর-গাবতলী-বাবুবাজার-সদরঘাট-পোস্তগোলা-চাষাড়া-সাইনবোর্ড-ডেমরা মহাসড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ৯,৬৮৬.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি লিংক প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প) অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

মহাসড়ক অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ

১৯৮৬ সালে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে ৫৮৫.৮৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আধুনিক ও অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন সরঞ্জাম, ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন ক্রয়ের মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬১৫টি যানবাহন ও ৪৭৮টি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি, ৩টি পরিপূর্ণ ভ্রাম্যমান ল্যাবরেটরী, ৩১ সেট বিভিন্ন প্রকার ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি এবং ২টি রিগ মেশিন সংগ্রহ করা হবে।

হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

২৭৬.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১.০৭ কিলোমিটার দীর্ঘ হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ককে যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-মানিকগঞ্জ মহাসড়কের বিকল্প এ রুটে যাতায়াত সহজতর হবে।

মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের ক্ষতিগ্রস্ত বেইলী সেতুর স্থলে কংক্রিট সেতু নির্মাণ

১৪৭.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৬টি মহাসড়কে অবস্থিত সরু ও ঝুঁকিপূর্ণ ২১টি বেইলী সেতু প্রতিস্থাপন করে সমসংখ্যক কংক্রিট সেতু (৭৩৯.৯৪ মিটার) নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে যাতায়াত সহজ, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত হবে।

বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কে চেংগী নদীর ওপর নানিয়ারচর সেতু নির্মাণ

১৪৫.৬৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বগাছড়ি-নানিয়ারচর-লংগদু মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটারে চেংগী নদীর ওপর ৫০০ মিটার দীর্ঘ নানিয়ারচর সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন আছে। সেতুটি নির্মাণ করা হলে রাঙ্গামাটি জেলা সদরের সাথে নানিয়ারচর ও লংগদু উপজেলার সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হবে।

ময়মনসিংহে ২য় ব্রহ্মপুত্র সেতু নির্মাণ

বিদ্যমান ব্রহ্মপুত্র সেতু হতে ১২০০ মিটার ভাটিতে ময়মনসিংহ শহর বাইপাসের কেওয়াটখালী প্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৪৮০ মিটার দীর্ঘ ২য় ব্রহ্মপুত্র সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সেতুটি নির্মাণ করা হলে ময়মনসিংহ শহরের প্রবেশমুখে বিদ্যমান ব্রহ্মপুত্র সেতু সংলগ্ন এলাকায় যানজট হ্রাস পাবে এবং ঢাকার সাথে শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ জেলার যাতায়াত সহজতর হবে। উপরন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের উভয় পাড়ে শহর সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক উভয় দিকে সার্ভিস লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ

২২৬.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা - সিলেট মহাসড়ক উভয় পার্শ্বে ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার নিমিত্ত জি টু জি ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দিয়ে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক মহাসড়ক যোগাযোগ সহজ ও উন্নত হবে।

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ

রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটারে বৈদেশিক অনুদানে কচা নদীর ওপর বেকুটিয়া পয়েন্টে ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ এবং চীন সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১ নির্মাণ

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তর্দেশীয় আমদানি-রপ্তানি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম এর সাথে সরাসরি মহাসড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বারৈয়ারহাট-হেয়াকো-রামগড় মহাসড়কে রামগড় (খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, বাংলাদেশ)-সাবরুম (ত্রিপুরা, ভারত) পয়েন্টে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তবর্তী ফেনী নদীর ওপর বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভারত সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেতুটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেতুটি নির্মাণের জন্য উভয় সরকার তথ্য আদান প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী
যৌথভাবে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সেতু-১ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

৯ম, ১০ম ও ১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ

পটুয়াখালী জেলায় বগা নদীর ওপর ১০২০ মিটার দীর্ঘ ৯ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (বগা সেতু), বাগেরহাট জেলায় মংলা চ্যানেলের ওপর ১০৫০ মিটার দীর্ঘ ১০ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (মংলা সেতু) এবং খুলনা জেলায় ঝপঝপিয়া নদীর ওপর ১০৪০ মিটার দীর্ঘ ১১তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (ঝপঝপিয়া সেতু) নির্মাণের লক্ষ্যে চীন সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ

বৈদেশিক সহায়তায় ৩,৪৬০.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০.৫৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আশুগঞ্জ নদীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের নিমিত্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী (লিকরি-নাপ্রাইতং) মহাসড়ক

আলীকদম-জালানিপাড়া-কুরুকপাতা-পোয়ামুহুরী (লিকরি-নাপ্রাইতং) মহাসড়কটি বান্দরবান জেলা সদরের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। মহাসড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ৩৭.৫০ কিলোমিটার এবং সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৯.১৯ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৭.৫০ কিলোমিটার মহাসড়ক, ১৯টি সেতু এবং ১২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। এ মহাসড়কের পার্শ্বে বগালেক ও কেওক্রাডং পাহাড় অবস্থিত হওয়ায় পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে। এ ছাড়াও মহাসড়কটি বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar - Economic Corridor) এর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটসমূহের অন্যতম।

সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ

পার্বত্য জেলা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ির সীমান্ত নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫,৩৬৩.০০ কোটি টাকা সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৪টি মহাসড়কের সমন্বয়ে ৮১৫.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক নির্মাণের নিমিত্ত একটি গুচ্ছ প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত মহাসড়কসমূহ হল:

- ভগবানটিলা-থেনাবাড়ী-কচুরীমুখ-নরাইছড়ি-তেগজাছড়া মহাসড়ক (৬৫.০০ কিলোমিটার)
- তেগজাছড়া-গোবিন্দবাড়ী-বেতলিং মহাসড়ক (৭৫.০০ কিলোমিটার)
- বেতলিং-শিলদা-সাজেক মহাসড়ক (৫২.০০ কিলোমিটার)
- সাজেক-নিউ লঙ্কার-ওল্ড লঙ্কার-হিলিমপুর-মাঝিপাড়া-দোকানঘাট-হরিনা-থিগামুখ মহাসড়ক (৯৫.০০ কিলোমিটার)
- থিগামুখ-লৈতংপাড়া-থাচ্চি-দুমদুমিয়া-রাজস্থলী মহাসড়ক (১৩০.০০ কিলোমিটার)
- দুমদুমিয়া-মদক মহাসড়ক (১২৩.০০ কিলোমিটার)
- লিকরি-পোয়ামুহুরী-ফুলতলি মহাসড়ক (৮৫.০০ কিলোমিটার)
- ফুলতলি-আশারতলি-লেম্বুছড়ি-উখিয়া মহাসড়ক (৪০.০০ কিলোমিটার)
- পানছড়ি-থেনাবাড়ী মহাসড়ক (১৯.৫০ কিলোমিটার)
- বাঘাইহাট-শহীদ মুসফিক-লক্ষীছড়ি-গোবিন্দবাড়ী মহাসড়ক (৬০.০০ কিলোমিটার)
- মারিশ্যা-দোকানঘাট মহাসড়ক (২৩.০০ কিলোমিটার)
- বরকল-সুরিপাতা-গোরস্থান-লৈতং পাড়া মহাসড়ক (২৪.০০ কিলোমিটার)
- জুরাছড়ি-থাচ্চি মহাসড়ক (৭.৫০ কিলোমিটার)
- নাইক্ষ্যংছড়ি-আশারতলি মহাসড়ক (১৬.৫০ কিলোমিটার)

থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি (নাপ্রাইতং) মহাসড়ক

সম্ভাব্য ৪৩৮.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ থানচি-রিমাকরি-মদক-লিকরি (নাপ্রাইতং) মহাসড়ক নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মহাসড়কটি বান্দরবান জেলা সদর হতে ৮০.০০ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। প্রকল্পটির আওতায় ৮০ কিলোমিটার মহাসড়ক, ১৪টি ব্রীজ ও ১২টি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। মহাসড়কটি নির্মিত হলে প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলের বিভিন্ন পাহাড়ি ঝর্ণা/সাংগু উপত্যকাসহ অবারিত পাহাড়ি সৌন্দর্য হাতের নাগালে আসবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণ সহজ হবে এবং পাহাড়ি অনগ্রসর জনপদের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে। এ ছাড়াও মহাসড়কটি বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে এবং BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar-Economic Corridor) এর বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিকল্প রুটসমূহের অন্যতম।

যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন

৩২৮.৯৩ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে ৩৮.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-বেনাপোল মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক উন্নয়ন

৩২১.৫৬ কোটি টাকা সম্ভাব্য ব্যয়ে ৩৪.০৫ কিলোমিটার দীর্ঘ যশোর-খুলনা মহাসড়কের যশোর জেলার পালবাড়ী থেকে রাজঘাট পর্যন্ত মহাসড়ক জাতীয় মহাসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।

আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ১,১৭৯.০১ কিলোমিটার আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার নিমিত্ত ১০টি সড়ক জোনের প্রত্যেকটিতে ১টি গুচ্ছ প্রকল্প হিসেবে ১০টি প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। জোনভিত্তিক প্রকল্পের বিবরণ নিম্নরূপ:

জোনের নাম	সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিলোমিটারে)	সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
ঢাকা	৬	১৩৪.২০	৫৯২.৯৩
চট্টগ্রাম	২	৪৮.৫৯	৩৯২.৪২
কুমিল্লা	৫	১৯৩.৪২	৫৪৬.০০
ময়মনসিংহ	৫	১৫১.৯১	৭৩৮.২৮
সিলেট	৭	১৫৬.৬০	৫৬৩.৫৩
রংপুর	৪	১০৫.২০	৬১০.৮৬
রাজশাহী	২	৭৪.০০	৪২৮.৩২
খুলনা	৪	১২৬.৭৯	৫৮৯.৯৬
বরিশাল	৪	১৪০.৭১	৫৫০.৩৪
গোপালগঞ্জ	২	৪৭.৫৯	৩৪৬.৮০
মোট	৪১	১১৭৯.০১	৫৩৫৯.৪৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট ৫৫টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। এ প্রতিশ্রুতির বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) এবং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এর আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৬১টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রতিশ্রুত প্রকল্পগুলোর মধ্যে জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ, তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ ও পায়রা নদীর ওপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ উল্লেখযোগ্য। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বিবরণী প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ পরিশিষ্ট-ঙ তে প্রদান করা হয়েছে।

পিপিপি (Public Private Partnership) কার্যক্রম

সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ৮টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি প্রকল্পের সর্বশেষ অবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা হল:

Construction of Dhaka-Chittagong Expressway

পিপিপি ভিত্তিতে ৯৭.৮৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বিস্তারিত সমীক্ষা ও ডিটেইল্ড ডিজাইন সম্পন্ন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রুট এলাইনমেন্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। বিনিয়োগকারী প্রাপ্তির সুবিধার্থে সম্পূর্ণ প্রকল্পটিকে ৩ অংশে (ঢাকা-কুমিল্লা, কুমিল্লা-ফেনী ও ফেনী-চট্টগ্রাম) বিভক্ত করা হয়েছে। ঢাকা-কুমিল্লা অংশ নির্মাণের লক্ষ্যে Transaction Advisor নিয়োগ, Viability Gap Financing (VGF) কার্যক্রম ও ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের প্রক্ষেপিত চিত্র

Upgrading of Dhaka Bypass to 4 lane (জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর)

পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত এবং ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর মহাসড়কটি ঢাকা-বাইপাস হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহনসমূহ ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ না করে এ বাইপাস মহাসড়ক ব্যবহার করে চট্টগ্রাম ও সিলেটে যাতায়াত করে থাকে। এ উদ্যোগের আওতায় বিদ্যমান জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর ২-লেন মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হবে এবং উভয় পার্শ্বে টোলমুক্ত সার্ভিস লেন থাকবে। প্রকল্পটির আওতায় গাজীপুরের ধীরাশ্রমে রেলওয়ে ওভারপাস, মীরের বাজারে রেল কাম রোড ওভারপাস, পূর্বাচলে গ্রেড সেপারেটেড ইন্টারচেঞ্জ, ৭৮০ মিটার দীর্ঘ ২য় কাঞ্চন সেতু এবং পথচারী ও যানবাহন পারাপারের সুবিধার্থে ২৪টি আন্ডারপাস নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

জুন ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরুপ:

- আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের শর্ট লিস্ট তৈরী করা হয়েছে
- শর্ট লিস্টেড বিনিয়োগকারীদের মধ্যে রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল বিতরণ করা হয়েছে
- ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের নিমিত্ত সাপোর্ট টু জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা-বাইপাস) পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ ভিত্তিতে ৪-লেনে উন্নীতকরণ শীর্ষক লিংক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে
- লিংক প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও ইউটিলিটি স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে

পিপিপি ভিত্তিতে উন্নয়নের জন্য ঢাকা-বাইপাস মহাসড়কের ডিজাইনের প্রক্ষেপিত চিত্র

ডিজিটাল কার্যক্রম

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS) এর মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্মকান্ড ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। এতে ১৩ ধরণের মডিউল আছে। মডিউলসমূহ হচ্ছে - (ক) সেন্ট্রাল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CMS) (খ) অর্গানাইজেশনাল ডাটাবেইজ (গ) পারসোনাল ডাটাবেইজ (ঘ) রোড মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (RMMS) (ঙ) ব্রিজ মেইনটেন্যান্স ম্যানেজমেন্ট সিষ্টেম (BMMS) (চ) প্রজেক্ট মনিটরিং সিষ্টেম (PMS) (ছ) ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (জ) টেন্ডার ডাটাবেইজ (ঝ) সিডিউল অব রেটস (ঞ) ভেহিকেল এন্ড ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (VEMS) (ট) ব্রীজ এ্যালবাম (ঠ) ট্রেনিং ডাটাবেইজ ও (ড) ডকুমেন্ট ডাটাবেইজ।

Bidder Database Management System (BDMS)

সওজ অধিদপ্তরে ক্রয় কাজে অংশগ্রহণকারী ঠিকাদারগণের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন সহজ, সঠিক, দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে করার নিমিত্ত ঠিকাদারগণের একটি পরিপূর্ণ ডাটাবেইজ তৈরী করা হচ্ছে। এ ডাটাবেইজ ব্যবহার করে একই দর উদ্ধৃতকারী ঠিকাদারদের মধ্য হতে উপযুক্ত ঠিকাদার নির্বাচন সহায়ক হবে।

e-GP (ইলেকট্রনিক-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট)

সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত জিওবি অর্থায়নে গৃহীত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন খাতের সকল দরপত্র ই-জিপিতে প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৩,৪২৯টি দরপত্র ই-জিপি পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

Central Management System (CMS) - Procurement Management Information System (PROMIS) Integration

ই-জিপি'র মাধ্যমে Payment এ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত সওজ অধিদপ্তরের Central Management System (CMS) এর Financial Module এবং ই-জিপি পদ্ধতির মধ্যে ইন্টিগ্রেশন এর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন

মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণে Axle Load Control Station এর কর্মকান্ড ওয়েব বেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম এর আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মেঘনা, গোমতী, বাথুলী ও সীতাকুন্ডে এ ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে।

হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (HDM)

HDM-4 হাইওয়ে উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সফটওয়্যার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এটি ব্যবহার করে মহাসড়ক এর মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে তদানুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে। ২০১৩ সাল হতে HDM Circle কনসালটেন্সি সার্ভিসের মাধ্যমে মহাসড়কের সার্ভে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে যেখানে Pavement Inventory, Road Condition Assessment and Test Pit Survey অন্তর্ভুক্ত। Road Maintenance and Management System (RMMS) এর ডাটার উপর ভিত্তি করে HDM-4 উপাত্ত গ্রহণ করে এবং তা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করে যা হতে পরবর্তীতে মহাসড়ক মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

Digital Archive

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ সকল ডকুমেন্ট স্ক্যান করে ডিজিটাল আর্কাইভে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট খুব সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে এবং রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

ডিজিটাল টোল প্লাজা

টোল সংগ্রহ পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে মনিটরিং করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডিজিটাল টোল প্লাজায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে টোল আদায় কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে ১১টি সেতু এবং ৩টি টোল মহাসড়কে ডিজিটাল পদ্ধতিতে টোল সংগ্রহ করা হচ্ছে। অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি'র মাধ্যমে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ থেকে টোল আদায় কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা সংযুক্ত করা হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে Digital Toll Plaza তে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) সিস্টেম, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ (RFID Tag), টাচ এন্ড গো সিস্টেম ইত্যাদি সংযোজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

মেঘনা সেতু টোল প্লাজা

জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) ম্যাপিং

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের HDM Circle যে সকল সার্ভে পরিচালনা করে থাকে তা জিওগ্র্যাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS) ম্যাপে সুন্দর ও সঠিকভাবে সন্নিবেশিত ও চিত্রিত করা হয়। মহাসড়কের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি সহজতর করার জন্য ২০০৪-২০০৫ অর্থ-বছর হতে সওজ এর Road and Bridge Management System (RAMS) সব ডাটাবেজ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সওজ এর সড়ক বিভাগের জন্য RAMS ম্যাপে তৈরী করে আসছে। GIS ভিত্তিক RAMS ম্যাপে মহাসড়কের প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়।

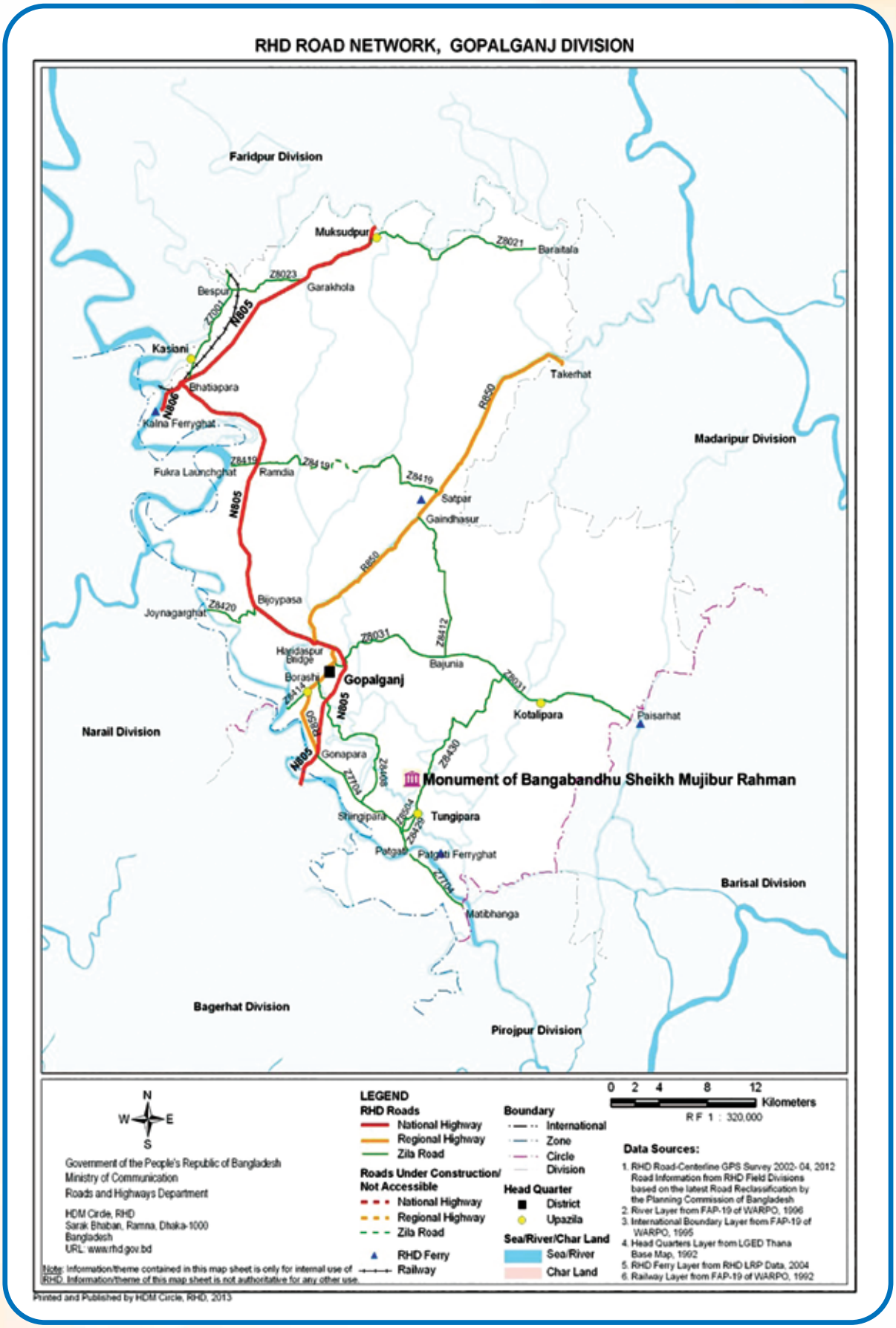

গোপালগঞ্জ সড়ক বিভাগের GIS ম্যাপ

বৃক্ষরোপণ

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি সড়ক বিভাগ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে মহাসড়কের পাশে ২ কিলোমিটার করে বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচির আওতায় ৬৫টি সড়ক বিভাগে মোট ২,৪৪,৮৩৫টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপণ ইউনিট কর্তৃক একই সময়ে মহাসড়কের পাশে ৩৮,৫২৮টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ৩,০০০টি তালবীজ রোপণ করা হয়েছে। এতদব্যতীত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিভিন্ন অফিস ও পরিদর্শন বাংলো প্রাঙ্গণের ফাঁকা স্থানে সৌন্দর্যবর্ধক গাছ রোপণ ও বাগান সৃজন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের মিডিয়ানে ঋতুভিত্তিক ফুলের গাছ রোপণ এবং মহাসড়কের পাশে বৃক্ষ লাগানো হয়েছে। রোপিত ফুল গাছ ও বৃক্ষের সংখ্যা মোট ৫৮ হাজার।

ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের মিডিয়ানে রোপিত বৃক্ষ

সড়ক নিরাপত্তা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের Accident Research Institute (ARI) কর্তৃক জাতীয় মহাসড়কে মোট ২২৭টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান (Black Spots) চিহ্নিত করা হয়। তন্মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও অনুন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যে সকল দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়নাধীন আছে সেগুলো ব্যতীত অবশিষ্ট ১৪৪টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে Improvement of Road Safety at Black Spots in National Highways প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে প্রকল্পের আওতায় মোট ৪০টি ব্ল্যাক স্পটের প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৪৪.৫৪%। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর অভিলক্ষ্য ৩ এর লক্ষ্য ৬ অর্জনে এ প্রকল্পটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) এর আওতায় নির্মিত সেতু ও কালভার্টের বিবরণ

বৈদেশিক সহায়তায় নির্মিত সেতুসমূহের বিবরণ

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতু/কালভার্টের নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)
১	জিনজিরা-কেরানীগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক (আর-৮২০)	রোহিতপুর কালভার্ট	১১
২		কলাকোপা (হারভাঙ্গা সেতু)	৩৯
৩		সাদাপুর সেতু	৪৮
৪		মাঝিরকান্দা সেতু	৩৯
৫		চালনাই সেতু (হাতিরবান্ধা সেতু)	৩৯
৬		পালামগঞ্জ কালভার্ট	১৭
৭	টাঙ্গাইল-মধুপুর মহাসড়ক (এন-৪)	পুংলী সেতু	১৩১
৮		ধুনাইল সেতু	৬৫
৯		হামিদপুর সেতু	৭৭
১০		গোলাবাড়ী সেতু	৫৪
১১		চারাভাঙ্গা সেতু	৩৭
১২		কুচাভাঙ্গা সেতু	৩৭
১৩		ছিনাবাড়ী সেতু	৪৩
১৪	কিশোরগঞ্জ-ভৈরব বাজার মহাসড়ক (আর-৩৬০)	কাপিয়ারচর সেতু	৩৭
১৫		ছয়সুতি সেতু	৪৩
১৬		মিরেরচর সেতু	৩৭
১৭		গাজীরটেক সেতু	৩৭
১৮	কক্সবাজার-টেকনাফ জাতীয় মহাসড়ক (আর-৩৬০)	রাবেতা সেতু	৬০
১৯		মরিচ্যা সেতু	৬০
২০		ধুরুমখালী সেতু	৬৯
২১		হিজলি সেতু	৫১
২২		মৌলভীবাজার সেতু	৪০
২৩	চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-রাঙ্গামাটি মহাসড়ক (এন-১০৬)	বড় বাইনজন সেতু	৬৩
২৪		রহিমপুর সেতু	৪৮
২৫		ইছাপুর কালভার্ট	১২
২৬		হালদা সেতু	১০২

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতু/কালভার্টের নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)
২৭	হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর-১৬০)	মানিকছড়ি সেতু	৪৫
২৮		গুইমারা সেতু	৮৪
২৯		তৈমাতাই সেতু	৪৫
৩০		বাইল্যাছড়ি সেতু	৪৫
৩১		সাপমারা সেতু	৪৫
৩২		শিলাছড়া সেতু	৫৭
৩৩		চেংগী সেতু	১১১
৩৪	পটিয়া-আনোয়ারা-বাঁশখালী-চকরিয়া মহাসড়ক (আর-১৭০)	মুরালী ঘাট সেতু	৮৪
৩৫		আনোয়ারা সেতু	৪৮
৩৬		শিলকোপ সেতু	৪০
৩৭		প্রেম বাজার সেতু	৩৯
৩৮	কুমিল্লা (ময়নামতি) - ব্রাহ্মণবাড়িয়া (সরাইল) মহাসড়ক (এন-১০২)	সংচাইল সেতু	৪৩
৩৯		ছতুরাশরীফ সেতু	৪২
৪০		রামরাইল সেতু	৬৩
৪১		কাউতলী/এন্ডারসন সেতু	১০৩
৪২	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর মহাসড়ক (আর-১৪০)	হাজীগঞ্জ সেতু	৭০
৪৩		মহামায়া সেতু	৪৮
৪৪		ফরিদগঞ্জ সেতু	১০২
৪৫	মাইজদী-রাজগঞ্জ-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (আর-১৪৩)	বসুরহাট সেতু	৩৯
৪৬	সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২৮০)	গোবিন্দগঞ্জ সেতু	১০০
৪৭		জালালপুর সেতু	৪৩
৪৮		বোকার ভাঙ্গা সেতু	৭৬
৪৯		জাতুয়া সেতু	৭৬
৫০		বাউস সেতু	৪৩
৫১		চেচান সেতু	৪৩
৫২		রাউলী সেতু	৪৩
৫৩		কৈতক সেতু	৬৭
৫৪		মনবেগ সেতু	১০৬
৫৫		আহছানমারা সেতু	১৫০
৫৬		জানিগ্রাম সেতু (সড়ক ইমব্যাঙ্কমেন্ট)	২৭২
৫৭		চাকনিকারা সেতু	৯৪
৫৮		ওয়েজখালী কালভার্ট	১৬

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতু/কালভার্টের নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)
৫৯	সিলেট-গোপালগঞ্জ-চারখাই-জকিগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২৫০)	কাকুরা সেতু	৮৫
৬০		কোনাগ্রাম সেতু	৪০
৬১		পরচক সেতু	৬৪
৬২		সাতপরি সেতু	৬৭
৬৩		সাজাতপুর সেতু	৫৫

জিওবি আওতায় নির্মিত সেতুসমূহের বিবরণ

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতু/কালভার্টের নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)
১	জিনজিরা-কেরানীগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক (আর-৮২০)	সৈয়দপুর সেতু	১২
২		বেনুখালী সেতু	২৪
৩		জিয়াখাল সেতু	২৪
৪		লক্ষ্মীপ্রদাস সেতু	২৫
৫		সাইনপুকুর সেতু	২২
৬		জাহানারাবাদ সেতু	২৫
৭		তালুকদারবাড়ী সেতু	১২
৮	সিলেট-গোলাপগঞ্জ-চরকাই- জকিগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২৫০)	দত্তের খাল সেতু	২৬
৯		কাটলি খাল সেতু	৩১
১০		নাটেশ্বার সেতু	২০
১১		পলিশার খাল সেতু	২০
১২		শাহগলি বাজার কালভার্ট	২১
১৩		রাজপুর সেতু	১৪
১৪		রাইগ্রাম সেতু	৩২
১৫		হামিগ্রাম সেতু	৩২
১৬		কাজাপুর সেতু	৩২
১৭		অমলসীদ সেতু	২৭
১৮	সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক (আর-২৮০)	জাওয়া বাজার সেতু	৪৩
১৯	কুমিল্লা-লালমাই-চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর মহাসড়ক (আর-১৪০)	মোদাফফরগঞ্জ সেতু (মেরামত)	১০২
২০		মিঠানিয়া সেতু	২৬
২১		কালারপুর সেতু	১৭
২২		ফিশারীগেইট সেতু	২৬
২৩	মাইজদী-রাজগঞ্জ-চন্দ্রগঞ্জ মহাসড়ক (আর-১৪৩)	রামকৃষ্ণপুর সেতু	২৬

ক্রম	মহাসড়কের নাম ও নম্বর	সেতু/কালভার্টের নাম	দৈর্ঘ্য (মিটার)
২৪	কক্সবাজার-টেকনাফ মহাসড়ক (এন-১)	পানেরছড়া ব্রীজ	২৬
২৫		খুনিয়াপালং ব্রীজ	২৯
২৬		ধেচুয়াপালং ব্রীজ	২০
২৭		কার্টাখালী ব্রীজ	১৭
২৮		রত্নাপালং ব্রীজ	২৬
২৯		হিজলিয়া কালভার্ট	১৮
৩০		রাজাপালং কালভার্ট	১৮
৩১		রাজাপালং ব্রীজ	১৪
৩২		উখিয়া মৌলভীপাড়া সেতু	২৬
৩৩	পটিয়া-আনোয়ারা-চকোরিয়া মহাসড়ক (আর-১৭০)	ভাটিখাইন সেতু	২৩
৩৪		মরাখাল কালভার্ট	১৯
৩৫		কন্যারা দিঘীরপাড় সেতু	১৭
৩৬		সিংহরা সেতু	২০
৩৭		বৈলছড়ি সেতু	২০
৩৮		নাপোড়া সেতু	৩৫
৩৯	চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়ক (এন-১০৬)	ইউনুসুফিয়া কালভার্ট	২৬
৪০		কুন্ডেশ্বরী বড়পুল সেতু	২৬
৪১		ডাবুয়া সেতু	২৬
৪২		বেরুলিয়া সেতু	২৬
৪৩	হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর-১৬০)	কুম্ভপাড়া সেতু	২৬
৪৪		ঝনঝন্যা কালভার্ট	১৯
৪৫		তাজুঘাটা সেতু	২৩
৪৬		কারবালা ঠিলা কালভার্ট	১৯
৪৭		ডলু সেতু	২৬
৪৮		ডলু বিল কালভার্ট	২৬
৪৯		গাড়ীটানা সেতু	২৬
৫০		লেমুয়াছড়া সেতু	২৬
৫১	হাটহাজারী-ফটিকছড়ি-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক (আর-১৬০)	মহামনি সেতু	৩২
৫২		গচ্ছাবিল-১ সেতু	২০
৫৩		গচ্ছাবিল-২ সেতু	২৬
৫৪		কালাপানি সেতু	২৩
৫৫		ব্যাঙমারা সেতু	২৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহের বিবরণ

ক্রম	স্থাপনার নাম	নদী/স্থানের নাম	মহাসড়কের নাম	দৈর্ঘ্য	উদ্বোধনের তারিখ
১.	বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়ক ও বিরুলিয়া সেতু	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বিরুলিয়া নামক স্থানে তুরাগ নদীর ওপর	বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে	মহাসড়কের দৈর্ঘ্য: ১০.৫০ কিলোমিটার সেতুর দৈর্ঘ্য: ১৮৬.০৪ মিটার	১৪ জুলাই ২০১৫
২.	বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানচি-আলীকদম মহাসড়ক	বান্দরবান	বান্দরবানের থানচি-আলীকদম মহাসড়ক	৩৩.০০ কিলোমিটার	১৪ জুলাই ২০১৫
৩.	রংপুর বিভাগীয় শহরের সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৪-লেন উন্নীত ১৬ কিলোমিটার মহাসড়ক	রংপুর	ঢাকা - পাটুরিয়া - বগুড়া - বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক এবং রংপুর শহর পুরাতন অংশ (মডার্ন মোড় থেকে মেডিকেল মোড়)	১৬.২৪ কিলোমিটার	১৪ জুলাই ২০১৫
৪.	শেখ রাসেল সেতু	পটুয়াখালী জেলার মহিপুর ও আলীপুরের মধ্যবর্তী খাপড়াভাঙ্গা নদী	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের ৬৬তম কিলোমিটারে	৪০৮.৩৮ মিটার	২০ আগস্ট ২০১৫
৫.	আচমত আলী খান ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু এবং টেকেরহাট, টুমচর ও আঙ্গারিয়া সেতু	মাদারীপুর জেলার কাজিরটেক নামক স্থানে আড়িয়াল খাঁ নদী	মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মহাসড়কের ১১.৫৭ কিলোমিটারে	৬৯৪.৩৬ মিটার	২০ আগস্ট ২০১৫
৬.	আব্দুজ জহুর সেতু	সুনামগঞ্জ জেলার সুরমা নদী	সুনামগঞ্জ-কাঁচিরগাতি-বিশ্বম্ভরপুর মহাসড়কের ১ম কিলোমিটারে	৪০২.৬১ মিটার	২০ আগস্ট ২০১৫
৭.	চন্দরপুর-সুনামপুর সেতু	সিলেট জেলার কুশিয়ারা নদী	ঢাকা দক্ষিণ - সুনামপুর - চন্দরপুর -বিয়ানীবাজার মহাসড়কের ৩য় কিলোমিটারে	২৪৯.৩৭ মিটার	২০ আগস্ট ২০১৫
৮.	বড়দহ সেতু	গাইবান্ধা জেলার করতোয়া নদী	গাইবান্ধা-নাকাইহাট-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে	২৫৩.৫৬ মিটার	২০ আগস্ট ২০১৫
৯.	বাটাখালী সেতু	কক্সবাজার জেলার মাতামুহুরী নদী	চকরিয়া - বদরখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের ২য় কিলোমিটারে	১৭০.৭৮ মিটার	২০ আগস্ট ২০১৫
১০.	কাজীরবাজার সেতু	সুরমা নদী	সিলেট মহানগরীর ক্বীন সেতুর নিকটস্থ কাজীর বাজার নামক স্থানে	৩৯১.০০ মিটার	০৮ অক্টোবর ২০১৫

ক্রম	স্থাপনার নাম	নদী/স্থানের নাম	মহাসড়কের নাম	দৈর্ঘ্য	উদ্বোধনের তারিখ
১১.	নয়াকান্দি সেতু	হেমায়েতপুর সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	৪৬.৪৪২ মিটার	০৮ অক্টোবর ২০১৫
১২.	কিটিংচর সেতু	হেমায়েতপুর সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	হেমায়েতপুর-সিঙ্গাইর-মানিকগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক	১০২.০০ মিটার	০৮ সঅক্টোবর ২০১৫
১৩.	সাটুরিয়া সেতু	গোলরা-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক	গোলরা-সাটুরিয়া জেলা মহাসড়ক	৮৭.৫৬ মিটার	০৮ অক্টোবর ২০১৫
১৪.	বলভদ্র সেতু	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বলভদ্র নদী	সরাইল-নাসিররগর-লাখাই মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে	২১৭.৬৮ মিটার	০৮ অক্টোবর ২০১৫
১৫.	লিচুতলা-কদমতলী এবং নাংলু-বালিয়াদিঘি সংযোগ সড়কসহ ধুনট-নাংলু-বাগবাড়ী-কদমতলী-গাবতলী-চৌকিরঘাট মহাসড়ক	বগুড়া	লিচুতলা-কদমতলী এবং নাংলু-বালিয়াদিঘি সংযোগ সড়কসহ ধুনট-নাংলু-বাগবাড়ী-কদমতলী-গাবতলী-চৌকিরঘাট মহাসড়ক	৬২.৪০ কিলোমিটার	১২ নভেম্বর ২০১৫
১৬.	মোকামতলা (বগুড়া-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক)-সোনাতলা-হরিখালী-হাটাশেরপুর-সারিয়াকান্দি মহাসড়ক	বগুড়া	মোকামতলা (বগুড়া-রংপুর জাতীয় মহাসড়ক)-সোনাতলা-হরিখালী-হাটাশেরপুর-সারিয়াকান্দি মহাসড়ক	৪০.২৭ কিলোমিটার	১২ নভেম্বর ২০১৫
১৭.	শেখ কামাল সেতু	পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়া নামক স্থানে আন্ধারমানিক নদী	পটুয়াখালী - কুয়াকাটা মহাসড়কের ৪৯তম কিলোমিটারে	৮৯৩.১০ মিটার	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
১৮.	শেখ জামাল সেতু	পটুয়াখালী জেলার হাজীপুর নামক স্থানে সোনাতলা নদী	পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের ৬১তম কিলোমিটারে	৪৮৩.৭২ মিটার	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
১৯.	ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের ১১টি সেতু ও সিলেট-জকিগঞ্জ মহাসড়কের ৫টি সেতু	সিলেট এ সুনামগঞ্জ	সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ক ও সিলেট-জকিগঞ্জ মহাসড়ক	সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের ১১টি সেতুর দৈর্ঘ্য ৮৪২.০০ মিটার ও সিলেট জকিগঞ্জ মহাসড়কের ৫টি সেতুর দৈর্ঘ্য ৩১১.৮০ মিটার	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
২০.	বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) গাজীপুর - এয়ারপোর্ট বাংলাদেশের প্রথম বিআরটি এর নির্মাণ কাজ	গাজীপুর ও ঢাকা	গাজীপুর-এয়ারপোর্ট	২০.৫০ কিলোমিটার	২৬ জুন ২০১৬

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে উদ্বোধনকৃত স্থাপনাসমূহের বিবরণ

ক্রম	স্থাপনার নাম	উদ্বোধনের তারিখ	জেলা
১.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত লালপুর ফুটওভার ব্রীজ	২০.০৭.২০১৫	ফেনী
২.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত ফাজিলপুর বাজার, সীতাকুন্ড, বারবকুন্ড, কুমিরা, জোড়াআমতল ফুট ওভারব্রীজ	০৬.০৮.২০১৫	ফেনী চট্টগ্রাম
৩.	নবীনগরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ব্ল্যাক স্পটসমূহের সংস্কার কাজ	১২.০৮.২০১৫	ঢাকা
৪.	প্রভাকরদী সেতু	০৪.০৯.২০১৫	নারায়ণগঞ্জ
৫.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত জিংলাতলী সেতু ও শহীদনগর সেতু	১২.০৯.২০১৫	কুমিল্লা
৬.	চন্দ্রা বাইলেন	১৭.০৯.২০১৫	গাজীপুর
৭.	বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তে নবসংযোজিত নিউজার্সি রোড ডিভাইডার	১৮.০৯.২০১৫	সিরাজগঞ্জ
৮.	কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ এর ছোট ও বড় খালের ওপর নির্মিত দু'টি সেতু	২৩.১০.২০১৫	কক্সবাজার
৯.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত মিয়াবাজার, বাবুর্চি বাজার, চৌদ্দগ্রাম বাজার, বারইয়ারহাট, মিরেরশ্বরাই, নিজামপুর, বড়দারগারহাট, বারউলিয়া ফুট ওভারব্রীজ	১৫.১২.২০১৫	কুমিল্লা চট্টগ্রাম
১০.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট আন্ডারপাস	০৩.০১.২০১৬	কুমিল্লা
১১.	হাজী আরবান আলী সড়ক (আনোয়ার)	১২.০১.২০১৬	চট্টগ্রাম
১২.	চৌমুহনী পৌর এলাকায় নবনির্মিত ৪-লেন মহাসড়ক	২৯.০১.২০১৬	নোয়াখালী
১৩.	খোকসারঘাট সেতু	০৬.০২.২০১৬	নীলফামারী
১৪.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর সামনে নবনির্মিত ফুটওভার ব্রীজ	১৮.০২.২০১৬	গাজীপুর
১৫.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত পদুয়ার বাজার রেলওয়ে ওভারপাস	১৭.০৫.২০১৬	কুমিল্লা
১৬.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত পিসি গার্ডার মুহুরী সেতু ও ধুমঘাট সেতু	১৮.০৫.২০১৬	ফেনী
১৭.	পাটুরিয়াঘাটে নবনির্মিত পরিদর্শন বাংলো	০৩.০৬.২০১৬	মানিকগঞ্জ
১৮.	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় নবনির্মিত দাউদকান্দি, শহীদনগর, গৌরিপুর, ইলিয়টগঞ্জ, মাধাইয়া, চান্দিনা, ক্যান্টনমেন্ট, কোটবাড়ী ও সুয়াগাজী ফুটওভার ব্রীজ	১৭.০৬.২০১৬	কুমিল্লা

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন পরিচালিত ৪১টি ফেরিঘাটের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রশাসনিক জেলা/ সড়ক বিভাগের নাম	ফেরি ঘাটের নাম	নদীর নাম	মহাসড়কের নাম ও অবস্থান
১	বরিশাল	গোমা	রাংগাবালি	দিনারেরপুল-লক্ষ্মীপাশা- মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার
২	বরিশাল	কবাই লক্ষ্মীপাশা	রাংগাবালি	দিনারেরপুল-লক্ষ্মীপাশা-দুমকি মহাসড়কের ২৩তম কিলোমিটার
৩	বরিশাল	নেহালগঞ্জ	আড়িয়াল খাঁ	বৈরাগীরপুল-টুমচর-বাউফল মহাসড়কের ৯ম কিলোমিটার
৪	বরিশাল	বেলতলা	কীর্তনখোলা	হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ-বেলতলা (বরিশাল) মহাসড়কের ৪১তম কিলোমিটার
৫	বরিশাল	মীরগঞ্জ	সুগন্ধা	মীরগঞ্জ-রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা মহাসড়কের ৮ম কিলোমিটার
৬	বরিশাল	বানারীপাড়া	সন্ধ্যা	বানারীপাড়া (ডাভুয়াট)-নাজিরপুর মহাসড়কের ২য় কিলোমিটার
৭	ঝালকাঠি	ষাটপাকিয়া	সুগন্ধা	ষাটপাকিয়া (ঝালকাঠি)-নলছিটি মহাসড়কের ৩য় কিলোমিটার
৮	ঝালকাঠি	আমুয়া	বিষখালী	রাজাপুর-কাঠালিয়া-আমুয়া-বামনা-পাথরঘাটা মহাসড়কের ৩২তম কিলোমিটার
৯	পিরোজপুর	বেকুটিয়া	কচা	রাজাপুর-নৈকাঠি-বেকুটিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটার
১০	পিরোজপুর	চরখালী	কচা	বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার
১১	পিরোজপুর	আমড়াঝুড়ি	সন্ধ্যা	গরিয়ারপাড়-বানারীপাড়া-শর্শীনা-স্বরূপকাঠী-কাউখালী-নৈকাঠি মহাসড়কের ২২তম কিলোমিটার
১২	পটুয়াখালী	লেবুখালী	পায়রা	ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী মহাসড়কের ১৮৯তম কিলোমিটার
১৩	পটুয়াখালী	বগা	লোহালিয়া	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার
১৪	পটুয়াখালী	পায়রাকুঞ্জ	পায়রা	কচুয়া-বেতাগী-মির্জাগঞ্জ-পটুয়াখালী মহাসড়কের ১৩তম কিলোমিটার
১৫	পটুয়াখালী	গলাচিপা	রামনাবাদ	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপা-আমড়াগাছিয়া মহাসড়কের ৭০তম কিলোমিটার
১৬	পটুয়াখালী	নলুয়া-বাহেরচর	আঙ্গারিয়া লক্ষ্মীপাশা	বরিশাল (দিনারেরপুল)-লক্ষ্মীপাশা-দুমকী মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটার
১৭	বরগুনা	আমতলী	পায়রা	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা মহাসড়কের ৩৩তম কিলোমিটার
১৮	বরগুনা	বড়াইতলা	বিষখালী	পটুয়াখালী-আমতলী-বরগুনা-কাকচিরা মহাসড়কের ৫৩তম কিলোমিটার
১৯	খুলনা	জেলখানা	ভৈরব	রূপসা-শ্রীফলতলা-তেরখাদা-সেনেরবাজার মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার

ক্রমিক নং	প্রশাসনিক জেলা/ সড়ক বিভাগের নাম	ফেরি ঘাটের নাম	নদীর নাম	মহাসড়কের নাম ও অবস্থান
২০	খুলনা	আড়ুয়া	আতাই	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়কের ১২তম কিলোমিটার
২১	খুলনা	ঝপঝপিয়া	পানখালী	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটার
২২	খুলনা	পোদ্দারগঞ্জ	ঢাকি	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান ফরেস্ট মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটার
২৩	খুলনা	নগরঘাটা	ভৈরব	নগরঘাটা-দিঘলিয়া-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার
২৪	বাগেরহাট	মোড়লগঞ্জ	পানগুছি	সাইনবোর্ড-মোড়লগঞ্জ-রায়েন্দা-সরণখোলা-বগি মহাসড়কের ১৭তম কিলোমিটার
২৫	নড়াইল	কালিয়া	নবগঙ্গা	নড়াইল-কালিয়া মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটার
২৬	সাতক্ষীরা	মানিকখালী	খোলপটুয়া	সাতক্ষীরা-আশাশুনি-গোয়ালডাঙ্গা মহাসড়কের ২৯তম কিলোমিটার
২৭	রাজবাড়ী	জৌকুড়া	পদ্মা	রাজবাড়ী (বাগমারা)-জৌকুড়া মহাসড়কের ৭৩তম কিলোমিটার
২৮	গোপালগঞ্জ	কালনা	মধুমতি	ভাটিয়াপাড়া-কালনা মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটার
২৯	গোপালগঞ্জ	জলিরপাড়	কুমার	টোকেরহাট-গোপালগঞ্জ-ঘোনাপাড়া মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটার
৩০	নারায়ণগঞ্জ	রূপগঞ্জ	শীতলক্ষ্যা	ভুলতা-রূপগঞ্জ মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটার
৩১	নারায়ণগঞ্জ	রসুলপুর	ফুলদি	ভবেরচর-গজারিয়া মহাসড়কের ৬ষ্ঠ কিলোমিটার
৩২	নারায়ণগঞ্জ	বিষনন্দী	মেঘনা	ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর মহাসড়কের ২০তম কিলোমিটার
৩৩	নরসিংদী	পান্থশালা	মেঘনা	জঙ্গাশিবপুর-রায়পুরা মহাসড়কের ১১তম কিলোমিটার
৩৪	গাজীপুর	বানারটোক	বানার	সালনা-রাজেন্দ্রপুর-কাপাসিয়া-টোক-মঠখোলা মহাসড়কের ৩৭তম কিলোমিটার
৩৫	মানিকগঞ্জ	বালিরটেক	কালীগঞ্জ	বেতিলা-বালিরটেক মহাসড়কের ১০ম কিলোমিটার
৩৬	সিলেট	শিকপুর (আমুয়া)	কুশিয়ারা	গোপালগঞ্জ-আমুয়া-শিকপুর-বিয়ানীবাজার মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার
৩৭	সিলেট	চন্দরপুর	কুশিয়ারা	গোপালগঞ্জ-ঢাকা দক্ষিণ-চন্দরপুর-বিয়ানীবাজার মহাসড়কের ৫ম কিলোমিটার
৩৮	সুনামগঞ্জ	ছাতক	সুরমা	গোবিন্দগঞ্জ-ছাতক-দুয়ার বাজার মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার
৩৯	চাঁদপুর	মতলব	মতলব ধনগোদা	দাউদকান্দি-গোয়ালমারি-শ্রীরায়রচর-মতলব-চাঁদপুর মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটার
৪০	রাঙ্গামাটি	চন্দ্রঘোনা	কর্ণফুলি	ঘাগড়া-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া মহাসড়কের ১৬তম কিলোমিটার
৪১	ঢাকা	বক্তাবলী	ধলেশ্বরী	শাসনগাঁও-পূর্ব গোপালনগর-রাজাপুর-বক্তাবলী-তালতলা মহাসড়কের ১ম কিলোমিটার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৫৫টি প্রতিশ্রুতি

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩
১	নেত্রকোণা ঈশ্বরগঞ্জ রাস্তা পুনর্নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
২	মদন-নেত্রকোণা রাস্তা সংস্কার ও প্রশস্তকরণ (আটপারা সংযোগসহ)	বাস্তবায়িত
৩	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার উচিতপুর হতে গোবিন্দশ্রী পর্যন্ত সাবমার্জাবল মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
৪	নেত্রকোণা দূর্গাপুর উপজেলার শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি হয়ে বিজয়পুর স্থলবন্দর পর্যন্ত রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ (মাদুপাড়া সংযোগসহ)	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
৫	মদন-খালিয়াজুরী রাস্তার বালাই নদীতে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
৬	ঢাকা বাইপাস ২-লেনের মহাসড়ককে ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৭	জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়িত
৮	গাজীপুরের যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নকল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিতে আরো প্রকল্প গ্রহণ	বাস্তবায়িত
৯	ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ ও সোনারগাঁও উপজেলা পয়েন্টে দু'টি ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১০	লক্ষ্মীপুর-শরিয়তপুর মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
১১	পটুয়াখালী-আমতলী-কুয়াকাটা মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
১২	পায়রা নদীর লেবুখালী ও বিষখালীর আমুয়া ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
১৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের যানজট কমানোর লক্ষ্যে প্রধান রেলক্রসিং এ একটি ওভারব্রীজ ফ্লাইওভার নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
১৪	আশুগঞ্জ-নবীনগর মহাসড়ক পাঁকাকরণ	প্রক্রিয়াধীন
১৫	বংশী নদীর ওপর ধুনট নামক স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
১৬	গৌরীপুর-হোমনা জিয়ারকান্দিতে গৌরীপুর বাজার সংলগ্ন স্থানে ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
১৭	গৌরীপুর-হোমনা আঞ্চলিক মহাসড়কটি সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত সম্প্রসারণ	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
১৮	নেত্রকোণা-ধর্মপাশা-সুনামগঞ্জ সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ (নেত্রকোণা অংশ)	বাস্তবায়িত
১৯	সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়ককে জাতীয় মহাসড়কে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
২০	সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতুসহ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ	
	ক) সুনামগঞ্জ-পাগলা-জগন্নাথপুর-রাণীগঞ্জ-আউশকান্দি মহাসড়কে আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
	খ) রাণীগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩
২১	সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা-জলশুকা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণ	
	ক) সুনামগঞ্জ-মদনপুর-দিরাই-শাল্লা এবং জলশুকা-আজমিরীগঞ্জ-হবিগঞ্জ অংশ	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প
	খ) শাল্লা-জলশুখা অংশ নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
২২	সীতাকুন্ড থেকে মহুরী সেচ প্রকল্প পর্যন্ত উপকূলীয় বেড়ীবাঁধের ওপর বিকল্প মহাসড়ক নির্মাণ	অন্যান্য
২৩	ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের মীরসরাই বাজারে একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ	অন্যান্য
২৪	যানজট নিরসনে মনিরামপুর শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ	অন্যান্য
২৫	নওয়াপাড়া শহর বাইপাস মহাসড়ক নির্মাণ	অন্যান্য
২৬	বরিশাল-ফরিদপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	প্রক্রিয়াধীন
২৭	রূপসা-তেরখাদা রাস্তাটি আঞ্চলিক মহাসড়কে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
২৮	খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংস্কার	বাস্তবায়িত
২৯	নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে শীতলক্ষ্যা তৃতীয় সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৩০	মদনগঞ্জ-মদনপুর এবং সৈদয়পুর-পঞ্চবটি মহাসড়ককে ৪-লেনবিশিষ্ট মহাসড়কে উন্নীতকরণ করা	অন্যান্য
৩১	লাঙ্গলবন্দ-কাইকারটেক-নবীগঞ্জ মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৩২	নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া-দূর্গাপুর সীমান্ত মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়িত
	ক) নালিতাবাড়ী-হালুয়াঘাট অংশ	
	খ) হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া অংশ	
	গ) ধোবাউড়া-দূর্গাপুর অংশ	
৩৩	টাংগাব ডাকবাংলো এবং গাজীপুর টোক ইউনিয়নের মাঝে বানার নদীর ওপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৩৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ এবং কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট রাস্তা পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
	ক) নবাবগঞ্জ-শিবগঞ্জ-সোনামসজিদ মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়নাধীন
	খ) কানসাট-রহনপুর-ভোলাহাট মহাসড়ক উন্নয়ন	বাস্তবায়িত
৩৫	পত্নীতলা-সাপাহার-পোরশা-রহনপুর মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৩৬	চাপাইনবাবগঞ্জ-আমনুরা-পার্বতীপুর আড্ডা রাস্তা পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	
	ক) নবাবগঞ্জ-আমনুরা মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়িত
	খ) গোদাগাড়ী-আমনুরা-নাচোল-পার্বতীপুর-আড্ডা মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ	বাস্তবায়নাধীন

ক্রম	প্রকল্পের নাম	মন্তব্য
১	২	৩
৩৭	মংলা নদীর ওপর ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৩৮	গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান মহাসড়ক নির্মাণ এবং ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণ	
	ক) গল্লামারী-বটিয়াঘাটা-দাকোপ-নলিয়ান মহাসড়ক নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
	খ) ঝপঝপিয়া ও ঢাকী নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৩৯	হরিশপুর বাইপাস মোড় হতে বনবেলঘড়িয়া বাইপাস মোড় পর্যন্ত নাটোর শহরের প্রধান মহাসড়কটি ৪-লেনে উন্নীতকরণ	বাস্তবায়নাধীন
৪০	জয়পুরহাট শহর-হিলি মহাসড়ক মেরামত	বাস্তবায়িত
৪১	ষ্টীমার ঘাট-গুপ্তছড়া মহাসড়ক এবং সরিকত-সন্তোশপুর মহাসড়ক পুনর্নির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও মজবুতিকরণ	প্রক্রিয়াধীন
৪২	লেবুখালী-বাউফল-গলাচিপ-আমরাগাছিয়া মহাসড়কের ১৪তম কিলোমিটার-এ বগা সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
৪৩	পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলায় লেবুখালী ব্রীজ নির্মাণ	বাস্তবায়নাধীন
৪৪	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় আন্ধারমানিক নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণ (শহীদ শেখ কামাল সেতু)	বাস্তবায়িত
৪৫	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় সোনাতলা নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণ (শহীদ শেখ জামাল সেতু)	বাস্তবায়িত
৪৬	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় খাপড়াডাঙ্গা নদীর ওপর ব্রীজ নির্মাণ (শহীদ শেখ রাসেল সেতু)	বাস্তবায়িত
৪৭	ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ	
	ক) ঢাকা - নবীনগর অংশ	বাস্তবায়িত
	খ) নবীনগর - চন্দ্রা অংশ	বাস্তবায়িত
	গ) চন্দ্রা - টাঙ্গাইল অংশ	বাস্তবায়িত
৪৮	হবিগঞ্জ-লাখাই-সরাইল-নাসিরনগর মহাসড়কের বলভদ্র নদীর ওপর সেতু নির্মাণ	বাস্তবায়িত
৪৯	হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-আউশকান্দি-পাগলা-জগন্নাথপুর মহাসড়ক দ্রুত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত
	ক) হবিগঞ্জ-নবীগঞ্জ-আউশকান্দি অংশ	
	খ) আউশকান্দি-জগন্নাথপুর-পাগলা অংশ	
৫০	দিনারেরপুল-দুমকী মহাসড়কের ২৮তম কিলোমিটারে পান্ডব পায়রা নদীর ওপর নলুয়া-বাহেরচর সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
1)	দুধকুমর নদীর ওপর একটি ব্রীজ নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
2)	কুড়িগ্রাম-তিস্তা মহাসড়ক উন্নয়ন	প্রক্রিয়াধীন
3)	বগুড়া জেলা শহর থেকে মেডিকেল কলেজে যাতায়াতের জন্য মহাসড়ক নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন
4)	ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য রাস্তাঘাট উন্নয়ন	বাস্তবায়নাধীন
5)	কচা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ	প্রক্রিয়াধীন

Vehicle Inspection Center (VIC), Mirpur

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ

ভূমিকা

একটি আধুনিক, নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সড়ক পরিবহন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি দক্ষতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং এ উদ্যোগ অব্যাহত আছে। ২০০৯ সনের আগ পর্যন্ত এ অথরিটির ১৯টি সার্কেল অফিস চালু ছিল। ২০০৯ সন থেকে পর্যায়ক্রমে আরও ৩৮টি জেলা ও ৫টি মেট্রো এলাকায় সার্কেল অফিস চালু করার মাধ্যমে বিআরটিএ এর কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিএতে ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস চালু রয়েছে। ৫৭টি জেলা সার্কেলের মধ্যে ৭টি সংযুক্ত সার্কেল (২টি জেলা নিয়ে) রয়েছে। উক্ত ৭টি সংযুক্ত সার্কেলকে বিভক্ত করে আলাদাভাবে যথা- মেহেরপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, নড়াইল, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলায় নতুন সার্কেল অফিস স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নবসৃষ্ট ময়মনসিংহ বিভাগে বিআরটিএ, ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয় সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স

গত ১৭ অক্টোবর ২০১১ তারিখ ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু হওয়ায় ভুয়া/জাল/অবৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রবর্তনের পর জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১২,২৪,০৭৯টি স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে প্রস্তুত ও বিতরণকৃত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের বিবরণ নিম্নরূপ:

পেশাদার			অপেশাদার			সর্বমোট
পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১,৭৬,২০১	৭৯	১,৭৬,২৮০	১,২০,০৪৮	২,৮৬৯	১,২২,৯১৭	২,৯৯,১৯৭

স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য ছবি ও বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ

রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ

রাজস্ব ফাঁকি রোধ, গাড়ি চুরি/ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধের প্রবণতা হ্রাস, দিনে ও রাতে সমানভাবে দৃশ্যমান হওয়াসহ মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় আনয়নের উদ্দেশ্যে গত ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের মাধ্যমে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট কার্যক্রম চালু করা হয়।

৩০ জুন ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩,১১,৩৩৬ সেট রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৯,৪০,৬০৪ সেট মোটরযানে সংযোজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে মোট ৪,০৩,৪২৭ সেট নাম্বারপ্লেট ও আরএফআইডি ট্যাগ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৩,৪৪,৯৪১ সেট গাড়িতে সংযোজিত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কে ১২টি আরএফআইডি স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে ঢাকা শহরে চলমান মোটরযানের গতিবিধি জানা সম্ভব হচ্ছে।

মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট সংযোজন

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তন

মোটরযানের পেপারবুক রেজিস্ট্রেশনের পরিবর্তে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের নিমিত্ত গত ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ হতে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ এবং জুন ২০১৪ হতে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুতের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ৩০ জুন ২০১৬ পযর্ন্ত মোট ৪,৮৫,১৯৯টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২,৫৫,২৪০টি বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৩,০১,৭৩১টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট তৈরী হয়েছে এবং একই সময়ে ১,৭২,৮৪৬টি গ্রাহকের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর জন্য বায়োমেট্রিক্স প্রদানের নিমিত্ত গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয় এবং সার্টিফিকেট তৈরী হলে তা সংগ্রহের জন্যও গ্রাহকগণকে এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়।

ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এর জন্য বায়োমেট্রিক্স গ্রহণ

ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস

ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন, ২০১০ এর আলোকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও পরিবেশ বান্ধব ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে গত ২২-০৪-২০১৪ তারিখ হতে ঢাকা মহানগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ট্যাক্সিক্যাব চলাচল শুরু হয়েছে। অনুমোদিত দু'টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোট ৪০০টি ট্যাক্সিক্যাব চলাচল করছে।

ট্যাক্সি-ক্যাব সার্ভিস

নিরাপদ সড়ক

সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের নিমিত্ত বিআরটিএ পেশাজীবী গাড়িচালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ এবং যাত্রী, পথচারী ও সড়ক ব্যবহারকারীদের সচেতন করার জন্য নিয়মিতভাবে সেমিনার/র‍্যালী/সমাবেশ/আলোচনা সভার আয়োজন করছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ২৫,০৮৩ জন পেশাজীবী গাড়ী চালককে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ৫৮টি সেমিনার/র‍্যালি/আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে মোট ২১,৩৭২ জন অংশগ্রহণ করেছেন। সড়ক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ৫৬টি সমাবেশ করা হয়েছে এবং এতে ২৯,৮৬৯ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে। সড়ক ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৪৮০ বার জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক/সাপ্তাহিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। এছাড়াও ৩,৫০,০০০ লিফলেট ও ৩,৩৭,০০০ পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২২টি জাতীয় মহাসড়কে ১ আগস্ট ২০১৫ তারিখ থেকে থ্রি-হুইলার অটোরিক্সা/অটোটেম্পু এবং সকল শ্রেণির অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া, সকল জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে নছিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক, ব্যাটারি চালিত থ্রি-হুইলার বা অনুরূপ যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ আছে।

সড়কপথে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল ও সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদ দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে যাচ্ছে। এ কার্যক্রমে জনপ্রতিনিধিদের অঙ্গীকার ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখ ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। এছাড়া মহাসড়ক সংলগ্ন বাজারসমূহ নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তর এবং

মহাসড়কের পার্শ্বে বাজার স্থাপন প্রতিরোধ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে গত ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখ একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। একই তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের ওপর অবস্থিত অবৈধ হাট-বাজার অপসারণ এবং নসিমন, করিমন, ইজিবাইক ও অনুরুপ যানবাহন চলাচল বন্ধের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দকে উপদেষ্টা এবং জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটিসমূহ নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে।

পেশাদার চালকদের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ

সড়ক দুর্ঘটনা

United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020 এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর অনুসমর্থনকারী হিসেবে বাংলাদেশ ২০২০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে 3E অর্থাৎ Engineering, Education ও Enforcement বিবেচনায় নিয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ধারাবাহিকভাবে প্রকল্প, কার্যক্রম ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। Education কর্মসূচি হিসেবে বিআরটিএ ৭ম National Road Safety Strategic Action Plan 2014-2016 বাস্তবায়ন করছে। ৮ম National Road Safety Strategic Action Plan 2017-2020 প্রনয়ণের কাজ চলছে। এ সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সড়ক দুর্ঘটনা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

২০০৯ থেকে ২০১৬ সালের জুন পর্যন্ত সংঘটিত সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান নিম্নের ছকে দেখানো হল:

বছর	দুর্ঘটনার সংখ্যা	মৃতের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা
২০০৯	৩৩৮১	২৯৫৮	২৬৮৬
২০১০	২৮২৭	২৬৪৬	১৮০৩
২০১১	২৬৬৭	২৫৪৬	১৬৪১
২০১২	২৬৩৬	২৫৩৮	২১৩৪
২০১৩	২০২৯	১৯৫৭	১৩৯৬
২০১৪	১৮৫৭	১৮৮২	১৫৩৫
২০১৫	২৩৯৪	২৩৭৬	১৫৫৮
জুন ২০১৬ পর্যন্ত	১২৭৬	১১৯৩	১০৬৪

এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ

মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত ওজন নিয়ন্ত্রণে Axle Load Control Station এর কর্মকাণ্ড ওয়েব বেজড রিমোট মনিটরিং সিস্টেম এর আওতায় আনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মেঘনা, গোমতী, বাথুলী ও সীতাকুণ্ডে এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স ও ড্রাইভিং স্কুল রেজিস্ট্রেশন

দেশে পর্যাপ্ত ড্রাইভিং স্কুল ও ইনস্ট্রাক্টর না থাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ গাড়িচালক তৈরি হচ্ছিল না। এ লক্ষ্যে বিআরটিএ যথাযথ পদ্ধতিতে ধারাবাহিকভাবে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ স্কুল রেজিস্ট্রেশন প্রদান করছে। জুন ২০১৬ পর্যন্ত ১০৩টি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন দেয়া হয়েছে এবং ১৪২ জনকে ড্রাইভিং ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৬ জনকে ইনস্ট্রাক্টর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বিআরটিএ'র ডাটা সেন্টার স্থাপন

কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা Korean International Cooperation Agency (KOICA) এর আর্থিক অনুদান ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ-তে অত্যাধুনিক ডাটা সেন্টার ও ওয়েব পোর্টাল সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে। ডাটা সেন্টার ইতোমধ্যে স্থাপিত হয়েছে এবং ওয়েব পোর্টাল এর কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিস (অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মোটরযানের কর ও ফি আদায়, স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স, ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি) এর ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটাসেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত থাকবে। এছাড়া বিআরটিএ'র অনেকগুলো সেবা ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব হবে।

মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ও ফিটনেস

গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট ম্যানুয়েল পদ্ধতির পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রদানের লক্ষ্যে চারটি বিভাগীয় শহরে ৫টি (ঢাকায় ২টি, চট্টগ্রামে ১টি, রাজশাহীতে ১টি ও খুলনায় ১টি) মোটরযান পরিদর্শন কেন্দ্র (ভিআইসি) ১৯৯৮ সালে স্থাপন করা হয়। বৈদেশিক সহায়তায় মিরপুরস্থ ভিআইসি প্রতিস্থাপন করে চালু করা হয়েছে। এ ভিআইসি পরিচালনার অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ভিআইসিগুলোও বৈদেশিক সহায়তায় অনুরূপভাবে প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

মিরপুর ভিআইসিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা

Motor Driving Testing and Training Complex (MDTTC)

পেশাদার চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রার্থীদের ড্রাইভিং দক্ষতা পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ঢাকা মহানগরী, বিভাগীয় মহানগর ও বৃহত্তর জেলায় নতুন Motor Driving Testing and Training Center (MDTTC) স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে জমির বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। রাঙ্গামাটি জেলায় MDTTC স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় ৪.৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণে সম্মতি প্রদান করেছে। ফরিদপুর জেলায় MDTTC স্থাপনের জন্য ৩.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। নোয়াখালী জেলায় MDTTC স্থাপনের জন্য ৩ একর অকৃষি খাস জমি বিআরটিএ'র অনুকূলে বরাদ্দের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

মোটরযানের কর ও ফি আদায়

১৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ হতে মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন হয়েছে। এ পদ্ধতিতে বর্তমানে ১৪টি ব্যাংক (ব্র্যাক, ইউসিবিএল, ইবিএল, সিটি, ট্রাস্ট, এনআরবি, এনআরবি কমার্সিয়াল, এমটিবি, মধুমতি, মিডল্যান্ড, এসআইবিএল, ওয়ান, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক) এর ২৩২টি শাখা/বুথের মাধ্যমে মোটরযানের কর ও ফি আদায় করা হচ্ছে। এতে করে মোটরযানের কর ও ফি আদায় ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর জুন ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৫,৪৫৯ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরের রাজস্ব আদায়ের বিবরণ নিম্নে দেখানো হল:

রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)							বৃদ্ধির হার (%)
বছর	মোটরযান কর	রেজিস্ট্রেশন	ড্রাইভিং লাইসেন্স	নাম্বারপ্লেট	অন্যান্য	মোট	
২০১৪-২০১৫	৪৬১.১৬	৩৩১.০৭	৫১.৭৩	৬৯.৮৬	১৪৬.৫৯	১০৬০.৪১	
২০১৫-২০১৬	৬৬১.৩৩	৫৫৩.০৬	৬৬.৬৫	১৬১.৪১	১৭২.৯৭	১৬১৫.৪২	৫২.৩২

অন-লাইন ব্যাংকিং বুথে মোটরযানের কর ও ফি জমা

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

পরিবহন সেক্টরে অধিকতর শৃংখলা বজায় রাখা, অবৈধ ও ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন অপসারণ, দুর্ঘটনা হ্রাস এবং অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের প্রবণতা রোধে বিআরটিএ'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে কর্মরত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছেন। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে দেখানো হল:

মামলার সংখ্যা	জরিমানা আদায় (টাকা)	কারাদণ্ড প্রদান	ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ
৪৬,৩৪৫	৪,১৩,৮০,৮০০	৮৮৮	২,৫১৮

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী কর্তৃক মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিদর্শন

বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণ

সেতু ভবন সংলগ্ন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের খালি জায়গায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি বেজমেন্টসহ ১৫ তলা বিশিষ্ট বিআরটিএ'র সদর কার্যালয় ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গত ৪ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেছেন। জুন ২০১৬ পর্যন্ত উক্ত ভবনের ৩টি বেজমেন্টসহ ১২টি ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিল্ডিং তৈরীর পাশাপাশি ভবন সংক্রান্ত অন্যান্য প্যাকেজের কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ভবন নির্মিত হলে বিআরটিএ'র কাজে গতিশীলতা আসবে।

নির্মাণাধীন বিআরটিএ সদর কার্যালয় ভবন

জনবল

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিআরটিএ'র বর্তমান মোট জনবল ৮২৩। ২০০৯ সনের আগ পর্যন্ত এ জনবলের সংখ্যা ছিল ৫৭৩। ২০০৯ সন থেকে পর্যায়ক্রমে ২৫০ নতুন জনবলের সৃজন করা হয়েছে। ২০০৯ সনের পর হতে মোট ২৯৮ জন নতুন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জুন ২০১৬ পযর্ন্ত ৫৪৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্মরত আছেন। ২৭৮টি পদ শূন্য রয়েছে। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯২ এর সংশোধন কার্যক্রম চূড়ান্তকরতঃ গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী শূন্য পদগুলো পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ অথরিটিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে মোট ২৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

Grievance Redress System

বিআরটিএ'র কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ ঢাকা ও চট্টগ্রামে হেল্প ডেস্ক ও অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিআরটিএ'র ওয়েব সাইটে কুয়েরি এন্ড কমপ্লেইন্ট লিঙ্ক খোলা হয়েছে। পাশাপাশি বিআরটিএ'র সদর কার্যালয়সহ সকল সার্কেল অফিসের ফেসবুক পেইজ ওপেন করা হয়েছে। এসবের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ ও সমস্যা যথাযথ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও নিরসন করা হচ্ছে। তাছাড়া মাঝে মধ্যে আকস্মিকভাবে বিআরটি'র বিভিন্ন সার্কেল অফিসের কার্যক্রম পরিদর্শন এবং সেবাগ্রহীতাদের অভিযোগ শুনে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

Bangladesh Road Transport Authority (BRTA) shared
Abdullah Al Imran's post.
October 3

বিআরটিএ'র বর্তমান চেয়ারম্যান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম মহোদয়ের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে প্রায় বছর খানেক যাবৎ বিআরটিএ'র ওয়েবসাইটের কমপ্লেন এন্ড কোয়ারিজ পেজ, ইমেইল, অফিস প্রাঙ্গনে স্থাপিত অভিযোগ বাক্স ও টেলিফোনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিএনজি অটোরিক্সা, বাস ও মিনিবাসের ভাড়া সংক্রান্ত অভিযোগ এবং বিআরটিএ'র বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ গুরুত্বের সাথে গ্রহণ ও নিস্পত্তি করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় রুটিন ওয়ার্কের অংশ হিসেবে জনাব আবদুল্লাহ আল ইমরান-এর অভিযোগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জনাব ইমরান-এর মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রচারিত হওয়ায় বিভিন্ন ফেসবুক ব্যবহারকারী যে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেছেন সে জন্য জনাব ইমরান-সহ তাদের সকলের প্রতি বিআরটিএ'র পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে 'দিন বদলের গল্প' শিরনামে প্রকাশিত ফিচার এর জন্য দৈনিক সমকাল পত্রিকার সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এধরনের সাধুবাদ নিঃসন্দেহে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে। আবারও ধন্যবাদ।
-- মোঃ মাসুদ আলম, উপপরিচালক(ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, ঢাকা বিভাগ।

দিন বদলের গল্প

■ মাদিহা মরিয়ম তিতলী

আবদুল্লাহ আল ইমরানকে যারা চেনেন তারা জানেন, স্বপ্নবাজ এই তরুণ 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে' উৎসাহী বরাবরই! বিশেষ করে সেবা ও উন্নয়নমূলক যে কোনো উদ্যোগে সম্পৃক্ত হন সুযোগ পেলেই। সেই সুবাদে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে ভীষণ আগ্রহী ইমরানের হাত ধরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথম আইটি সোসাইটি; যে সংগঠনের কল্যাণে ঢাবির টিএসসি ও মধুর ক্যান্টিনে চালু হয়েছে ফ্রি ওয়াইফাই জোন, ৫০০ গরিব মেধাবী শিক্ষার্থীকে ফ্রি ল্যাপটপ বিতরণের কাজেও জড়িয়ে ছিল তারা। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দিন বদলের স্বপ্ন দেখা ইমরান সম্প্রতি যুক্ত করেছেন আরও এক নজির। নৈমিত্তিক এক নাগরিক বিড়ম্বনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার পথ চেনালেন রাজধানীবাসীকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের কল্যাণে তার নতুন এই উদ্যোগ এরই মধ্যে পেয়েছে তুমুল প্রশংসা, গড়ে তুলছে গণসচেতনতা।

সিএনজিচালিত অটোরিকশায় যারা চলাচল করেন, মিটারের চেয়ে বেশি ভাড়া গোনার বিষয়টিকে নিয়তি বলেই যেন মেনে নিয়েছেন তারা: কারণ কয়েক দফা ভাড়া সমন্বয় ও বৃদ্ধির পরও অটোচালকদের মিটারে চলাচলে ব্যাপক অনীহা। তাদের হাতে রীতিমতো জিম্মি রাজধানীবাসী। এ নিয়ে অসন্তোষ আছে সবার, কিন্তু পরিস্থিতি উত্তরণে তেমন কোনো উদ্যোগ কেউ নেয় না সচরাচর। এমনকি চালকদের এমন দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আইনি উপায় সম্পর্কেও নেই সচেতনতা।

গত ২২ সেপ্টেম্বর সকালে হাতিরপুল এলাকায় অটোরিকশা ভাড়া করতে গিয়ে ইমরান সস্ত্রীক বিড়ম্বনায় পড়েন। কোনো চালক মিটারে যেতে রাজি হচ্ছিলেন না, দাবি করছিলেন দ্বিগুণেরও বেশি ভাড়া। ইমরান মিটারের চেয়ে বিশ টাকা নেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে চালকদের বিদ্রুপের মুখেই পড়ে গেলেন। স্বাভাবিকভাবেই মাথায় রক্ত উঠে গেলেও বিবাদে না জড়িয়ে সেখানে থাকা অটোরিকশাগুলোর নম্বরপ্লেটের ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

ছবি তুলে নেন ইমরান। তাকে ছবি তুলতে দেখে চালকদের তামাশা বাড়ে আরও। কারণ, তাদের ধারণা ছিল, মিটারে যেতে রাজি না হলেও কিছু হবে না। অধিকাংশ যাত্রীও এমনটাই ভাবেন। ইমরান হাল ছাড়েননি। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটিতে (বিআরটিএ) যোগাযোগ করলে তাকে এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেন সংস্থাটির এনফোর্সমেন্ট বিভাগের উপপরিচালক মাসুদ আলম। ইমরান সে অনুযায়ী কাজ করেন এবং ফেসবুকে বিষয়টি নিয়ে স্ট্যাটাস পোস্ট করেন। বিস্ময়কর হলেও সত্য তার এ উদ্যোগকে সাধুবাদ না জানিয়ে বেশিরভাগ মানুষ তাকে নিরুৎসাহিত করেন এবং এই অভিযোগ জমা দিয়ে কিছু হবে না বলেও মন্তব্য করেন।

তাতেও দমে যাননি ইমরান। অদম্য উদ্যমের প্রতিফলিয়া পেতেও দেরি হয়নি। অভিযোগ দেওয়ার ঠিক চারদিন পর জনৈক অটোরিকশা মালিকের পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয় ইমরানের মোবাইল ফোনে এবং তাকে অভিযোগ তুলে নিতে অনুরোধ-উপরোধ জানানো হলেও রাজি হননি তিনি। ২৯ সেপ্টেম্বর ইমরানের ডাক পড়ে বিআরটিএর গণশুনানিতে। সেখানে গিয়ে ইমরান দেখতে পান, তার অভিযোগের ভিত্তিতে সেই অটোরিকশা ও চালকদেরও সেখানে হাজির করা হয়েছে। অটো এবং চালকদের কাগজপত্রও জব্দ করা হয়েছে। শুনানি শেষে শাস্তিও পেয়েছেন তারা। অবশ্য মানবিক কারণবশত ইমরানেরই অনুরোধে লঘু শাস্তি দেওয়া হয় দোষীদের।

অভিযোগ করার মাত্র ৫ দিনের মধ্যে বিচার নিষ্পত্তির এ ঘটনাও সেদিনই ফেসবুকে পোস্ট করেন ইমরান। তার এ উদ্যোগকে এরই মধ্যে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রায় হাজার দশেক ফেসবুক ব্যবহারকারী। প্রায় হাজার তিনেক শেয়ার হয়েছে ইমরানের এ পদক্ষেপের পুরো আপডেটটি। ব্যাপক প্রচারের ফলে বেড়েছে সচেতনতাও। ফেসবুকে এই পোস্ট দেখে কয়েকদিনে আরও অনেকেই বিআরটিএতে অভিযোগও জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিআরটিএ'র ওয়েব সাইটে কুয়েরি এন্ড কমপ্লেইন্ট লিংক এ প্রাপ্ত অভিযোগ ও প্রতিকার

সিএনজি অটোরিক্সার ভাড়া পুনর্নির্ধারণ

সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা ২০০৭ সংশোধন করে অটোরিক্সা মিটারে চলাচল নিশ্চিত করার নিমিত্ত গত ১ নভেম্বর ২০১৫ হতে জমার পরিমাণ ও ভাড়ার হার যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধি করে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। পুনর্নির্ধারিত বর্ধিত জমা ও ভাড়ায় মিটারে চলাচল নিশ্চিত করার জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। সেইসাথে ই-মেইল ও টেলিফোনে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে নিয়মিত শুনানী নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সিএনজি অটোরিক্সার নির্ধারিত ভাড়ায় চলাচল পরিবীক্ষণ

Vehicle Tracking System

ঢাকা মহানগরীতে স্থাপিত ১২ (বারো)টি রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) স্টেশনের মাধ্যমে আরএফআইডি ট্যাগযুক্ত মোটরযানের গতিবিধি মনিটর করা হয়। এ ব্যবস্থা ঢাকা মহানগরীতে গাড়ী চুরি ও গাড়ী ছিনতাই প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

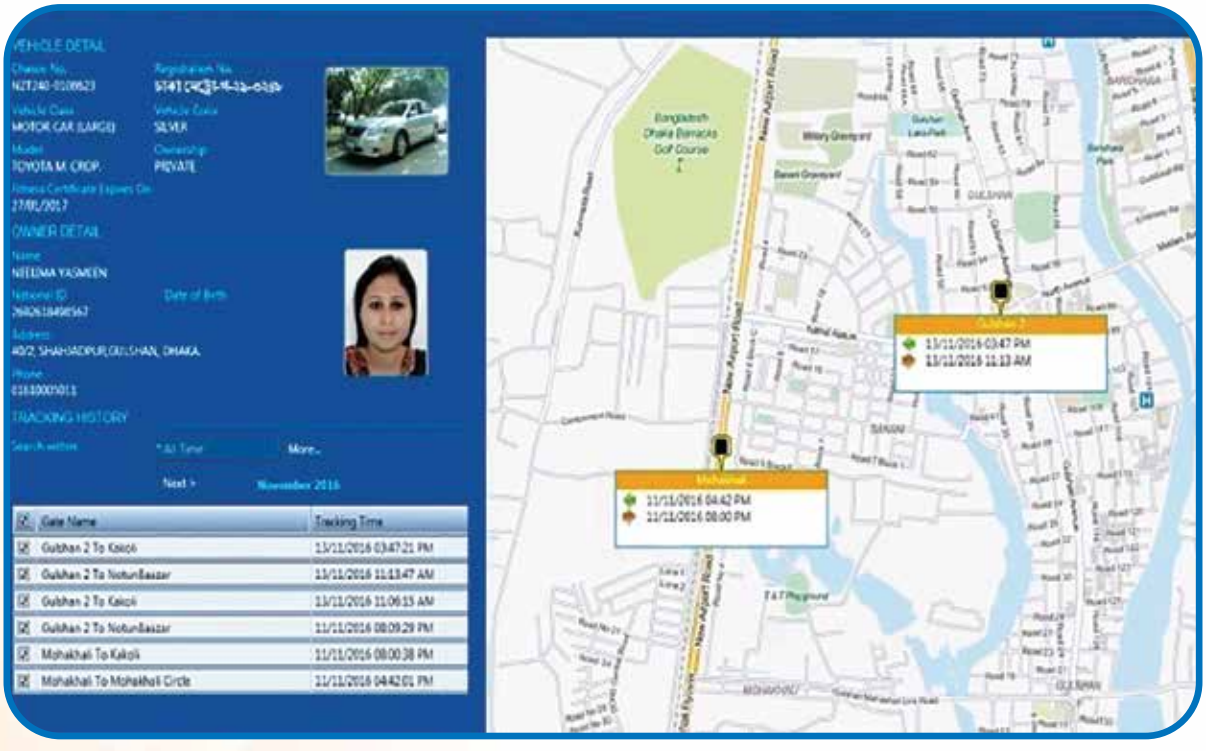

Vehicle Tracking System এর মাধ্যমে মোটরযানের গতিবিধি মনিটরিং

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ

রূপকল্প

বৃহত্তর ঢাকার জন্য সমন্বিত টেকসই আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা

অভিলক্ষ্য

পরিবহন ব্যবস্থার সুষ্ঠু সমন্বয়, পরিবহন পরিকল্পনা এবং দ্রুতগামী গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং সহজলভ্য পরিবহন সেবা প্রদান।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর অধিক্ষেত্র

আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে গত ০২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা ডিটিসিএ'র অধিভুক্ত। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার। ডিটিসিএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে।

পরিচালনা পরিষদ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে ডিটিসিএ'র ৩১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ রয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে পরিচালনা পরিষদের ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ এর পরিচালনা পরিষদের সভা

পরিবহন সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয়

ডিটিসিএ'র প্রধান দায়িত্ব আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) পরিবহন সংশ্লিষ্ট ৬টি প্রকল্প গ্রহণে অনাপত্তি জ্ঞাপন করেছে। একই সময়ে Traffic Circulation Examination Committee (TCEC) দশ তলার উর্ধ্বের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের নিমিত্ত ৭৮টি আবেদনের Traffic Circulation নকশা অনুমোদন করেছে। একই সময়ে একই কমিটি ৫টি হাউজিং প্রকল্প গ্রহণের জন্য অনাপত্তি প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, বৃহত্তর ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে Traffic Management Committee রয়েছে। এ কমিটি নিয়মিত বিরতিতে সভা করে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর আওতাধীনে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বৈদেশিক সহায়তায় নিম্নোক্ত ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন ছিল। তন্মধ্যে ক্রম-৫ এ উল্লিখিত প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ৩৯৪.১৮ কোটি টাকা (জিওবি ২০৬.৩৩ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সহায়তা ১৮৭.৮৫ কোটি টাকা)। এ অর্থ-বছরে মোট ৩৯১.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়ের হার ৯৯.৩১%। খাতওয়ারী বিভাজনে দেখা যায় যে, জিওবি বরাদ্দের ২০৬.০৮ কোটি টাকা (৯৯.৮৭%) এবং বৈদেশিক সহায়তার ১৮৫.৩৯ কোটি টাকা (৯৮.৬৯%) ব্যয় হয়েছে।

1. Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT Line-6)
2. Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area
3. Dhaka Integrated Traffic Management Project
4. Technical Assistance for Dhaka Transport Coordination Authority
5. Revision and Updating of the Strategic Transport Plan (STP) for Dhaka City

এছাড়াও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়নাধীন Clean Air and Sustainable Environment (CASE) Project এর আওতায় ডিটিসিএ'র Component হিসেবে Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (MRT Line-6)

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনে দ্রুত, নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশ বান্ধব আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ২১,৯৮৫.০৮ কোটি টাকা (জিওবি ৫,৩৯০.৪৯ কোটি টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ১৬,৫৯৪.৫৯ কোটি টাকা) ব্যয়ে উত্তরা ৩য় ফেইজ হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশন বিশিষ্ট উভয়দিকে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহনে সক্ষম এলিভেটেড Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (বাংলাদেশে প্রথম মেট্রোরেল) বাস্তবায়নের কাজ চলছে। প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ মেয়াদে গ্রহণ করা হলেও পরবর্তীতে বিশেষ উদ্যোগে উত্তরা ৩য় ফেইজ থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ ২০১৯ সনের মধ্যে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশ ২০২০ সনের মধ্যে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এমআরটি লাইন-৬ এর কাজ ৮টি প্যাকেজে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ২৬ জুন ২০১৬ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেট্রোরেল নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৬ জুন ২০১৬ তারিখ ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) লাইন-৬ (বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল) এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে জাইকা'র সাথে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ০৩ জুন ২০১৩ তারিখে DMTCL নিবন্ধিত হয়।
- ৩১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- ১৯ নভেম্বর ২০১৩ তারিখে General Consultant (GC), NKDM Association-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে Traffic Survey-এর কাজ শেষ হয়।
- ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে Basic Design-এর কাজ শেষ হয়।
- ডিসেম্বর ২০১৪ মাসে বেসিক সার্ভে কাজ শেষ হয়।
- ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে Resettlement Assistant Consultant প্রতিষ্ঠান CCDB'র সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- জুলাই ২০১৫ মাসে Archaeological Survey শেষ হয়।
- জুলাই ২০১৫ মাসে Soil Electric Resistivity Survey শেষ হয়।
- আগস্ট ২০১৫ মাসে Environmental Baseline Survey শেষ হয়।
- জানুয়ারি ২০১৬ মাসে Geotechnical Survey শেষ হয়।
- ০৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে ডিপোর জন্য ৫৮.৯১ একর জমির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়।
- ২৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে ডিপো এলাকায় ভূমি উন্নয়ন কাজের জন্য মেসার্স Tokyu Construction Company Limited-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্যাকেজভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

- CP-01 (ডিপোর ভূমি উন্নয়ন): গত ২৭ মার্চ ২০১৬ তারিখ Tokyu Construction Company Limited-এর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- CP-02 (ডিপোতে স্থাপনা নির্মাণ): ৩১ মে ২০১৬ তারিখ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ নির্ধারিত আছে।
- CP-03 এবং CP-04 (উত্তরা ৩য় পর্ব থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও স্টেশন নির্মাণ): গত ২০ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ৩১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ নির্ধারিত আছে।
- CP-05 এবং CP-06 (আগারগাঁও থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ভায়াডাক্ট ও স্টেশন নির্মাণ): ১২ জুন ২০১৬ তারিখ খসড়া Pre-Qualification (PQ) Document-এর উপর JICA'র সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। PQ Document বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর শীঘ্রই প্রাক যোগ্যতা যাচাই (PQ) এর নিমিত্ত আবেদন আহবান করা হবে।
- CP-07 (Electrical and Mechanical System স্থাপন): ২৪ মে ২০১৬ তারিখ দরপত্র আহবান করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৬।
- CP-08 (Rolling Stock সংগ্রহ): ১০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ সময় ০৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখ নির্ধারিত আছে।

DMTCL ও জাপানী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Tokyu Construction Company Limited এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

রাজউক কর্তৃক মেট্রোরেল এর ডিপোর জন্য ৫৮.৯১ একর ভূমি DMTCL-এর নিকট হস্তান্তর

Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 এর রুট এলাইনমেন্ট হল: উত্তরা ৩য় পর্ব-পল্লবী-রোকেয়া সরণীর পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক এবং ১৬টি স্টেশন হচ্ছে:

উত্তরা উত্তর	উত্তরা সেন্টার	উত্তরা দক্ষিণ
পল্লবী	মিরপুর-১১	মিরপুর-১০
কাজীপাড়া	শেওড়াপাড়া	আগারগাঁও
বিজয় সরণী	ফার্মগেট	কারওয়ান বাজার
শাহবাগ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলাদেশ সচিবালয়
মতিঝিল		

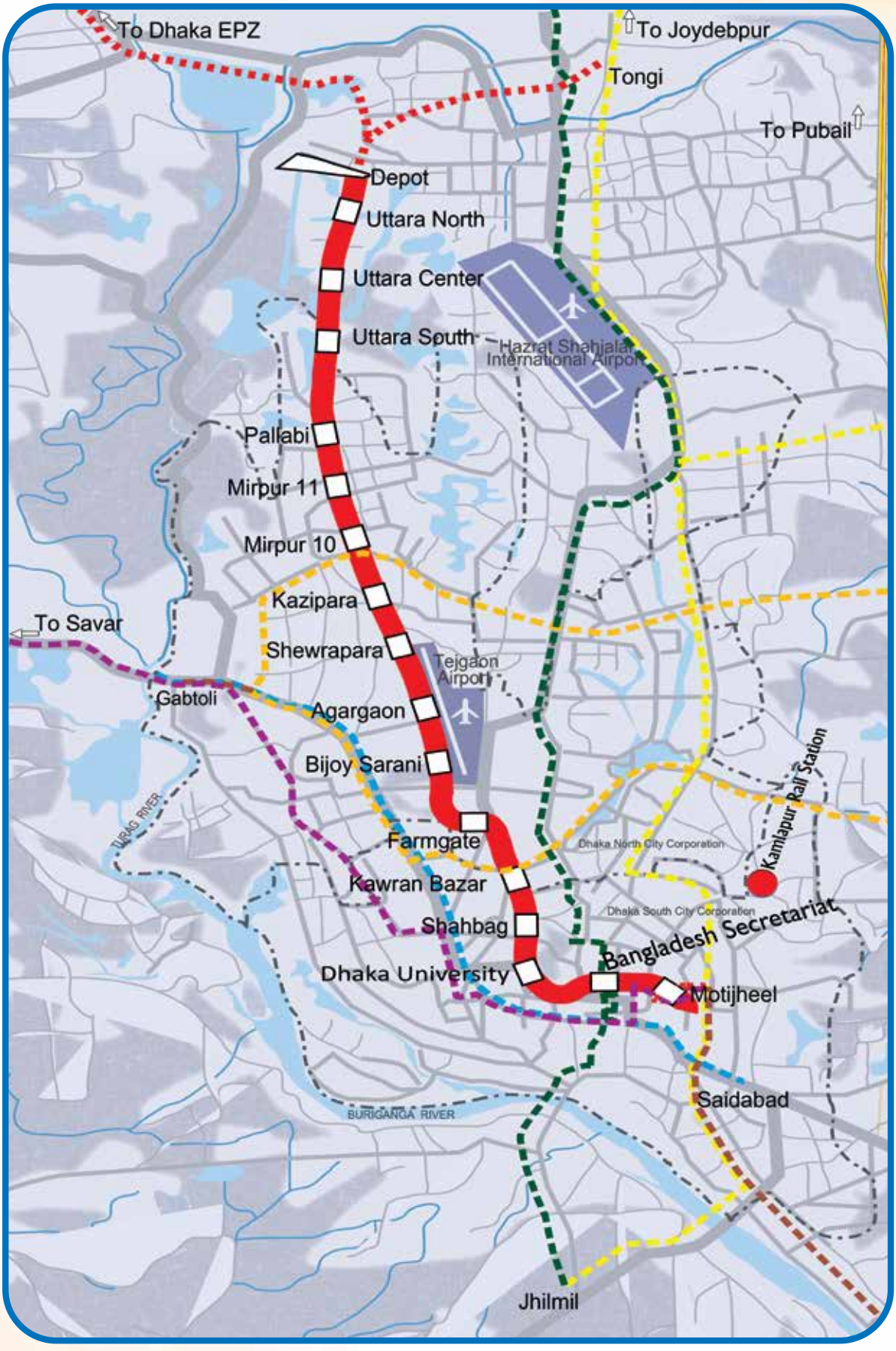

মেট্রোরেল লাইন-৬ এর রুট এলাইনমেন্ট ও স্টেশন

Revision and Updating of the Strategic Transport Plan (STP) for Dhaka City

১৯.৪৪ কোটি টাকা (জিওবি ০.৩৯ কোটি টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ১৯.০৫ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে মে ২০১৪ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটি গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০০৫ সালে প্রণীত ও ২০০৮ সালে অনুমোদিত প্রথম Strategic Transport Plan (STP) Revise ও Update করে Revised Strategic Transport Plan (RSTP) প্রণয়ন করা হয়। গত ২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখ Revised Strategic Transport Plan (RSTP) সরকার অনুমোদন করে।

সংশোধিত STP তে চিহ্নিত প্রধান প্রধান সেক্টরসমূহ নিম্নরূপ:

- ৫টি মাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) [এমআরটি-১, ২, ৪, ৫ ও ৬] নির্মাণ;
- ২টি বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) [বিআরটি-৩ ও ৭] নির্মাণ;
- ৩টি রিং রোড [ইনার, মিডল এবং আউটার] নির্মাণ;
- ৮টি রেডিয়াল সড়ক [ঢাকা - জয়দেবপুর, ঢাকা - টংগী - ঘোড়াশাল, ঢাকা - পূর্বাচল - ভুলতা, ঢাকা - কাঁচপুর - মেঘনা সেতু, ঢাকা - সাইনবোর্ড - নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা - ঝিলমিল - ইকুরিয়া, ঢাকা - আমিনবাজার - সাভার, ঢাকা - আশুলিয়া - ডিইপিজেড] নির্মাণ;
- ৬টি এক্সপ্রেসওয়ে [ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা- চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-সিলেট এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা-ময়মনসিংহ এক্সপ্রেসওয়ে] নির্মাণ;

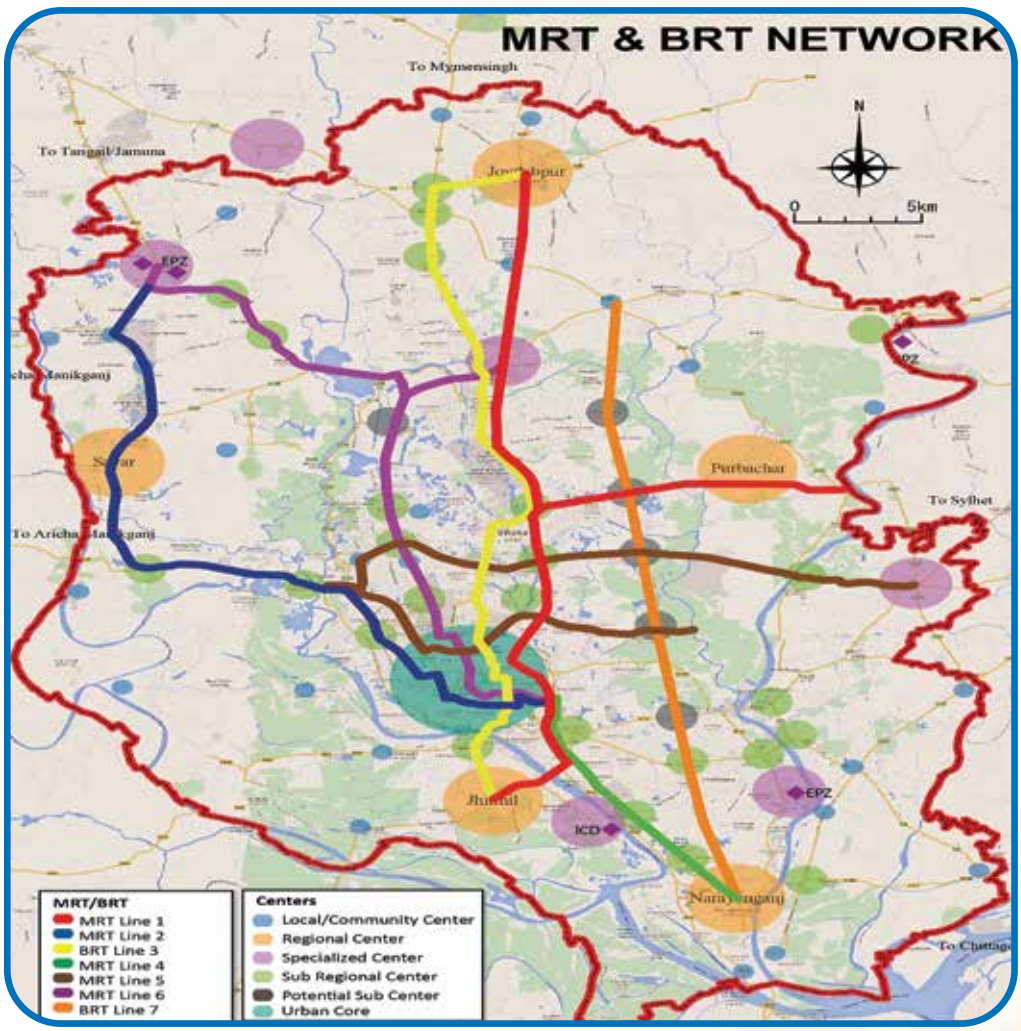

সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা ২০১৫-২০৩৫ অনুযায়ী অনুমোদিত BRT ও MRT নেটওয়ার্ক

MRT Line 1 (52km)

- Gazipur - Airport - Kamalapur - Jhilmil
- Purbachal - Khilkhet

MRT Line 2 (40km)

- Ashulia - Savar - Gabtali - Dhaka Unv. - DSCC- Kamalapur

BRT Line 3 (42km)

- Gazipur - International Airport - Jhilmil

MRT Line 4 (16km)

- Kamalapur - Narayanganj

MRT Line 5 (35km)

- Bulta - Badda - Mirpur Road - Mirpur 10 - Gabtoli Bus Terminal - Dhanmondi - Bashundhara City - Hatir Jheel Link Road

MRT Line 6 (41km)

- Ashulia - Uttara Phase 3 - Pallabi - Tejigaon - Motijheel - Kamalapur

BRT Line 7 (36km)

- Eastern Fringe Area

সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা ২০১৫-২০৩৫ অনুযায়ী অনুমোদিত BRT ও MRT রুট

Establishment of Clearing House for Integrating Transport Ticketing System in Dhaka City Area

৩৯.০৭ কোটি টাকা (জিওবি ১০.৫৪ কোট টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ২৮.৫৩ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্পের আওতায় একই SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন- মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌ-যান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বচ্ছন্দে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে Rapid Pass প্রবর্তন করে পাইলটিং চলছে। ইতোমধ্যে ৫,০০০ কার্ড সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরো ৬০,০০০ কার্ড সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভাড়া হিসেবে আদায়কৃত অর্থ পরিবহন ব্যবহার অনুযায়ী বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণের নিমিত্ত e-Clearing House প্রতিষ্ঠার জন্য সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ চলছে। ক্লিয়ারিং হাউজের জন্য ব্যাংক নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন আছে।

Dhaka Integrated Traffic Management Project

৩৬.৩৮ কোটি টাকা (জিওবি ১৭.৫১ কোটি টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ১৮.৮৭ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে ঢাকা মহানগরীর ৪টি ইন্টারসেকশন (গুলিস্তান, পল্টন, গুলশান-১ ও মহাখালী) এর যানজট নিরসনে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইন্টারসেকশন উন্নয়নের লক্ষ্যে নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তব কাজ সহসাই শুরু হবে।

Technical Assistance for Dhaka Transport Coordination Authority

২৭.১৬ কোটি টাকা (জিওবি ২৪.৭২ কোটি টাকা ও প্রকল্প সহায়তা ২.৪৪ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ মেয়াদে ডিটিসিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক সহায়তায় কারিগরি প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্ট নিম্নরূপ:

i) DTCA General Capacity Building

ii) Traffic and Parking Management Capacity Building

iii) Public Space Central Areas Development Capacity Building

iv) Dhaka Bus Network Restructuring Capacity Building.

Bus Rapid Transit (BRT) Line-3

ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন এবং যাত্রীসাধারণের স্বচ্ছন্দে যাতায়াত বিবেচনা করে সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা (RSTP) এর সুপারিশের আলোকে ২২ কিলোমিটার দীর্ঘ BRT Line-3 নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল (রা:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঝিলমিল পর্যন্ত বিস্তৃত এ গণপরিবহনে উভয়দিকে প্রতিঘন্টায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) যাত্রী পরিবহন করা যাবে। এর প্রস্তাবিত স্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। ইতোমধ্যে Detailed Engineering Design সম্পন্ন করা হয়েছে। BRT Line-3 এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রা:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত BRT রুটের আন্তঃসংযোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। BRT Line-3 এর সম্পূর্ণ রুটকে নিম্নোক্ত তিনটি Phase এ বিভক্ত করে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে:

১ম ফেইজ: হযরত শাহজালাল (রা:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী বাস টার্মিনাল;

২য় ফেইজ: মহাখালী বাস টার্মিনাল হতে গুলিস্থান মোড়; এবং

৩য় ফেইজ: গুলিস্থান মোড় হতে ঝিলমিল (তেঘরিয়া মোড়, কেরানীগঞ্জ)

MRT Line-1 and MRT Line-5

২৬.৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-1 (রুট: এয়ারপোর্ট - খিলক্ষেত - কুড়িল - বারিধারা - বাড্ডা - রামপুরা - মালিবাগ - মৌচাক - রাজারবাগ - কমলাপুর এবং খিলক্ষেত-পূর্বাচল-কাঞ্চন সেতু) এবং ২০.৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5 (রুট: হেমায়েতপুর - গাবতলী - টেকনিক্যাল - মিরপুর ১ - মিরপুর ১০ - কচুক্ষেত - বনানী - গুলশান ২ - নতুন বাজার - ভাটারা) নির্মাণের লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি শুরু হয়েছে। উভয় লাইন মিলে ২৪.৯০ কিলোমিটার Underground Metro Rail এর সুবিধা থাকবে। Last Mile Connectivity নিশ্চিত করার লক্ষ্যে MRT Line-5 এবং MRT Line-6 এর সম্প্রসারণের নিমিত্ত বৈদেশিক সহায়তায় ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি'র উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ডিটিসিএ অফিস ভবন

ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণের জন্য তেজগাঁওস্থ সড়ক ভবন কমপ্লেক্স এলাকায় ০২ (দুই) বিঘা ভূমি বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতল বেজমেন্টসহ ১৫তলা বিশিষ্ট ডিটিসিএ অফিস ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। টেন্ডার আহ্বান করে দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

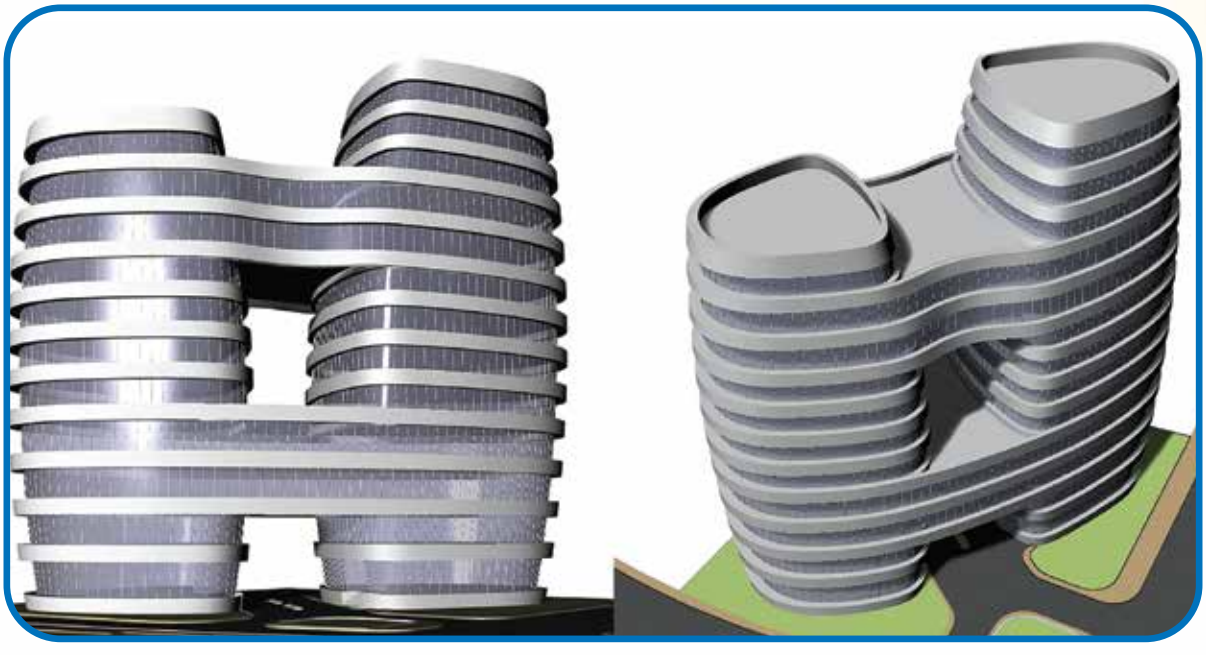

প্রস্তাবিত ডিটিসিএ ভবনের প্রক্ষেপিত চিত্র

জনবল

ডিটিসিএ'র অধিক্ষেত্র ও কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিটিসিএ-কে আরো শক্তিশালী এবং কার্যকরী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতে বিদ্যমান জনবল ৭০ (সত্তর) থেকে ২২০ (দুইশত বিশ) এ উন্নীত করার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রশিক্ষণ

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) এর কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে:

- ঢাকা মহানগরীতে সড়ক নিরাপত্তায় ডিটিসিএ'র ভূমিকা
- সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান
- ট্রাফিক ইমপ্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট
- সরকারি ক্রয় পদ্ধতি
- লব্ধ জ্ঞান কর্মে সহায়ক (১১ থেকে ১৬ গ্রেডের কর্মচারিদের জন্য)
- সম্যক ধারণা ও কর্মে গতিশীলতা (১৭ ও ২০ গ্রেডের কর্মচারিদের জন্য)

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা হিসেবে ১৯৬১ সাল থেকে দেশব্যাপী বাস এবং ট্রাক পরিচালনার মাধ্যমে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবা প্রদান করে আসছে। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে দক্ষ চালক ও কারিগর তৈরী করে চলেছে।

বাস ও ট্রাক ডিপো

সারাদেশে বিআরটিসি'র বাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা বাস ডিপোগুলো পর্যায়ক্রমে পুনরায় চালু করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মোহাম্মদপুর বাস ডিপো এ অর্থ-বছরে পুনরায় চালু করা হয়েছে। নতুন করে দিনাজপুর ডিপোকে মানোন্নয়ন করে পূর্ণাঙ্গ ডিপোতে রূপান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে বাস ডিপোর সংখ্যা ১৯টি ও ট্রাক ডিপোর সংখ্যা ০২টি।

বাস বহর

৩০ জুন ২০১৬ তারিখে বিআরটিসি'র বাস বহরে মোট বাসের সংখ্যা ১,৫৩৮টি। তম্মধ্যে ১,০৫৭টি বাস বর্তমানে বিভিন্ন রুটে চলাচল করছে। চলমান বাসগুলোর মধ্যে ২১২টি একতলা এসি, ৪৭২টি একতলা ননএসি, ৩২৫টি দ্বিতল ও ৪৮টি আর্টিকুলেটেড বাস। অবশিষ্ট ৪৮১টি বাসের মধ্যে ৩৭৯টি বাস মেরামত করে চলাচল উপযোগী করা যাবে। এজন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। অর্থনৈতিকভাবে মেরামতের অযোগ্য ১০২টি বাস যথাযথ প্রক্রিয়ায় অকেজো ঘোষণা করে নিলামে বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিআরটিসি'র বাস বহরের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ৩০০টি দ্বিতল, ২০০টি একতলা এসি ও ১০০টি একতলা ননএসি মোট ৬০০টি বাস সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ যাত্রী বিআরটিসি পরিবহন করেছে।

ট্রাক বহর

বিআরটিসি'র ট্রাক বহরে ১৪৬টি ট্রাক রয়েছে। তম্মধ্যে ১১৬টি ট্রাক সচল রয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে মেরামতের অযোগ্য ৩০টি ট্রাক যথাযথ প্রক্রিয়ায় অকেজো ঘোষণা করে নিলামে বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিআরটিসি'র ট্রাক বহরের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈদেশিক সহায়তায় ১৫ টন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন ৩৫০টি ও ১০ টন বহন ক্ষমতা সম্পন্ন ১৫০টি মোট ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহ করা হচ্ছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন পণ্য পরিবহন করা হয়েছে।

বিআরটিসি ট্রাক সার্ভিস

সিটি বাস সার্ভিস

বিআরটিসি ২৮৩টি বাস দ্বারা ঢাকা মহানগরীর ৩৭টি রুটে, ৭টি বাস দ্বারা চট্টগ্রাম মহানগরীর ৫টি রুটে ও ৫টি বাস দ্বারা খুলনা মহানগরীর ১টি রুটে সিটি সার্ভিস পরিচালনা করছে। ঢাকা মহানগরীর ২টি রুটে এসি বাস সার্ভিস রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে ৫০ হাজার যাত্রী সিটি সার্ভিসে যাতায়াত করে থাকেন।

বিআরটিসি'র এসি সিটি বাস সার্ভিস

আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস

দেশব্যাপী বিআরটিসি'র আন্তঃজেলা বাস সার্ভিস নেটওয়ার্ক রয়েছে। এ নেটওয়ার্কের আওতায় ১৭৯টি রুটে ৫১৭টি বাস চলাচল করছে। তম্মধ্যে এসি বাসের সংখ্যা ১৪৮টি।

বিআরটিসি'র আন্তঃজেলা এসি বাস সার্ভিস

আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

বর্তমানে বিআরটিসি'র উদ্যোগে ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, কোলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা রুটে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু রয়েছে। ভবিষ্যতে Bangladesh Bhutan India Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement (MVA) অনুযায়ী ভুটান ও নেপাল রুটে আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস

স্টাফ বাস সার্ভিস

সচিবালয় এবং বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের অফিসে যাতায়াতের সুবিধার্থে ২৯টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ১০৭টি রুটে বিআরটিসি'র ১২৯টি স্টাফ বাস চলাচল করছে। উপরন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিলা বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ১২৮টি বাস দ্বারা বিআরটিসি বিশেষ বাস সার্ভিস পরিচালনা করছে।

বিআরটিসি স্টাফ বাস সার্ভিস

মহিলা বাস সার্ভিস

মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ঢাকা মহানগরীতে ১৩টি রুটে ১৫টি বাস এবং চট্টগ্রাম মহানগরীতে ২টি রুটে ২টি বাস চলাচল করছে। ভবিষ্যতে এ সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিআরটিসি'র মহিলা বাস সার্ভিস

স্কুল বাস সার্ভিস

মিরপুর-আজিমপুর করিডোরের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে এ রুটে বিআরটিসি'র ২টি স্কুল বাস চলাচল করছে। ভবিষ্যতে এ সার্ভিস সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

বিআরটিসি'র স্কুল বাস সার্ভিস

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাস অনুদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে বিআরটিসি'র বাস বহর থেকে ২১টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৪টি বাস উপহার হিসেবে প্রদান করেছেন।

আপদকালীন যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন

বিভিন্ন অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে অধিকাংশ বেসরকারি পরিবহন সংস্থার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। এ ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও বিআরটিসি জনস্বার্থে যাত্রী সেবা এবং পণ্য পরিবহন কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। এ সময় গাড়ি চালনার সাথে সম্পৃক্ত বিআরটিসি'র কর্মচারিগণ অনেক ক্ষেত্রে শারিরীকভাবে লাঞ্ছিত হন। অনেক সময় বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রায়শঃই ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

বিশেষ সেবা

নিয়মিত যাত্রীসেবার বাইরে প্রয়োজনে বিআরটিসি নিম্নোক্ত বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে:

- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা/খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াত সুবিধা প্রদান
- ঈদ, হজ্জ, বিশ্ব-ইজতেমা ও দেশের যে কোন দুর্যোগকালীন বিশেষ বাস সার্ভিস প্রদান
- মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধীদের হ্রাসকৃত ফি-তে বিআরটিসি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান
- মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিআরটিসি'র প্রতিটি বাসে ১৩টি আসন সংরক্ষণ
- স্কুল/কলেজ/সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সফর/আনন্দ ভ্রমণ/বনভোজনসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য সুলভে বাস প্রদান

প্রশিক্ষণ

বিআরটিসি'র ৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৭,১৮৮ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ড্রাইভিং ও বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৮৩৯ জন।

বিআরটিসি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম

বিআরটিসি'র সেবার মানোন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ০৪ জুন ২০১৬ তারিখ জোয়ারসাহারা বাস ডিপোতে এক উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হয়। মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী এ সভায় উপস্থিত থেকে বিআরটিসি'র সকল গ্রেডের কর্মচারি ও শ্রমিকদের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিআরটিসি'র উদ্বুদ্ধকরণ সভা

ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ

বিআরটিসি'র বাস ও ট্রাক বহরের দুর্ঘটনা শুন্যের কোটায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যে চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত বিরতিতে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় কর্মশালারও আয়োজন করা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১,৫৪৩ জন চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিআরটিসি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে বিআরটিসি'র ১৫০ জন চালককে দুই ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণ

ইন্টারনেট সুবিধা সমৃদ্ধ বিআরটিসি'র বাস সার্ভিস

ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল-আব্দুল্লাহপুর রুটে চলাচলকারী বিআরটিসি'র বাসে WiFi ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। এ সুবিধা ব্যবহার করে যাত্রীসাধারণ বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্রাউজিং, আপলোড-ডাউনলোড এবং মেইল চেক করতে পারেন।

ইন্টারনেট সুবিধা সমৃদ্ধ বিআরটিসি'র বাস

জনবল

সরকারের ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে বিআরটিসি'র বাস বহরে ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হওয়ায় জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে ২০০৯ পরবর্তী সময়ে বিআরটিসিতে চালক ও অন্যান্য পদে মোট ১,৬২৩ জন কর্মচারি ও শ্রমিককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৪৪ জন চালক নিয়োগ করা হয়েছে। এতে বিআরটিসি'র প্রশাসনিক ও কারিগরি দক্ষতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ডিএসএল ও ঋণ পরিশোধ

জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ প্রবর্তনের ফলে বেতন-ভাতাদি খাতে ব্যয় দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি হওয়ায় নির্ধারিত হারে Debt Service Liability (DSL) পরিশোধ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা ডিএসএল পরিশোধ করা হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর পাওনা পরিশোধ করা যায় নি।

লাভ/লোকসান

ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ২০১৫-২০১৬ অর্থ-বছরে বিআরটিসি'র অপারেটিং রাজস্ব আয় হয়েছে ২৬৬.৩৬ কোটি টাকা ও ব্যয় হয়েছে ২৫৮.৩১ কোটি টাকা। অপারেটিং মুনাফা অর্জিত হয়েছে ৮.০৫ কোটি টাকা।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
এর
চিত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-ময়মনসিংহ
মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ
প্রকল্পের বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অংশের অগ্রগতি পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঢাকা-চট্টগ্রাম
মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ২য় মেঘনা সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা
মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক মেট্রোরেল ডিপো
এলাকার ইউটিলিটি স্থানান্তর কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের Bangladesh Bhutan India Nepal (BBIN) Friendship Motor Rally এর ঢাকা থেকে যাত্রার সূচনা করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক আব্দুল্লাহপুর-আশুলিয়া-ডিইপিজেড মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত আশুলিয়া অংশ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক আব্দুল্লাহপুর-আশুলিয়া-ডিইপিজেড মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত আশুলিয়া অংশের রিজিড পেভমেন্ট কাজ পরিদর্শন

ভুলতা ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে
মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক মেঘনা ও গোমতী সেতুর টোল প্লাজায়
ওয়েব বেইজড মনিটরিং পদ্ধতির ডিজিটাল উদ্বোধন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক মানিকগঞ্জে মহাসড়ক উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তা বিধানে গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেবে কুমিল্লার ময়নামতি এলাকায় লিফলেট বিতরণ

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বিআরটিসি'র বাসে আকস্মিক পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বিআরটিএ'র মিরপুর অফিস আকস্মিক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বিআরটিএ'র উত্তরা অফিস আকস্মিক পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক গাজীপুর-এয়ারপোর্ট বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট এর গাজীপুরস্থ নির্মাণাধীন ডিপো পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক চন্দ্রা মোড়ের প্রশস্তকরণ কাজ পরিদর্শন

জনপ্রশাসন দিবস উপলক্ষে মোটরযানের অন সাইট রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে
মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের বিআরটিএ'র পর্যালোচনা সভায় দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ফেনী জেলার উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ফেনী ফ্লাইওভার পরিদর্শন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক বিআরটিসি'র গুলিস্তান ডিপো এলাকা পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক অবৈধ বিলবোর্ড অপসারণের জন্য জনসচেতনতামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক মিটারে সিএনজি অটোরিক্সা চলাচল পর্যবেক্ষণ

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক সড়ক নিরাপত্তা বিধানে গণসচেতনতামূলক কর্মসূচির অংশ হিসেব লিফলেট বিতরণ

ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এর সঙ্গে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

ঢাকাস্থ জাপানের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এর সঙ্গে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করার জন্য চন্দ্রা এলাকা পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের ঈদের সময় গাবতলী বাস টার্মিনালে ভাড়া আদায় তদারকি করছেন

মাননীয় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশনের মডেল পর্যবেক্ষণ করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর, ২০১৬ উপলক্ষে সড়কপথে যাতায়াতকারী যাত্রীসাধারণের যাতায়াত নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

সড়ক পরিবহন খাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানকল্পে পর্যালোচনা সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক দহগ্রাম-আঙ্গোরপোতা মহাসড়ক পরিদর্শন করছেন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর শ্রমিক-কর্মচারিদের সাথে মত বিনিময় সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক বান্দরবান-কেরানীরহাট মহাসড়কে অতি বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত সেতু পরিদর্শন করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক এমআরটি লাইন-৬ এর আগারগাঁও হতে মিরপুর-১০ ইন্টারসেকশন পর্যন্ত রুটে অবস্থিত ১৩২ কেভি ভূগর্ভস্থ ক্যাবল লাইন স্থানান্তর কাজের শুভ উদ্বোধন করেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক লালমনিরহাট জেলার দহগ্রাম-আঙ্গোরপোতা পয়েন্টে প্রস্তাবিত সীমান্ত মহাসড়ক পরিদর্শন করছেন

রংপুর জোনের জোনাল সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পাগলাপীর-ডালিয়া-তিস্তা ব্যারেজ-বড়খাতা মহাসড়ক পরিদর্শন এবং পরিদর্শন শেষে তিস্তা ব্যারেজ এলাকায় ফটোসেশন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ
পরিদর্শনের পূর্বে প্রকল্প সম্পর্কে ব্রিফিং

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক সাবরাং ট্যুরিজম পার্কের প্রস্তাবিত
সংযোগ সড়ক পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক MRT Line-6 এর রুট এলাইনমেন্ট থেকে স্থাপনা অপসারণের বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক সিলেট মহানগরীর ক্বীন সেতুর নিকটে কাজীর বাজার নামক স্থানে সুরমা নদীর ওপর নবনির্মিত কাজীরবাজার সেতু রাতে পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক ৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক বরিশাল জোনের জোনাল সভা করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক বান্দরবান পার্বত্য জেলার ঝুঁকিপূর্ণ বাঁকে স্থাপিত মিরর বেইজড সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

বিশ্বব্যাংকের সদর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত Transforming Transportation শীর্ষক কনফারেন্সে Integrating Transport Governance বিষয়ক সেশনে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক এর Panelist হিসেবে অংশগ্রহণ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক অষ্ট্রেলিয়ার মোনাস বিশ্ববিদ্যালয়ে Australia Award Fellowships Round 15 Program-এ প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মিশরের মেট্রোরেলের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে ব্রিফিং অনুষ্ঠান

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক জাপানে তিনতলা বিশিষ্ট মহাসড়ক পরিদর্শন করছেন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

এমআরটি লাইন-৬ এর রুট এলাইনমেন্টে অবস্থিত শ্রী শ্রী গৌর নিতাই মন্দির যথোপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের নিমিত্ত বিদ্যমান মন্দির এলাকা পরিদর্শন এবং মন্দির পরিচালনায় সংশ্লিষ্টদের সাথে মত বিনিময় সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক

পাথর সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেটের পাথর ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা সভায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব জনাব এম, এ, এন, ছিদ্দিক

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কর্তৃক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক লালমনিরহাট-বুড়িমারি মহাসড়কে পিএমপি কাজ পরিদর্শন

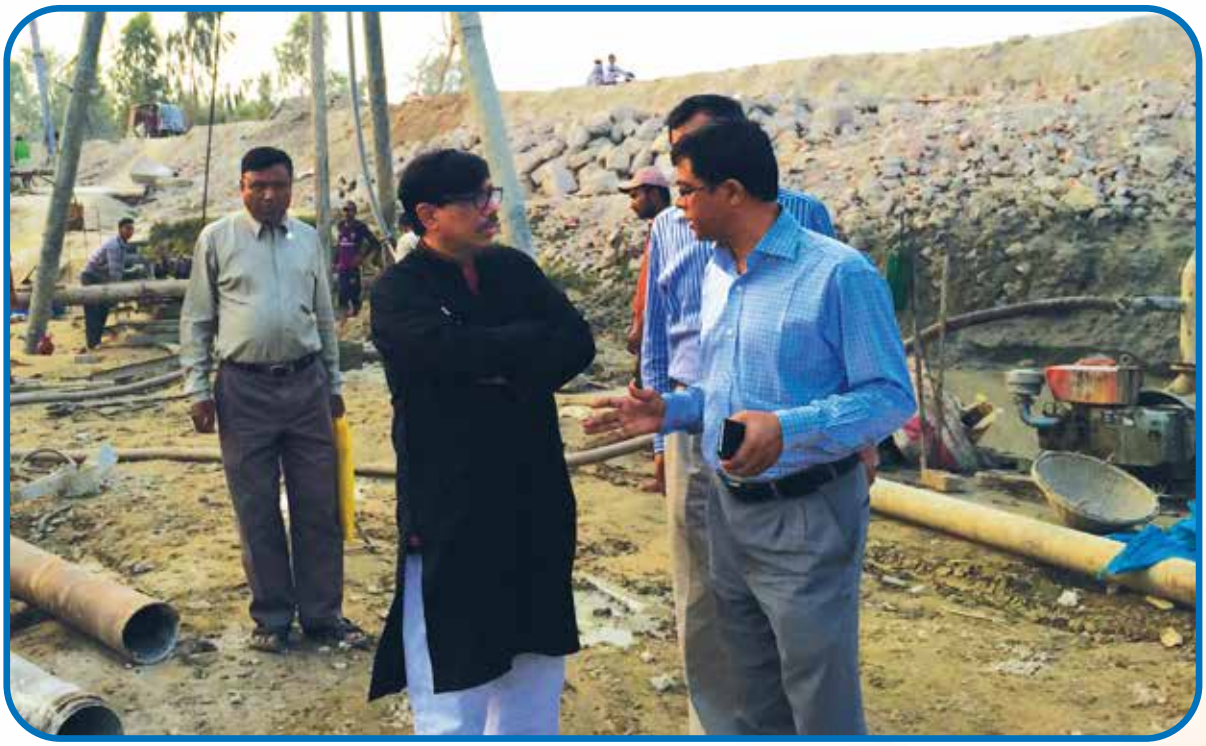

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক লালমনিরহাট সড়ক বিভাগের আওতাধীন স্বর্ণমতি সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল সিলেট-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ মহাসড়কে আহুত ধর্মঘট প্রত্যাহারের বিষয়ে স্থানীয় পরিবহন সমিতির সদস্যদের সাথে সভা করছেন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক চট্টগ্রাম-কাপ্তাই আঞ্চলিক মহাসড়কের পিএমপি কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক রাঙামাটি সড়ক বিভাগের আওতাধীন তবলছড়ি সেতুর পুনর্নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক চট্টগ্রাম অক্সিজেন মোড়-হাটহাজারী মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর মহাসড়ক ৮-লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়কের পটহোলস মেরামত কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ ফারুক জলীল কর্তৃক মেঘনা টোল প্লাজা এলাকায় এক্সেল লোড কন্ট্রোল স্টেশন এর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

মনিটরিং টিম কর্তৃক মহাসড়ক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১ এর প্রধান জনাব সফিকুল ইসলাম কর্তৃক
মির্জাপুর-ওয়ার্সি-বালিয়া মহাসড়ক পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২ এর প্রধান জনাব মোঃ আব্দুল মালেক ও সদস্যগণ কর্তৃক নরসিংদী
সড়ক বিভাগের আওতাধীন ঘোড়াশাল - পাঁচদোনা আঞ্চলিক মহাসড়কাংশের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৩ এর প্রধান জনাব মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন ও সদস্যগণ কর্তৃক উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৪ এর প্রধান জনাব যাহিদা খানম ও সদস্যগণ কর্তৃক কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগের আওতাধীন ইটনা-মিঠামইন-অষ্টগ্রাম মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৫ এর প্রধান জনাব মোঃ জাকির হোসেন ও সদস্যগণ কর্তৃক
জামালপুর-মাদারগঞ্জ মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৭ এর প্রধান জনাব মোঃ আব্দুর রৌফ খান ও সদস্যগণ কর্তৃক খাগড়াছড়ি
সড়ক বিভাগের আওতাধীন মাটিরাঙা-তানাক্কাপাড়া মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৮ এর প্রধান জনাব মোঃ আজহারুল ইসলাম খান কর্তৃক
চট্টগ্রাম (অক্সিজেন মোড়)-হাটহাজারী মহাসড়কের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-৯ এর প্রধান জনাব দীপঙ্কর মন্ডল ও সদস্যগণ কর্তৃক
সোনাপুর-কবিরহাট-কোম্পানীগঞ্জ-দাগনভূঁঞা জেলা মহাসড়ক পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১০ এর প্রধান জনাব চন্দন কুমার দে ও সদস্যগণ কর্তৃক
সিলেট-সুনামগঞ্জ মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১১ এর প্রধান ড. সৈয়দা সালমা বেগম ও সদস্যগণ কর্তৃক
রাজনগর-কুলাউড়া-জুরি-বড়লেখা-বিয়ানিবাজার-শেওলা-চরখাই মহাসড়কের কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৩ এর প্রধান জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার কর্তৃক যশোর সড়ক বিভাগের আওতাধীন পিএমপি (সড়ক মেজর) কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৫ এর প্রধান জনাব মুহাম্মদ আউয়াল মোল্লা ও সদস্যগণ কর্তৃক ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগের আওতাধীন দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা-মোংলা (দ্বিগরাজ) মহাসড়কে পিএমপি কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৮ এর প্রধান জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ ও সদস্যগণ কর্তৃক
ঝালকাঠি সড়ক বিভাগে নির্মাণাধীন আমুয়া ব্রিজ এলাকা পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-১৯ এর প্রধান জনাব মনীন্দ্র কিশোর মজুমদার ও সদস্যগণ কর্তৃক
ঢাকা (যাত্রাবাড়ী)-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল পটুয়াখালী মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২০ এর প্রধান জনাব পরিতোষ হাজরা ও সদস্যগণ কর্তৃক
ঢাকা-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের পটুয়াখালী অংশের পেভমেন্ট পর্যবেক্ষণ

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২১ এর প্রধান জনাব মোঃ এহছানে এলাহী ও সদস্যগণ কর্তৃক
রাজশাহী বাইপাস মহাসড়কের মেরামত কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২২ এর প্রধান জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান ও সদস্যগণ কর্তৃক সিরাজগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন হাটিকুমরুল- বগুড়া মহাসড়কাংশে মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২৩ এর প্রধান জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও সদস্যগণ কর্তৃক পাটগ্রাম-দহগ্রাম-আঙ্গোরপোতা জেলা মহাসড়কের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন

চিত্রে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের পরিদর্শন ও মনিটরিং কার্যক্রম

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২৪ এর প্রধান তসলিমা কানিজ নাহিদা ও সদস্যগণ কর্তৃক
জয়পুরহাট-পাঁচবিবি-হিলি মহাসড়কের মেরামত ও DBS Wearing Course এর কাজ পরিদর্শন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের মনিটরিং টিম-২৫ এর প্রধান জনাব সুলতানা ইয়াসমীন ও সদস্যগণ কর্তৃক
নীলফামারী জেলার বোরাগাড়ী-খোকসারঘাট-ডিমলা জেলা মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরিদর্শন

Design & Printing : Preview